পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 118 Monday, 30 March, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ১১৮ সংখ্যা ✱ ১৫ চৈত্র ১৪৩২, সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘আমাকে মারার চক্রান্ত করছেন নাকি?’

পুরুলিয়ার সভায় বিজেপিকে ‘দাঙ্গাবাজ’ তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ২৯ মার্চঃ পুরুলিয়া থেকে রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়ায় ভোট প্রচারের সভা থেকে বিজেপিকে সরাসরি আক্রমণ শাণিয়ে তাঁর প্রশ্ন, ‘‘আমাকে মারার চক্রান্ত করছেন নাকি?’’ পাশাপাশি, বিজেপির বিরুদ্ধে দাঙ্গা লাগানোর অভিযোগও তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, তৃণমূল নয় আসলে বিজেপি-র বিরুদ্ধে চার্জশিট দিতে হবে। ‘মানুষ মেরে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি’, এমনটাই অভিযোগ করেন তিনি। শনিবারের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার দাবি নির্বাচন এলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যান্ডেজ বেঁধে ঘোরেন। এরপরেই রবিবারের সভা থেকে অমিত শাহকে তোপ দেগেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মানবাজারের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘সুস্থ বাঘের থেকেও আহত বাঘ বেশি ভয়ঙ্কর।’’ তিনি সভা থেকে একটি সুযোগ চেয়েছেন। তাঁকে অপমানের বলা মানুষ নেবেন বলেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ‘‘আমি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছি অনেকবার। আমার উপর কী হয়েছে তোমরা জানো না? আগের নির্বাচনের সময় তোমরা আমায় পায়ে চোট দিয়েছ। তাও আমি পায়ে ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরেছি মানুষের কাছে।’’ এরপরেই তাঁর সরাসরি প্রশ্ন, ‘‘আমায় মারার চক্রান্ত হচ্ছে? কিছু পরিকল্পনা করছ নাকি?’’ তিনি বলেন, ‘‘যারা পরিকল্পনা করে, তারা সবসময় কোনও সূত্র ছেড়ে যায়। ওনার কথা থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় উনি কিছু পরিকল্পনা করছেন।’’ গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে

দেন, বিজেপি মানুষের খাবারের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপায়। তিনি বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে মাছ-মাংস-ডিম খাওয়া যায় না।’’ তার দাবি, মানুষের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের ক্ষেত্রে বিজেপি একপক্ষে থাকে। শনিবারে বীরভূমে সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল মনে করে ধর্মের আরেক নাম কর্ম।’’ অমিত শাহের ‘চার্জশিটে’র পাল্টা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, বিজেপি মানুষ মেরে ক্ষমতায় এসেছে। সকলকে তিনি ভয়াবহ দাঙ্গার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, ‘‘বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে সবথেকে বেশি আক্রমন হয়েছে আদিবাসি-মহিলাদের উপর। আমাদের ছেলে-মেয়েরা বাইরে গিয়ে বাংলায় কথা বললে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়। তৃণমূল মানে মানুষকে নিয়ে চলা।’’ সভা থেকে তিনি মনে করিয়ে দেন, রাজ্যে তৃণমূল সরকার মানুষকে বিনা পয়সায় রেশন, স্বাস্থ্যসাথীর সাহায্য করে। কিন্তু বিজেপির অভিযোগ, কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে চালু করেনি সরকার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন, পাকা দেওয়াল এবং স্মার্ট কার্ডের মত ছোট ছোট কারণে এই প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হন সাধারণ মানুষ। কিন্তু, রাজ্য সরকার সকলকে সাহায্য করে। তিনি বলেন, ‘‘সারা জীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার পেতে হলে সরকারে তৃণমূলকে প্রয়োজন।’’ বিজেপি নির্বাচনের আগে কিছু টাকা দিলেও পরবর্তিকালে এই সব প্রকল্প বন্ধ করে দেবে বলেও দাবি করেন তিনি। মমতা বলেন, ‘‘মা-বোনেরা নির্বাচনের দিন ভাল করে পাহারা দেবেন। ওদের পরিকল্পনা হচ্ছে, আমাদের জায়গাগুলোতে রিপোল করবার। অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। দিল্লির চক্রান্ত। ওই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেব। মনে রাখবেন, সুস্থ বাঘের থেকে আহত বাঘ আরও ভয়ঙ্কর।’’ তাঁর সংযোজন, ‘‘আমার হাত থেকে সব ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আমি একটা ক্ষমতা চাই, মানুষের ক্ষমতা। মানুষই এর বদলা নেবে।’’ ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের টাকা ঢোকার আশায় এখনও রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ-হন্যে হয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স পরীক্ষা করছেন লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী। প্রকল্পের সুবিধাভোগীর তুলনায় টাকা প্রাপকের সংখ্যা এখনও নগণ্য হওয়ায় ভোটমুখী বাংলায় রীতিমতো অস্বস্তিতে শাসকদল। তখন রবিবার পুরুলিয়ার মানবাজারের সভা থেকে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি স্পষ্ট জানান, যাঁরা যুবসাথী পাননি, তাঁদের আবেদনে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি বা ‘ডুপ্লিকেট’ সমস্যা হয়েছে। ওটা ডেকে ডেকে আবার ঠিক করিয়ে দেওয়া হবে। এটা কোনও ভিক্ষা নয়, যুবকদের হাতখরচ লাগে। তাঁরাও ভবিষ্যতে চাকরি পাবেন। জেলা প্রশাসনগুলিকেও দ্রুত নথি পরীক্ষা করে রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

৮৩ জন বিডিও-কে সরিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চঃ বিধানসভা ভোটের মুখে আবার প্রশাসনিক স্তরে রদবদল করল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। বাসন্তী থানার আইসি-কে সাসপেন্ড করার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার রাজ্য জুড়ে ৮৩ জন বিডিও এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার বদলিতে সিলমোহর দিল কমিশন। রবিবার নবান্নকে পাঠানো কমিশনের একটি চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। কমিশন সূত্রে খবর, গত ২৮ মার্চ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক একগুচ্ছ বিডিও ও এআরও-র বদলির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাব খতিয়ে দেখার পর ৮৩ জন আধিকারিককে সরানোর ছাড়পত্র দিয়েছে কমিশন। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ- কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও উত্তর দিনাজপুরের মতো একাধিক জেলার গুরুত্বপূর্ণ ব্লকে এই রদবদল কার্যকর করা হয়েছে। কমিশনের তালিকায় ৮৪ জন আধিকারিকের নাম থাকলেও, একজন আধিকারিক বাদে বাকি সকলের বদলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মোট ১৪ জন এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার যথাক্রমে ৭ ও ১১ জনকে বদলি করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, শুভেন্দু অধিকারীর নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের দুই এআরও-কেও বদলি করেছে কমিশন। এর আগে, গত ২৬ মার্চ বাসন্তী বাজার এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল কমিশন। অভিযোগ ছিল, আগাম খবর থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেননি বাসন্তী থানার আইসি অভিজিৎ পাল। এমনকি এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যবহার করা হয়নি। কর্তব্যে এই গুরুতর গাফিলতির দায়ে অভিজিৎ পালকে গত ২৭ মার্চ সাসপেন্ড করা হয় এবং তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় প্রবীর ঘোষকে। বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে আধিকারিক স্তরে এই ব্যাপক রদবদল নতুন নয়। ভোটের কাজে যুক্ত সরকারি কর্মীদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতেই কমিশন এই পদক্ষেপ করে। কোচবিহারের দিনহাটা থেকে শুরু করে মালদহের রতুয়া কিংবা মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ- তালিকা থেকে স্পষ্ট যে, স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। এর আগে ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারকে বদলি করেছিল কমিশন। ওই ৭৩ জন রিটার্নিং অফিসারের তালিকায় নাম ছিল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরও। বস্তুত, বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব থেকে ডিজি, সিপি বদল করেছে নির্বাচন কমিশন। পাঁচ জায়গার ডিআইজি-কেও সরানো হয়েছে। অর্ধেকের বেশি জেলার ডিএম, রিটার্নিং অফিসারের পর এবার বিডিও-দেরও বদলি করল কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, আসন্ন নির্বাচনের আগে আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ এবং অবাধভাবে সম্পন্ন হয়, তার জন্য এই ধরনের পদক্ষেপ জরুরি।

‘মহিলাদের সাদা কাগজ দিয়ে বলেছিল সই করো’

সন্দেশখালিতে বিজেপির ‘চক্রান্ত’ ফাঁস করলেন অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি, ২৯ মার্চঃ ’২৪ সালের পর থেকে ভোটমুখী বাংলায় সন্দেশখালি শাসক-বিরোধী তরজার অন্যতম ভরকেন্দ্র। রবিবার মুর্শিদাবাদের নওদার নির্বাচনী জনসভা থেকে এসে সেই সন্দেশখালির মাটিতেই দাঁড়িয়ে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, ষ।যন্ত্র করে সন্দেশখালিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা হয়েছে, আর আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই ‘পরিযায়ী’ নেতাদের জামানত জব্দ করে তার যোগ্য জবাব দেবে এলাকার মানুষই। সন্দেশখালির মানুষের অভিযোগ ছিল, জোড় করে তাঁদের জমি কেড়ে নেওয়া হত। দিতে না চাইলে জোর করা হত। রাত হলে বাড়ির মহিলাদের তুলে নিয়ে যাওয়া হত তৃণমূল পার্টি অফিসে। রাতভর রেখে ভোরে ছেড়ে দেওয়া হত। কথা না শুনলে বন্ধ করে দেওয়া হত সরকারি পরিষেবা। অকথ্য অত্যাচার চলত। পুলিশের কাছে গেলে পুলিশ অভিযোগ নিত না। বিডিও অফিসে গিয়েও কোনও লাভ হত না। আর এই দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরির নিশানায় ছিল শেখ শাহজাহান। সঙ্গে উঠে আসে আরও দু’টি নাম, উত্তর সর্দার আর শিবু হাজরা। এদিন জনসভা থেকে অভিষেক অভিযোগ করেন, দু’বছর আগে পরিকল্পিত ভাবে সন্দেশখালির ভাবমূর্তি নষ্ট করা হয়েছিল। মহিলাদের সাদা কাগজে সই করিয়ে পরে সেগুলিকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে রূপান্তর করার যে তত্ত্বে সরগরম রাজনীতি, এদিন ফের তা মনে করিয়ে দেন তিনি। অভিষেকের কথায়, ‘‘স্টিং অপারেশনে সবটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়ালের কথাতেই স্পষ্ট যে সবটাই ছিল সাজানো চক্রান্ত। আমাদের মা-বোনেদের ওপর মিথ্যে কালিমা লেপে দেওয়া হয়েছিল।’’ তিনি আরও জানান, জমি দখলের প্রতিটি অভিযোগের তদন্ত হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই ১০০-র বেশি পরিবার তাঁদের জমি ফেরত পেয়েছেন। সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী সন সর্দারকে ‘পরিযায়ী’ এবং ‘বহিরাগত’ বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক। তাঁর দাবি, ১৫ বছর ধরে সন্দেশখালির সঙ্গে প্রার্থীর কোনও যোগ নেই, তিনি থাকেন বসিরহাটে। এমনকি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বধূ নির্যাতনের অভিযোগ আছে বলেও দাবি করেন তিনি। অভিষেকের পাল্টা দাবি, তৃণমূলের প্রার্থী এই মাটিরই মেয়ে। তাঁর লক্ষ্য, সন্দেশখালি কেন্দ্র থেকে অন্তত ৫০ হাজার ভোটের ব্যবধানে তৃণমূলকে জয়ী করা। দিল্লির ‘রিমোট কন্ট্রোল’ রাজনীতির সমালোচনা করে অভিষেক অভিযোগ করেন, আবাস যোজনা থেকে শুরু করে জল জীবন মিশন ও সর্বশিক্ষার টাকা আটকে রাখা হয়েছে। তবে বঞ্চনার মুখেও তৃণমূলের ‘৫ প্রতিজ্ঞা’র কথা মনে করিয়ে দেন তিনি। যার মধ্যে রয়েছে আজীবন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ঘরে ঘরে পানীয় জল, দুয়ারে স্বাস্থ্য ক্যাম্প, বার্ধক্য ভাতা এবং সবার মাথার ওপর পাকা ছাদ। কেন্দ্রের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘টাকা আটকে রাখা হলেও এই সরকারই মানুষের পাকা ছাদের ব্যবস্থা করবে।’’ ‘দু-মুখো’ রাজনীতিকে কোনওভাবেই দল প্রশ্রয় দেবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘‘যাঁরা যে দলের জার্সি পরে আছেন, সেই দলের হয়ে খেলুন। অন্য দলের হয়ে খেলতে গেলে একমাস পরে লাল কার্ড দেখিয়ে মাঠের বাইরে করে দেবে, বাকি জীবনটা আর মাঠে ঢুকতে পারবেন না।’’ এ দিন সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পৌঁছনোর আগেই সভায় বিশৃঙ্খলা ছড়ায়। নওদা বিধানসভা কেন্দ্রে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি মোশারফ হোসেন ওরফে মধু বনাম তৃণমূলের

নওদা ব্লক সভাপতি শফিউজ্জামান শেখ ওরফে হাবিবের সম্পর্ক ‘মধুর’ বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। অভিযোগ, এ দিন সভা মঞ্চের চেয়ার দখল করে মোশারফ হোসেনের অনুগামীরা চেয়ার দখল করে বসে থাকায় চটে যান হাবিব অনুগামীরা। ওই মোশারফ অনুগামীদের জোর করে উঠিয়ে দেওয়াকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় বলে প্রাথমিক ভাবে সামনে এসেছে। তবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে এ দিনের সভায় অভিষেকের কড়া বার্তা, ‘‘আমার সবার উপরে নজর আছে। যদি কেউ ভাবেন, বিশৃঙ্খলা করবেন দলকে চাপে রাখার জন্য, দল তাঁকে ক্ষমা করবে না। আমি কিন্তু ওয়ার্নিং দিয়ে যাচ্ছি। আমার ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ-অপছন্দের কোনও বিষয় নেই।’’ অভিষেকের নিশানায় ছিলেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী ও নতুন দলের নেতা হুমায়ুন আহমেদ। অভিষেক বলেন, ‘‘বিজেপি মুর্শিদাবাদ জিততে তিনটে এজেন্ট পাঠিয়েছে। প্রথমজন অধীররঞ্জন চৌধুরী, দ্বিতীয় হুমায়ুন কবীর এবং তৃতীয় হচ্ছেন জ্ঞানেশ কুমার (মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার)।’’ উল্লেখ্য, এই নওদা কেন্দ্র থেকে এ বার নির্বাচনে লড়বেন হুমায়ুন কবীর নিজে। অন্য দিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাহিনা মমতাজ। তৃণমূলের প্রার্থীকে নিয়ে কিছু অসন্তোষ থাকলেও নির্বাচনের আগে দ্বন্দ্ব ভুলে লড়াইয়ে নামার কথা জানান অভিষেক। তৃণমূল সাংসদ বলেন, ‘‘যদিও প্রার্থী নিয়ে কোনও সমস্যা হয়, আপনি ধরে নেবেন মুর্শিদাবাদের নওদা থেকে আপনাদের প্রার্থী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাকে দেখে ভোট দেবেন। এই লড়াই বাংলার কৃষ্টি, অধিকার রক্ষা করার লড়াই।’’ জেলার কিছু নেতা শুরুতে হুমায়ুনের সঙ্গে থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁরা মুখ ফেরাচ্ছেন বলেও দাবি করেন অভিষেক। তাঁর বক্তব্য, ‘গত ডিসেম্বর মাসে যখন বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল, তখন বলেছিলেন কেন মসজিদ করবে না? হুমায়ুনের পক্ষ নিয়ে সওয়াল করেছিলেন। গত দু’মাসে হুমায়ুনের চাল-চলন, মুখের ভাষা, ব্যবহার দেখে মনে করেছে, হুমায়ুনকে সমর্থন করা আর খাল কেটে কুমির আনা এক ব্যাপার।’’

ভবানীপুরে মমতাকে মোক্ষম জবাব দেওয়ার হুঙ্কার শমীক-শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে আগামিকাল মনোনয়ন জমা দেবেন বিজেপির প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। তার আগে রবিবার বিকেলে সল্টলেকের দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপির রাজ্য সভাপতির হাত থেকে দলের প্রতীক নিলেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক মন্তব্যও করেন তিনি। পাশাপাশি, দুই কেন্দ্রেই জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের গলায়। সংসদীয় রাজনীতিতে বিরোধী দলনেতার স্থান মুখ্যমন্ত্রীর পরেই। গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত বিরোধিতা করা, সরকারের নীতি-কাজের সমালোচনা করা। কিন্তু এরাজ্যে বিরোধী দলনেতা বিধানসভায় প্রায় ১১ মাসের বেশি সাসপেন্ড ছিলেন, সভা করার জন্য ১০৪ বার কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়তে হয়েছে। এরইসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি প্রশ্ন তোলেন, ২০১১ সালে যারা গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, তারাই ২০২১ সালের নির্বাচনী ফলাফল মেনে নিতে পারেনি। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের শেষদিকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। ২০২১-এ নন্দীগ্রাম থেকে তাঁকে প্রার্থী করে পদ্ম শিবির। তাঁর বিরুদ্ধে তৃণমূলের প্রার্থী হন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কয়েক হাজার ভোটে সেখানে তৃণমূল প্রার্থীকে পরাজিত করেন শুভেন্দু অধিকারী। তবে এনিয়ে বিতর্ক হয়েছে অনেক। গণনাকেন্দ্রে লোডশেডিং করে কারচুপির অভিযোগ তুলেছিল তৃণমূল। এরপর কলকাতা হাইকোর্টে মামলাও করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এনিয়ে একাধিকবার পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপিও। তাঁদের দাবি, ২০২১-এর হার তারা মেনে নিতে পারেনি। জয়ের শংসাপত্র নিতে যাওয়ার সময় তাঁর (শুভেন্দু অধিকারী) গাড়িতে পাথরবৃষ্টি, তাঁর গাড়িতে পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা- সব বাধা পেরিয়ে তিনি এতদূর এসেছেন। শমীক ভট্টাচার্য মনে করিয়ে দেন, ‘‘আমাদের দল প্রতিজ্ঞা করেছিল ২০২৪-এ লোকসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূল লিড নিতে পারবে না। তারা সেখানে জয় নিতে পারেনি।’’ কটাক্ষও ছুঁড়ে দেন, ‘‘গতবারের ক্ষতে প্রলেপ লাগাতে অনেক রথী-মহারথীরা নন্দীগ্রামে যাবেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজেপির থেকে একবছর সম্পর্ক ছিন্ন একজন কর্মীকে সেখানে প্রার্থী করা হল। বাইরের প্লেয়ার নিয়ে খেলবেন। লোডশেডিং কোথায় হবে বাংলার মানুষ ঠিক বুঝতে পারবেন।’’ আগেই ঠিক ছিল, প্রতিবারের মতো এবারেও নন্দীগ্রাম থেকেই লড়বেন বিরোধী দলনেতা। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী বারবার দলের কাছে আর্জি জানিয়েছিলেন তিনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান। সেকথায় গুরুত্ব দিয়ে ভবানীপুরেও নির্বাচনে প্রার্থী হচ্ছেন তিনি, এদিনের বৈঠকে একথা জানিয়ে দলের প্রতীক শুভেন্দুর হাতে তুলে দেন শমীক ভট্টাচার্য ও বিজেপির সাধারণ সম্পাদক শশী অগ্নিহোত্রী। শমীক ভট্টাচার্য জানান, ‘‘নন্দীগ্রামের মানুষ শুভেন্দু অধিকারীর উপর ভরসা রেখেছেন, তাঁকে ভালবাসা দিয়েছেন, সমর্থন করেছেন। এত জটিলতা সত্ত্বেও শুভেন্দুকে জিতিয়েছেন। তাই তাঁদের এভাবে ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না, ঠিক এই কারণেই নন্দীগ্রাম থেকেও তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে।’’

বিজেপিতে যোগ কামদুনির প্রতিবাদী মুখ টুম্পা কয়ালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্য রাজনীতিতে বড়সড় চমক এনে দিলেন কামদুনি আন্দোলনের অন্যতম পরিচিত মুখ টুম্পা কয়াল। দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে রবিবার, ২৯ মার্চ তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তুমুল চর্চা। ২০১৩ সালের বহুল আলোচিত কামদুনি গণধর্ষণ ও হত্যা মামলার পর থেকেই প্রতিবাদের মুখ হয়ে ওঠেন টুম্পা কয়াল। গত ১২ বছর ধরে নিরন্তর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। বিচার এবং নিরাপত্তার দাবিতে তাঁর সোচ্চার ভূমিকা তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে এক পরিচিত মুখ করে তুলেছিল। তবে এবার সেই আন্দোলনের মঞ্চ থেকে সরাসরি রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করলেন তিনি। সূত্রের খবর, এর আগেই গত ২১ মার্চ বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন টুম্পা। সেই সময়ই দলে যোগদানের ইঙ্গিত মিলেছিল। অবশেষে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পদ্ম শিবিরে’ নাম লেখালেন তিনি। দলে যোগ দেওয়ার পর টুম্পা বলেন, শুধুমাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সবসময় কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব হয় না। তাঁর কথায়, ‘‘বড় পরিবর্তন আনতে গেলে রাজনীতির ভিতরে ঢুকতে হয়। সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত।’’ তাঁর এই মন্তব্য স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়, তিনি এখন বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চে নিজের লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, বিজেপি কৌশলগতভাবেই টুম্পাকে দলে নিয়েছে। কারণ, নারী নিরাপত্তা এবং বিচার ব্যবস্থার মতো সংবেদনশীল ইস্যুতে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা রয়েছে। ফলে ভোটের আগে এই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে প্রভাব ফেলতে পারে। শুধু টুম্পা কয়ালই নন, এদিন আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক প্রবীর কুমার সিংহ এবং প্রাক্তন পুলিশ কর্মকর্তা শর্বরী ভট্টাচার্য। ফলে একদিনেই তিনজন পরিচিত মুখকে দলে টেনে এনে বিজেপি যে রাজনৈতিকভাবে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টা করছে, তা স্পষ্ট।

‘আমরা রাজা চাই না’, ট্রাম্পের বিরুদ্ধেই পথে নামলেন আমেরিকার নাগরিকরা

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ২৯ মার্চঃ শনিবার আমেরিকার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব দিন। দেশের প্রতিটি কোণায়, ছোট-বড় শহর থেকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত লাখ লাখ মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। সংগঠকদের দাবি, সব ৫০টি অঙ্গরাজ্যে তিন হাজারেরও বেশি স্থানে একযোগে প্রতিবাদ হয়েছে এবং মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৯০ লক্ষ। এটি সম্ভবত আমেরিকার ইতিহাসে একদিনে সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিবাদের একটি। মানুষের গলায় একটাই স্লোগান ‘নো টু মনার্কি, নো টু এক্সট্রিমিজম, নো টু ওয়ার্স, আওয়ার ফোর্সেস আর নট ফর সেল।’ অর্থাৎ, ‘রাজতন্ত্র নয়, চরমপন্থা নয়, যুদ্ধ নয়, আমাদের সেনাবাহিনী বিক্রির জন্য নয়’। ‘নো কিংস’ আন্দোলনের এটি তৃতীয় বড় ধাপ। গত বছর জুনে প্রথমবার যখন ট্রাম্পের জন্মদিন উপলক্ষে এই প্রতিবাদ শুরু হয়, তখন প্রায় ৫০ লক্ষ মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। অক্টোবরে দ্বিতীয় দফায় সেই সংখ্যা বেড়ে হয় সাত লাখেরও বেশি। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। ইরানের সঙ্গে চলতে থাকা, যুদ্ধের খরচ, অভিবাসন নীতির কঠোরতা এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এককেন্দ্রিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রবণতা এসব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ফেটে পড়েছে। অনেকে বলছেন, আমেরিকায় রাজা নেই, কেউ রাজা হতে পারবে না। নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ার থেকে শুরু করে ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল হিল, শিকাগোর ডাউনটাউন, বোস্টন কমন, লস অ্যাঞ্জেলেস, সান ফ্রান্সিসকো সব বড় শহরেই জনসমুদ্র। বোস্টনে একাই এক লাখেরও বেশি মানুষ জড়ো হয়েছেন বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন। মিনেসোটায় একটি বড় সমাবেশে বিখ্যাত সংগীতশিল্পী ব্রুস স্প্রিংস্টিনের মতো তারকারা উপস্থিত ছিলেন। ছোট শহরগুলোতেও প্ল্যাকার্ড হাতে মানুষ নেমেছেন। একজন প্রতিবাদকারী বলেন, ‘‘আমরা আর চুপ করে থাকতে পারছি না। আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ যুদ্ধের আগুনে পুড়িয়ে দিতে দেব না।’’ প্রতিবাদকারীরা মূলত তিনটি বিষয়ে সোচ্চার। প্রথমত, ট্রাম্প প্রশাসনের ইরান নীতি। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শুরু হওয়া এই সংঘাতে আমেরিকান সেনা সদস্যরা আহত হয়েছেন, জ্বালানির দাম বেড়েছে, জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, অভিবাসন নীতির কঠোর প্রয়োগ। অনেক পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃতীয়ত, প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ‘একনায়কতান্ত্রিক’ মনোভাব। প্রতিবাদকারীরা বলছেন, ‘‘ট্রাম্প যেন নিজেকে রাজা ভাবছেন। কংগ্রেস, আদালত কাউকেই মানছেন না।’’ আয়োজকরা জানিয়েছেন, এই আন্দোলন কোনো একক দলের নয়। ডেমোক্র্যাটদের পাশাপাশি কিছু রিপাবলিকানও সমর্থন জানিয়েছেন। অনেক স্থানীয় নেতা, শিক্ষক, শ্রমিক, ছাত্র সবাই এক হয়েছেন। প্রতিবাদ শান্তিপূর্ণ ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে, তবে কোথাও কোথাও ছোটখাটো অসুবিধা হয়েছে।

নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চঃ সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন। সেই মতো ভবানীপুরে প্রচারে বেরিয়েছিলেন ফিরহাদ হাকিম। মমতার অনুপস্থিতিতে তাঁর উপরেই গুরু দায়িত্ব। কিন্তু শনিবার বিক্ষোভের মুখে পড়েন ফিরহাদ। চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ড। পাড়াটা নিজের হলেও বিধানসভা কেন্দ্র হল ভবানীপুর। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়েই ব্যাট করছিলেন ফিরহাদ হাকিম। প্রচারের শুরুতে চার-ছয়ই মারছিলেন। আচমকা এলাকার কয়েকজন মহিলা নিকাশি সমস্যার কথা বলতে যান ববিকে। নেতার অনুগামীরা বিপদ বুঝে তাঁকে আর মুখোমুখি হতে দেননি। তবে সবটা শুনে ফিরহাদ বললেন, ‘‘ঘর থেকে জমা জলের কথা বলেছেন। সমস্যার কথা বলবেই। রাস্তা উঁচু হয়ে যাচ্ছে বাড়ি নিচু হচ্ছে। একটু জল জমতেই পারে। বাংলার বাড়ি হবে খোঁড়াখুড়ি হয়েছে। এগুলি নিয়ে এত হইচইয়ের কী আছে? হাজার হাজার মানুষ আমায় জড়িয়ে ধরে বলছেন, আর একটা মানুষ আমায় সমস্যা বলেছে কী যায় আসে?’’

সম্প্রতি মুম্বইতে এক অনুষ্ঠানের পর সোলটাচ মিডিয়ার সদস্যদের সঙ্গে দুরন্ত বার্তা’র সম্পাদক ও অন্যান্যরা।

যুবসাথী হলো হাতখরচ, মন্তব্য মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,পুরুলিয়া, ২৯ মার্চ ঃপুরুলিয়ার মানবাজারে ভোটপ্রচারে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের প্রার্থী সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে পাথরকাটা ফুটবল গ্রাউন্ডে সভা মুখ্যমন্ত্রীর। সেখান থেকে রবিবার তিনি বলেন, যুবসাথী ভিক্ষা বা ভাতা নয়। এটা হাতখরচ। এটা পকেটমানি। মানবাজারের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা দরখাস্ত করেও টাকা পাননি, তাঁদেরগুলো ডুপ্লিকেট হয়ে গিয়েছে। এর পরে তাঁদের ডেকে তা সংশোধন করা হবে। সকলেই পাবেন এই টাকা।প্রসঙ্গত, যুবসাথীর এই দেড় হাজার টাকাকে অনেকেই ‘ ভিক্ষার টাকা’ বলে কটাক্ষ করেছে। তাদের দাবি, চাকরি দিতে অক্ষম সরকার ভাতা দিয়ে ভোট কিনতে চাইছে। আবার বিজেপির মতো বিরোধীরা এই প্রকল্পগুলিকে সামনে রেখেই ভোটে জিতলে দ্বিগুণ টাকার কথাও বলছে। এ নিয়েও এ দিন মমতা বলেন, যুবসাথী ভিক্ষা বা ভাতা নয়। যাঁরা আবেদন করছেন, তাঁদেরও একদিন জীবিকা হবে। এটা পকেটমানি। যাতে তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারেন।রাজনৈতিক মহলের মতে, একুশের বিধানসভা ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। কিন্তু এবার তাঁর কৌশল আলাদা। প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোটের জন্য অপেক্ষা না করে, নির্ঘণ্ট ঘোষণার ঠিক আগেই উপভোক্তাদের পকেটে সরাসরি টাকা পৌঁছে দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই পরিকল্পনায় তাল কাটছে‘ টেকনিক্যাল জট। শুধু যুবসাথী নয়, একাধিক জেলায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের চলতি মাসের টাকাও এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের আবহে দেশবাসীকে ফের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে আমাদের প্রতিবেশী অঞ্চলে গত এক মাস ধরে এক ভয়াবহ যুদ্ধ চলছে। লক্ষ লক্ষ পরিবারের আত্মীয়-স্বজন এই দেশগুলিতে বাস করেন, বিশেষ করে যারা উপসাগরীয় অঞ্চলে কাজ করেন। সেখানে থাকা ১ কোটিরও বেশি ভারতীয়কে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আমি উপসাগরীয় দেশগুলির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। যে অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে, তা আমাদের জ্বালানি চাহিদার একটি প্রধান কেন্দ্র। এর ফলে বিশ্বজুড়ে পেট্রোল ও ডিজেলের সংকট তৈরি হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বৈশ্বিক সম্পর্ক, বিভিন্ন দেশের সহায়তা ও গত দশকে অর্জিত সক্ষমতার কারণেই ভারত দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকূলতাগুলির মোকাবিলা করছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি কঠিন সময়। 'মন কি বাত'-এর মাধ্যমে আমি আবারও দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সংকট কাটিয়ে ওঠার আহ্বান জানাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, যারা এই বিষয়টিকে রাজনীতিকরণ করছেন, তাঁদের এমনটা করা উচিত নয়। এটি ১৪০ কোটি নাগরিকের স্বার্থসংশ্লিষ্ট একটি বিষয়। এখানে স্বার্থপর রাজনীতির কোনও স্থান নেই। যারা গুজব ছড়াচ্ছেন, তাঁরা দেশের ব্যাপক ক্ষতি করছেন। আমি সকল দেশবাসীকে সচেতন থাকার এবং গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আবেদন করব। সরকার ক্রমাগত তথ্য সরবরাহ করছে। সেটির ওপর আস্থা রাখুন এবং তার ভিত্তিতেই পদক্ষেপ নিন।মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১৩২-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মার্চ মাসটি বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত ঘটনাবহুল ছিল। আমাদের সকলের মনে আছে, অতীতে কোভিডের কারণে সমগ্র বিশ্বকে দীর্ঘ সময় ধরে অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমরা সকলেই আশা করেছিলাম, কোভিড সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পর বিশ্ব একটি নতুন সূচনার সঙ্গে অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাবে, কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধ ও সংঘাতের পরিস্থিতি ক্রমাগত দেখা দিতে থাকে।অন্যদিকে ভারতের শক্তি দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যেই নিহিত, জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ 'মন কি বাত'-এ আমি এমন একটি উদ্যোগের কথা বলতে চাই যা দেশবাসীর অংশগ্রহণের চেতনাকে প্রতিফলিত করে। এই প্রচেষ্টাটি হলো 'জ্ঞান ভারতম' সমীক্ষা, যা আমাদের মহান সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর উদ্দেশ্য হলো সারা দেশের পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই সমীক্ষায় যোগদানের একটি উপায় হলো 'জ্ঞান ভারতম' অ্যাপ। আপনার কাছে যদি কোনও পাণ্ডুলিপি বা সে সম্পর্কে কোনও তথ্য থাকে, তবে 'জ্ঞান ভারতম অ্যাপ'-এ তার ছবি শেয়ার করুন। প্রতিটি এন্ট্রির তথ্য নথিভুক্ত করার আগে যাচাই করা হয়। আমি আনন্দিত যে, এখন পর্যন্ত মানুষেরা হাজার হাজার পাণ্ডুলিপি শেয়ার করেছেন।'মন কি বাত'-এর ১৩২-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত বিশ্বের নবীনতম দেশ। যখন দেশ গড়ার কাজে যুবশক্তি্র সদ্ব্যবহার করা হয, তখন তা বিপুল সমর্থন জোগায়। দেশ গড়ার এই দায়িত্ব পালনে 'মেরা যুব ভারত' অর্থাৎ 'আমার ভারত' সংস্থাটি একটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থাটি দেশের যুবকদের বিভিন্ন ইতিবাচক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করছে।

ইউক্রেনের ড্রোন হামলায় রাশিয়ার বড় ধাক্কা, প্রিমোরস্ক ও উস্ত-লুগা বন্দরে তেল লোডিং বন্ধ

মস্কো, ২৯ মার্চ ঃইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ চার বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও সমাধান হয়নি। এর মধ্যেই ইউক্রেনের ব্যাপক ড্রোন হামলায় রাশিয়ার জ্বালানি পরিকাঠামোয় বড় ধাক্কা লেগেছে। বাল্টিক সাগরের গুরুত্বপূর্ণ তেল রফতানি বন্দর প্রিমোরস্ক ও উস্ত-লুগায় ভয়াবহ আগুন লাগার জেরে কাঁচা তেল ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের লোডিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে রাশিয়ার রফতানি ব্যবস্থার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক তেল বাজারেও নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ইউক্রেনের ড্রোন হামলার পর প্রিমোরস্ক ও উস্ত-লুগা বন্দরে তেল লোডিং স্থগিত রাখা হয়েছে। হামলার ফলে ওই এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।সূত্রের খবর, উস্ত-লুগায় রাশিয়ার পাইপলাইন সংস্থা ট্রান্সনেফট-এর তেল সংরক্ষণ ট্যাঙ্কে আগুন লাগে। সেই আগুন থেকে ওঠা ঘন কালো ধোঁয়া দূরবর্তী ফিনল্যান্ড থেকেও দেখা গিয়েছে। প্রিমোরস্ক বন্দরে সাম্প্রতিক হামলার পর সেখানকার আগুনও এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি।হামলার পর উস্ত-লুগা অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে সিল করে দেওয়া হয়েছে। একাধিক তেল ট্যাঙ্কে এখনও আগুন জ্বলছে বলে জানা গিয়েছে। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর মেলেনি এবং তেল ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাও নিশ্চিত হয়নি।এদিকে, কিছু ইউক্রেনীয় ড্রোন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রতিবেশী দেশ লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ায় গিয়ে পড়ে। এস্তোনিয়ায় একটি ড্রোন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে ধাক্কা খেলেও ব ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ইউক্রেনের নিরাপত্তা সংস্থা এসবিইউ দাবি করেছে, এই হামলায় তেল লোডিং অবকাঠামো ও সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাদের মতে, এই ধরনের হামলা রাশিয়ার যুদ্ধকালীন অর্থনীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ে ব। প্রভাব ফেলবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, রাশিয়ার তেল রফতানি ব্যবস্থার ওপর এটি এখনও পর্যন্ত অন্যতম ব। আঘাত। এর ফলে আন্তর্জাতিক তেল বাজারে অনিশ্চয়তা আরও বা।তে পারে, বিশেষ করে এমন সময়ে যখন পশ্চিম এশিয়াতেও উত্তেজনা বজায় রয়েছে।রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রিমোরস্ক বন্দর থেকে প্রতিদিন ১০ লক্ষ ব্যারেলের বেশি কাঁচা তেল রফতানি করা সম্ভব। গত বছর উস্ত-লুগা থেকে প্রায় ৩২.৯ মিলিয়ন টন এবং প্রিমোরস্ক থেকে ১৬.৮ মিলিয়ন টন তেলজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল। অন্যদিকে, রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মস্কো-সহ দেশের বিভিন্ন অংশে রাতভর মোট ৩৮৯টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে।উল্লেখ্য, বিগত কয়েক সপ্তাহে ইউক্রেন রাশিয়ার তেল শোধনাগার ও রফতানি রুটগুলিতে ড্রোন হামলা আরও জোরদার করেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর লক্ষ্য রাশিয়ার অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে দুর্বল করা, বিশেষ করে যখন শান্তি আলোচনা থমকে রয়েছে।

পশ্চিম এশিয়া সংকটের প্রভাব খতিয়ে দেখতে আইজিওএম বৈঠক, নেতৃত্বে রাজনাথ সিং

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংকটের প্রভাব পর্যালোচনায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্বে গত শনিবার অনুষ্ঠিত হল মন্ত্রিগোষ্ঠীর অনানুষ্ঠানিক বৈঠক (আইজিওএম)। বৈঠকে দেশের অর্থনীতি, জ্বালানি ও সরবরাহ ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা, অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী কিঞ্জরাপু রামমোহন নাইডু, সংসদীয় ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর, পেট্রোলিয়ামমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং খাদ্য ও গণবণ্টনমন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী-সহ একাধিক দফতরের শীর্ষ আধিকারিকরা।বৈঠকে জ্বালানি সরবরাহে সম্ভাব্য ঝুঁকি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দেশীয় প্রাপ্যতা, গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর স্থিতিশীলতা এবং ভারতের সরবরাহ শৃঙ্খলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করা হয়।প্রতিরক্ষামন্ত্রী জানান, সমস্ত বিষয় নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলিও মূল্যায়ন করা হয়েছে। তিনি আরও স্পষ্ট করেন, নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার পরিস্থিতির উপর নিবি। নজর রাখছে এবং সম্ভাব্য যে কোনও প্রভাব থেকে দেশবাসীকে সুরক্ষিত রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ভাগীরথী নদীতে গড়িয়ে পড়লো গাড়ি

মুর্শিদাবাদ, ২৯ মার্চ ঃমুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগ সদর ঘাটে ফের দুর্ঘটনা। রবিবার ভাগীরথী নদীতে গড়িয়ে পড়ে গেল গাড়ি। যদিও এ দিন সকালের এই ঘটনায় কারওর প্রাণহানি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে।উল্লেখ্য, এর আগেও এই লালবাগ সদর ঘাটে গাড়ি পড়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে এ দিন স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চার চাকা গাড়িটি ভেসেল থেকে নামানোর পর নিজে থেকেই গড়িয়ে নদীতে পড়ে যায়। গাড়িতে ওই সময় কেউ ছিল না। ফলে প্রাণহানি বা কারওর আহত হওয়ার কোনও ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গেছে।

অভিষেকের বার্তার পরেই দায়িত্ব, নির্বাচন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান হলেন দুই বিদায়ী বিধায়ক

কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রদবদল। কুলপি ও রায়দিঘি-এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের নির্বাচনী কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক দায়িত্ব দেওয়া হলো বিদায়ী বিধায়কদের। নির্বাচন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়েছে কুলপির প্রাক্তন বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার এবং রায়দিঘির প্রাক্তন বিধায়ক ডা. অলোক জলদাতাকে।গত শনিবার বিকেলে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কুলপির বিবেক ময়দানে দলীয় প্রার্থী বর্ণালী ধাড়ার সমর্থনে সভা করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন যে, টিকিট না পেলেও অভিজ্ঞ নেতাদের সংগঠনে বড় দায়িত্ব দেওয়া হবে এবং তাঁদের নেতৃত্বেই ভোটের লড়াই এগোবে। সেই ঘোষণার পরেই প্রকাশিত নির্বাচন কমিটির তালিকায় এই দুই বিদায়ী বিধায়কের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।উল্লেখ্য, কুলপি কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদারকে এবার প্রার্থী করেনি দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে পরিচিত এই নেতা টিকিট না পেয়ে কিছুটা আড়ালে চলে গিয়েছিলেন, যার প্রভাব পড়েছিল কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও। তবে অভিষেকের সভা থেকে তাঁর ভূমিকা নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়। কুলপির নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে সাংসদ বাপী হালদারকে এবং যোগরঞ্জন হালদার থাকছেন ভাইস চেয়ারম্যান পদে।অন্যদিকে, রায়দিঘি কেন্দ্রেও একই ছবি ধরা পড়েছে। ২০২১ সালের বিধায়ক ডা. অলোক জলদাতাকে এবার প্রার্থী না করে নতুন মুখ তাপস মণ্ডলকে সামনে এনেছে দল। এতেও কিছুটা অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায়। তবে নির্বাচন কমিটিতে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনি পুনরায় সক্রিয় হবেন বলে আশা করছে দলের একাংশ।যদিও অভিষেকের ঘোষণার পর যোগরঞ্জন হালদারের প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা আক্ষেপের সুর শোনা গিয়েছে। তিনি বলেন, ভোটের আগে বলতে হয়, তাই বলেছেন। কেন আমাকে প্রার্থী করা হল না জানি না। তবে দল দায়িত্ব দিলে কাজ করব, না হলে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব। এখন দেখার, এই নতুন সাংগঠনিক সমীকরণ কুলপি ও রায়দিঘির ভোটের লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলে।

পশ্চিম এশিয়ায় সংকটের আবহেও দেশে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক, পর্যাপ্ত মজুত জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ পশ্চিম এশিয়ায় চলমান সংঘাত ও হরমুজ প্রণালী বন্ধ থাকার প্রেক্ষাপটে দেশবাসীর উদ্বেগ দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার জানাল, দেশে পেট্রোল, ডিজেল ও এলপিজি-র পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং জ্বালানি সরবরাহ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে। সরকার নাগরিকদের গুজবে কান না দিয়ে আতঙ্কে অতিরিক্ত কেনাকাটা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানিয়েছে।কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক জানিয়েছে, দেশজুড়ে সমস্ত পেট্রোল পাম্প স্বাভাবিকভাবে চলছে। কাঁচা তেলের পর্যাপ্ত ভাণ্ডার রয়েছে এবং সব শোধনাগার উচ্চ ক্ষমতায় উৎপাদন করছে। পেট্রোল ও ডিজেলের সরবরাহেও কোনও ঘাটতি নেই। চাহিদা অনুযায়ী এলপিজি উৎপাদনও বাড়ানো হয়েছে।সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে প্রতি লিটারে ১০ টাকা উৎপাদন শুল্ক কমিয়েছে। পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিজেলে ২১.৫ টাকা এবং এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলে (এটিএফ) ২৯.৫ টাকা প্রতি লিটার রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।পাইপড গ্যাস (পিএনজি) ও সিএনজি-র ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ সরবরাহ বজায় রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রায় ৮০ শতাংশ এবং সার কারখানাগুলিকে ৭০-৭৫ শতাংশ গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত এলএনজি ও আরএলএনজি আমদানির ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। মার্চ মাসে ২.৯ লক্ষের বেশি নতুন পিএনজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে।এলপিজি সরবরাহও স্বাভাবিক রয়েছে। প্রতিদিন ৫৫ লক্ষের বেশি গ্যাস সিলিন্ডার বিতরণ করা হচ্ছে এবং কোনও ডিলারের কাছে ঘাটতির খবর নেই। অনলাইন বুকিং ৯৪ শতাংশে পৌঁছেছে এবং ডেলিভারি অথেনটিকেশন কোড ব্যবস্থাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ ধাপে ধাপে বাড়িয়ে আগের স্তরের প্রায় ৭০ শতাংশে পৌঁছেছে।সরকার অতিরিক্ত ৪৮,০০০ কিলোলিটার কেরোসিন বরাদ্দ করেছে এবং কয়লার অতিরিক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছে, যাতে এলপিজির ওপর চাপ কমে। মজুতদারি ও কালোবাজারি রুখতে দেশজুড়ে প্রায় ২,৯০০টি অভিযান চালিয়ে প্রায় ১,০০০ সিলিন্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তেল বিপণন সংস্থাগুলি ১,২০০-র বেশি পাম্প ও গ্যাস এজেন্সিতে নজরদারি চালিয়ে ৪৮০টি নোটিস জারি করেছে।সমুদ্রপথে সরবরাহও স্বাভাবিক রয়েছে। পশ্চিম পারস্য উপসাগর এলাকায় ১৮টি ভারতীয় জাহাজে ৪৮৫ জন নাবিক কর্মরত রয়েছেন। দুটি এলপিজি জাহাজ প্রায় ৯৪,০০০ মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। একটি ৩১ মার্চ মুম্বই এবং অন্যটি ১ এপ্রিল নিউ মাঙ্গালুরু পৌঁছবে। দেশের সব বন্দরেই কাজকর্ম স্বাভাবিক রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, পশ্চিম এশিয়া ও উপসাগরীয় অঞ্চলে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। দূতাবাসগুলি ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় রয়েছে এবং হেল্পলাইনের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৫.২৪ লক্ষ ভারতীয় দেশে ফিরেছেন। যেসব এলাকায় আকাশপথ বন্ধ, সেখানে বিকল্প রুটে যাত্রীদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

‘মন কি বাত’-এ ত্রিপুরার উদ্যোগের প্রশংসা, জল সংরক্ষণে ভাংমুন মডেল তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী

আগরতলা, ২৯ মার্চ ঃ রবিবার ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকার পাশাপাশি বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নম্বর বুথে প্রধানমন্ত্রী-র রেডিও অনুষ্ঠান ‘ মন কি বাত’ শোনার আয়োজন করা হয়। বড়জলা এলাকার এক কৃষকের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এদিনের সম্প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা তুলে ধরেছেন, যা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। তিনি জানান, উত্তর ত্রিপুরার ভাংমুন এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সংকট অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ধরনের স্বীকৃতি রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে উসাহ জোগাবে।মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এই উদ্যোগ শুধু একটি এলাকার সমস্যা সমাধানই নয়, বরং দৃষ্টান্ত হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ। ভাংমুনের মানুষ যেভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জল সংরক্ষণে এগিয়ে এসেছেন, তা অন্য এলাকাগুলির জন্যও পথপ্রদর্শক হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।এছাড়া, এদিনের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার নবায়নযোগ্য শক্তি্র ক্ষেত্রেও সাফল্যের কথা উঠে আসে। এর আওতায় পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সোলার বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করা হয়। বিশেষ করে জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে সোলার মিনি-গ্রিডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহের বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খেতে পারবেন না, মন্তব্য মমতার

পুরুলিয়া, ২৯ মার্চঃবিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ-মাংস খেতে পারবেন না, বিতর্কিত মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার পুরুলিয়ার জনসভা থেকে মমতা বলেন, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে মাছ খাওয়া হয় না। বিজেপি এলে আপনারা মাংস বা ডিম খেতে পারবেন না। বিজেপি একপেশে, তারা কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না। এই লোকজন দাঙ্গা উস্কে দেয়। দাঙ্গা উস্কে দিয়ে তারা ক্ষমতায় আসে, মানুষ মেরে তারা ক্ষমতায় আসে। আদিবাসীদের উপর সবচেয়ে বেশি হামলা, মহিলাদের উপর হামলা বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতেই হয়। আমাদের বাংলাভাষী মানুষদের অন্য রাজ্যে আক্রমণ করা হয়। আমরা কাউকে দমন করি না।বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, মনে রাখবেন, এ বারে মানুষকে সবচেয়ে বেশি জ্বালিয়েছে বিজেপি। নোটবন্দিতে আপনারা লাইন দিয়েছেন, সব টাকা জমা নিয়ে নিয়েছে। কালো টাকা কিন্তু ফিরে আসেনি। আপনারা লাইন দিয়েছেন আধার কার্ড করার জন্য। পকেট থেকে ১০০০ টাকা করে দিয়েছেন। চারটে করে ফটো তুলেছেন। এখন বলেছে আধার কার্ড থাকলে ভোট হবে না! তা হলে আধার কার্ড করলেন কেন! টাকা ফেরত দিন। জনগনের টাকার কি কোনও মূল্য নেই!

নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে সোমবার আলোচনা লোকসভায়

নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ ঃ নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে সোমবার আলোচনা হবে লোকসভায়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নকশাল-মুক্ত ভারত গড়ার ডাক দিয়েছেন। নকশালমুক্ত্ ভারত গড়ার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে এই বছরের ৩১ মার্চ। মঙ্গলবারই সেই সময়সীমা শেষ হচ্ছে।তার একদিন আগে, সোমবার নকশাল-মুক্ত ভারত অভিযান নিয়ে বিশেষ আলোচনা হবে লোকসভায়। লোকসভার কার্যসূচি অনুযায়ী, নকশালবাদ নির্মূলের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। বিধি ১৯৩ অনুসারে, শিবসেনা সাংসদ শ্রীকান্ত শিন্ডে এই আলোচনা শুরু করবেন।

বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও চলবে না, মন্তব্য অভিষেকের

মুর্শিদাবাদ, ২৯ মার্চ ঃ বিজেপিকে এক ইঞ্চি জমি দেওয়াও চলবে না, রবিবার মুর্শিদাবাদের জনসভা থেকে এই মন্তব্য করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার মুর্শিদাবাদের নওদার জনসভা অভিষেক বলেন, এখান থেকে আমাদের ২২-০ করতে হবে। বিজেপিকে এক ইঞ্চিও ছাড় দেওয়া যাবে না। নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) দায়িত্ব নেওয়ার পর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়েছে। এটা করা হয়েছে যাতে বিজেপি রাম নবমীর সময় হিংসা ছড়াতে পারে। আমরা যখন দুর্গাপুজো বা ঈদ উদযাপন করি, তখন কি আপনারা হিংসা দেখেছেন? যারা অস্ত্র হাতে এবং মাতাল অবস্থায় রাম নবমী উদযাপন করছে, তারা ভগবান রামের ইতিহাস পড়েনি। সবার উপর আমার নজর আছে। এটাকে সতর্কবার্তা হিসেবে নিন। যদি কোনও একটি দলের জার্সি পরেন, তবে সেই দলের প্রতি অনুগত থাকুন। অন্য দলের হয়ে খেলবেন না। আমরা অবশ্যই জিতব।অভিষেক আরও বলেন, আমি হুমায়ুন কবির ও অধীর চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদের সুরক্ষা প্রত্যাহার করতে বলার জন্য চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের নিরাপত্তা দেবে। তাদের যদি কোনও নৈতিকতা অবশিষ্ট থাকে, তবে তাদের এটা করা উচিত, যেহেতু কেন্দ্র সংখ্যালঘুদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন করেছে।

৬ হাজার গ্রাহক তাঁদের এলপিজি সংযোগ ছেড়েছেনঃনীরজ মিত্তাল

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২৯ মার্চ ঃ জ্বালানি সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাঁদের পাইপের গ্যাস সংযোগ আছে, তাঁরা অনেকেই এলপিজি ছেড়ে দিচ্ছেন। যাঁদের শুধুই এলপিজি আছে, তাঁদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যই এই পদক্ষেপ। গত শনিবার পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার গ্রাহক তাঁদের এলপিজি সংযোগ ছেড়ে দিয়েছেন বলে রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে জানিয়েছেন পেট্রোলিয়াম মন্ত্রকের সচিব নীরজ মিত্তাল। নাগরিকদের এই ভাবে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে বাকিদেরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এই সংক্রান্ত একটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, সেখান থেকে এলপিজি ছাড়ার আবেদন করা যাবে বলে খবর সূত্র থেকে জানা গিয়েছে।

৪ এপ্রিল মানিকচকে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা, এনায়েতপুর মাঠ পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

মানিকচক, ২৯ মার্চ ঃআগামী ৪ এপ্রিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদার মানিকচক বিধানসভা এলাকায় একটি নির্বাচনী জনসভা করবেন। সেই সভাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মানিকচকের এনায়েতপুর ফুটবল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।শনিবার সভাস্থল পরিদর্শনে আসেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। মাঠে হেলিপ্যাড তৈরি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, প্রবেশ ও বাহির পথ, ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। সভায় আগত মানুষের গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পার্শ্ববর্তী স্কুলের মাঠ ও ফাঁকা জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, ২ এপ্রিল থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মালদা জেলায় অবস্থান করবেন। এই সময় জেলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক জনসভা ও মিছিল করার কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানান, মানিকচকের এনায়েতপুর ফুটবল মাঠে মুখ্যমন্ত্রীর জনসভা হবে। মাঠ পরিদর্শন করে প্রাথমিকভাবে সবকিছু ঠিকঠাক রয়েছে বলে তিনি জানান। পাশাপাশি বিভিন্ন নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোগত বিষয়ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

রাশিফল

মেষঃলোকেদের জন্য সপ্তাহটি ভালো যেতে পারে, আপনার স্বাস্থ্যের কথা বললে তা ভালোই যাবে, তবে আপনার রাগ করা এড়িয়ে চলা উচিত, এতে আপনার স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, সপ্তাহের শুরুটা আর্থিক পরিস্থিতির জন্য ভালো হতে পারে, তবে পরবর্তী দিনগুলিতে আপনি আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে পারেন, ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।

বৃষঃ লোকেদের জন্য এই সপ্তাহটি অনুকূল ফলাফল আনতে পারে। তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান হওয়া প্রযোজন। রক্তজনিত রোগ বা আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শুভদিন

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যস্ততার কারণে আপনি হয়তো রোমান্টিক সাক্ষাতটি কাটিয়ে দিতে চাইবেন ও বা।তে একা সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার পকেটে বেশি চাপ দেয় না এরকম ছোট ছোট জিনিসে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কিছু উন্নতি করার কথা ভাবার এটিই সঠিক সময়। সংসারে শান্তি আসবে

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতি শীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্প ন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে। বিবাহের যোগ হবে

মকরঃমকর রাশির লোকেদের জন্য সপ্তাহটি মিশ্র হতে পারে, স্বাস্থ্যের কথা বললে, আপনার পরিবারের কোনও বড় ব্যক্তির স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে, আপনার স্বাস্থ্য একেবারে সুস্থ থাকতে পারে, আর্থিক অবস্থার বললে, আপনার আর্থিক অবস্থা ভালো থাকতে পারে, যদি আপনি কোনও সম্পত্তির লেনদেনে একটু সতর্ক হন, সে সম্পর্কে তদন্ত করুন

কুম্ভঃব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা সম্পর্কে সতর্ক থাকা উচিত এবং তাদের ব্যবসায.উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেতে পারে। কোনও অর্থ বিনিয়োগ করার আগে সাবধানে চিন্তা করুন। যারা চাকরি করেন তাদের সহকর্মীদের সঙ্গে কিছু ভাগ করে নেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত। সপ্তাহটি প্রেমের সম্পর্কের জন্য বিশেষভাবে ভালো হতে পারে। বিবাহের যোগ।

মীনঃ লোকেদের জন্য সপ্তাহটি খুব ভালো যেতে পারে। স্বাস্থ্যের কথা বলতে গেলে, আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকতে পারে, কোনও ধরনের শারীরিক ব্যথার সম্ভাবনা নেই, তবে চোখ বা দাঁত সম্পর্কিত কিছু ছোটখাটো সমস্যা আপনাকে সমস্যায় ফেলতে পারে। আপনার ব্যবসা খুব ভালোভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে, এবং আপনি আপনার ব্যবসায় অনেক উন্নতি করতে পারে

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে এবার ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে দু'-এক জায়গায় বৃষ্টিপাত চলবে। আবার মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই দিন দক্ষিণের সব জেলায় হলুদ সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্রে দমকা হাওয়ার কারণে মস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দমকা ঝোড়ো হাওয়ার গতি হতে পারে ঘণ্টায় ৬০ কিলোমিটার।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু'দিন গোটা রাজ্যে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমবে। তার পরে গরম বাড়বে রাজ্যে। পরের পাঁচ দিন দক্ষিণবঙ্গে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩ থেকে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। উত্তরবঙ্গে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। রবিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে সামান্য কম।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৪শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫২শতকরা হতে পারে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৫০মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৪৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৭মনিটে হতে পারে।

এগরায় প্রচারে বিজেপি প্রার্থী দিব্যেন্দু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ২৯ মার্চ ঃ এগরা বিধানসভার বিবেকানন্দ অঞ্চলের ৮৬ নং বুথে বিজেপি পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী অমিত প্রধানের বাবা কালাচাঁদ প্রধানের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে শনিবার তাঁর ছবিতে মাল্যদান শ্রদ্ধা জানান বিধানসভার জনতা পার্টির প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারী। তিনি এগরা বিধানসভার সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে এগরা বিধানসভার-২ মণ্ডলের আর.বি.সি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ ও ১৯৩ বুথে সাংগঠনিক বৈঠক করেন বিজেপি প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারী। এগরা পৌরসভার ১৩ নং ওয়ার্ডের শ্রীশ্রী রাম লালার পুজো উপলক্ষ্যে অনু মহোৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। জুমকি অঞ্চলের বেলতলা ও মানিকাদিঘী গ্রামের-২১৯ ও ২২৫ নাম্বার বুথে নির্বাচন সংক্রান্ত বুথ বৈঠকে উপস্থিত থেকে প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারী। এরপর প্রার্থী জুমকি অঞ্চলের খয়েশর গ্রামের ২২৪ নং বুথে নির্বাচন সংক্রান্ত বুথ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। প্রতিটি জায়গায় প্রার্থী দিব্যেন্দু অধিকারীর সঙ্গে প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুদাম পন্ডিত, মন্ডল সভাপতি বিমল শীট, শহর মন্ডল সভাপতি চন্দন মাইতি, রাজ্য নেতৃত্ব সুকুমার রায়, বিশ্বজ্যোতি মাইতি, জুনকি পঞ্চায়েতে প্রধান সত্যেন দাস, এগরা-১ পঞ্চম সমিতির বিরোধী দলনেতা তাপস দে সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

কৌটো নাচানো থেকে কিউআর কোড, ভোটের সময় কত টাকা তুলছে সিপিএম জানেন?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ কৌটো নিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করে সিপিএম। আর এই ভাবে নির্বাচনী তহবিল গড়ার সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের। তবে এবার সেই দিন শেষ। এখন চাঁদা তুলতে বাড়ি-বাড়ি যাওয়া নয়, ডিজিটালি চাঁদা তুলছেন তাঁরা। বলা ভাল কিউআর কোড মারফত আর্থিক সাহায্য চাইছেন তাঁরা। আর তার থেকে কত টাকা রোজগার হচ্ছে জানেন? সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী নিজেই জানিয়েছেন নির্বাচনের আবহে কত টাকা উঠেছে তার কথা। সুজন টিভি ৯ বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমাদের কিউআরকোড ছিল না। আমরা বরাবরই জনগণের কাছ থেকে টাকা তোলার পারিপন্থী। অনেকেই আছেন যাঁরা দলকে টাকা দিতে চান, বিশেষ করে এই টাকা চেনা পরিচিতরাই দিয়ে থাকেন। দূরে দূরে যাঁরা আছেন তাঁরা কীভাবে টাকা দেবেন? কিউআরকোডে সুবিধা।দ সুজন তখনই জানান, আট-দশ লক্ষ টাকাও ওঠে না। পাঁচ-ছয় লক্ষ টাকা হয়ত এইভাবে ওঠে। তিনি বলেন, ততবে যাঁরা এই টাকা দেন, তাঁরা সকলেই চেনা পরিচিত বা বন্ধু কিংবা পার্টির সমর্থকরা। আমাদের তো আর ইলেকট্রোরাল বন্ড নেই। বামেরা মানুষের উপর নির্ভর করে।দ সুজন বলেন, তযেটুকু আসে। লোকসভা ভোটের সময় আমার জন্য এক লক্ষ টাকা কি তারও কম উঠেছিল। সবটাই বন্ধু বান্ধবদের থেকে আসে।দ ভোট এলে একটি রাজনৈতিক দলের খরচা কম হয় না। প্রার্থীদের প্রচারের সব টাকাই পার্টি থেকে দেওয়া হয়। পাশাপাশি প্রার্থী নিজে থেকে চাইলে সেই অনুযায়ী খরচ করেন। বড়-বড় সব রাজনৈতিক দলগুলি ইলেকট্রোরাল বন্ড নিয়ে ব্যস্ত সেই সময় সিপিএম-এর ভরসা সাধারণ মানুষই। এ প্রসঙ্গে সিপিএম মুখপাত্র কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সিপিএম বাদে সব রাজনৈতিক দলগুলি ইলেকট্রোরাল বন্ড থেকে টাকা নিত। এখন ভারতে বন্ধ। আমাদের ইলেকট্রোরাল বন্ড হল হিউম্যান বন্ড। অসংখ্য মানুষ আমাদের টাকা চাঁদা দেন। আর মানুষও বলছে, তৃণমূল-বিজেপি আমাদের থেকে টাকা নেয় না তাহলে এত হোডিং ব্যানার কীভাবে দেয়?' আর সিপিএম নেতা শতরূপ ঘোষ বলেন, 'আমরা কৌটো নাচিয়ে টাকা সাধারণ মানুষের সামনেই তুলেছি। তৃণমূলের মতো চুরি করিনি। হাত পেতে চুরি করিনি।' বাম সংস্কৃতির অন্যতম অংশ হল বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাঁদা তোলা। সিপিএম দাবি করে, তারা বড় বড় শিল্পপতি বা কর্পোরেট সংস্থার কাছ থেকে অনুদান নেওয়ার বদলে সাধারণ মানুষের ছোট ছোট দানে দল চালায়। তাদের মতে, এতে দলের ওপর সাধারণ মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং অধিকার বজায় থাকে।

সাদা পায়রা উড়িয়ে পুজো দিয়ে হুড খোলা গাড়িতে প্রচার তৃণমূল প্রার্থী অরূপ রায়ের।

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৯ মার্চ ঃ সাদা পায়রা উড়িয়ে কালীমন্দিরে পুজো দিয়ে হুড খোলা গাড়িতে বর্ণাঢ্য প্রচার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী অরূপ রায়ের। রবিবার সকালে মধ্য হাওড়ার ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে হাজারহাত কালী মন্দিরে পুজো দিয়ে সাদা পায়রা উড়িয়ে কার্যত 'আনুষ্ঠানিকভাবে' ভোটপ্রচার শুরু করেন মধ্য হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ রায়। এদিন রবিবাসরীয় প্রচারে তিনি মন্দিরতলা সহ সংলগ্ন এলাকায় হুড খোলা গাড়িতে প্রচারে অংশ নেন। প্রচারে নেমে এলাকার মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করেন তিনি। নৃত্য, গীতি ও বাদ্য সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য ওই প্রচারে দলের মধ্য হাওড়ায় দলের নেতৃবৃন্দ সহ বহু কর্মী-সমর্থক উপস্থিত ছিলেন। এদিন মধ্য হাওড়ায় তাঁর প্রচারের বিষয়ে অরূপ রায়কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'বিরোধীরা তো সব প্রার্থীই দিতে পারেনি। প্রচার আমার দেওয়াল লিখনের মাধ্যমে আগেই হয়ে গেছে। নতুন করে প্রচার করার কিছু নেই। ১৫ বছর ধরে এখানে কাজ করে আসছি। আমরা মানুষের কাছে যাচ্ছি। আমাদের উন্নয়নের কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এসআইআরের 'অ্যাডজুডিকেশন', আবার কখনও 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' এর নামে মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে মানুষ ক্ষিপ্ত। আমরা নিশ্চিত আমরা বিপুল ভোটে জিতব।'

বালিতে তৃণমূলের প্রচারে টলিউড সুপারস্টার দেব

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, বালি, হাওড়া, ২৯ মার্চ ঃ রবিবাসরীয় নির্বাচনী প্রচারে বালিতে এলেন টলিউড সুপারস্টার দেব। বালির তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৈলাশ মিশ্রের সমর্থনে রবিবার বিকেলে বেলুড়ের লালবাবা কলেজের সামনে থেকে বিশাল রোড শোয়ে দেবকে দেখতে হাজার হাজার ভক্তের ভীড় হয়। ভীড় সামাল দিতে কার্যত হিমসিম খায় পুলিশ। হুডখোলা গাড়িতে কৈলাশ মিশ্রকে পাশে নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সমর্থনে এদিন প্রচার করেন দেব।

মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার আর ভারতের নাগরিক নয়!

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ২৯ ঃ যে নবাব পরিবারের হাত ধরে ৩০০ বছর আগে বাংলা-বিহার-ওড়িশা সমৃদ্ধ হয়েছিল, যে পরিবারের দরবারে লক্ষ লক্ষ প্রজা প্রতি বছর নজরানা এবং খাজনা দিতে আসত;আজ সেই মীরজাফরের বংশধররাই নিজেদের 'ভারতের নাগরিক' হিসেবে প্রমাণ করতে লড়াই করছেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটের মুখে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের প্রায় শতাধিক সদস্যের নাম এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে 'মুছে' (ডিলিট) দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। তাঁরা আদৌ আসন্ন নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন কিনা তা নিয়ে এখন সন্ধিহান নবাব পরিবারের সদস্যরা। যদিও 'শুনানি'র নোটিশ পেয়ে নবাব বংশের সদস্যরা সব নথি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সামনে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু শুনানির পরেও পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যের নাম স্থায়ীভাবে তালিকা থেকে 'ডিলিট' করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে জানা যায়, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশের সহায়তায় মসনদে বসেন মীরজাফর। বর্তমানে তাঁর ১৫ তম বংশধর মহম্মদ রেজা আলি মির্জা, (যিনি মুর্শিদাবাদে 'ছোটে নবাব' নামে পরিচিত) এখনও 'কিল্লা নিজামত' এলাকার ঘণ্টা ঘরের কাছে পরিবার নিয়ে বসবাস করেন । ১৬তম বংশধর সৈয়দ মহম্মদ ফাহিম মির্জাও বাবার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকেন। 'কিল্লা নিজামত' চত্বরে নবাব পরিবারের আরও বহু সদস্যর বাস। তাঁদের অনেকের নামও ভোটার তালিকা থেকে স্থায়ীভাবে মুছে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মীরজাফরের ১৬ তম বংশধর তথা মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর ফাহিম আলি মির্জা বলেন, 'আমার বাবা একসময় রাজ্য সরকারের অধীনে নবাবী এস্টেটে চাকরি করতেন। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা ও আমার নাম ছিল, আমরা ভোটও দিয়েছিলাম।' তবে এবার এস আই আর প্রক্রিয়ায় লালবাগের নব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২১ নম্বর বুথে যেখানে নবাবী পরিবারের সদস্যরা ভোট দেন সেখানে প্রায় ৮৫০ জনের মধ্যে ২৮৬ জনের নাম বাদ পড়েছে, যাঁদের বেশিরভাগই নবাব পরিবারের। বাদ পড়া ভোটারদেরদের মধ্যে ফাহিম, তাঁর বাবা, স্ত্রী, জ্যাঠা মহম্মদ আব্বাস আলী মির্জার দুই মেয়ে ও বড় ছেলে রয়েছেন। গলায় আক্ষেপ নিয়ে ফাহিম বলেন, 'মুর্শিদাবাদ শহরে হাজারদুয়ারি প্রাসাদ থেকে অন্যান্য নবাবি স্থাপত্য সব আমাদের পূর্বপুরুষের তৈরি। অথচ ভোটার তালিকা থেকে আমাদের নাম কেটে নাগরিকত্বই কেড়ে নেওয়া হল। আমার পূর্বপুরুষ (মীরজাফরের ১৩ তম বংশধর) সৈয়দ ওয়াসিফ আলি মির্জাকে ভারত স্বাধীন হওয়ার সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমাদের পরিবার চিরকাল ভারতীয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ তিনদিন পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শেষে আমাদের পরিবারের হস্তক্ষেপে খুলনার বিনিময়ে মুর্শিদাবাদ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।' তিনি মনে করিয়ে দেন, তাঁর জ্যাঠা আব্বাস আলী মির্জা নবাবি অধিকার ফিরে পেতে কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে নবাবের বংশধর হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে মামলা চালানোর অধিকারও দিয়েছিল বলে জানান ফাহিম। পাশাপাশি তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে যে আমরা ভারতের নাগরিক?' শুধু তাই নয়, নাম সংশোধনের কথাও তুললেন ফাহিম। তিনি বলেন, '২০০২-এর তালিকায় বাবার নাম ছিল 'মহম্মদ রেজা আলী মির্জা' (সৈয়দ ছিল না), আমার নাম ছিল 'সৈয়দ ফাহিম মির্জা' (মহম্মদ ছিল না)। কমিশনের নিয়ম মেনে পরে দু'জনেই পরে নাম সংশোধন করি। যদিও এবার এসআইআর-এ আমাদের নাম প্রথমে 'বিবেচনাধীন' ছিল। শুনানির নোটিশ পেয়ে নির্বাচন কমিশনকে সম্মান জানিয়ে অসুস্থ শরীরে আমার ৮২ বছর বয়সী বাবা নিজে লাইনে দাঁড়িয়ে সব নথি জমা দেন। কিন্তু তাতেও সমস্যার সমাধান হলো না ব্যঙ্গাত্মক সুরে ফাহিম বলেন, একসময় নবাবি দরবারে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রজাদের বিচার করতেন। কিন্তু এখন নির্বাচন কমিশন আমাদের পরিবারের 'বিচার' করে স্থায়ীভাবে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দিলো। তার প্রশ্ন, মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের সদস্যরা কি এখন আর ভারতের নাগরিক? এর জবাব দিক জাতীয় নির্বাচন কমিশন। তিনি জানান, নাম বাদ গেলে ট্রাইবুনালে আবেদনের পথ আছে, আমরা সেখানে আবেদন করবো। কিন্তু শুনানি হতে এত সময় লাগবে যে ততদিনে বিধানসভা ভোট পেরিয়ে যাবে; পরিবারের কেউই এবছর ভোট দিতে পারবেন না। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের বিদায়ী বিজেপি বিধায়ক তথা এবার ওই কেন্দ্রের প্রার্থী গৌরিশঙ্কর ঘোষ বলেন, 'আমাদের দল বা নির্বাচন কমিশন কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দিতে বলেনি। যদি কারও নাম কোনও কারনে বাদ গিয়ে থাকে তারা 'ফর্ম ৬' পূরণ করে নিজেদের নাম ভোটার তালিকায় তুলতে পারবেন।'

আরাবুলকে ঘিরে উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল নেতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক অঙ্গনে ফের উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই যে এলাকায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ, দখলদারি এবং দলীয় কোন্দলের অভিযোগ সামনে এসেছে, সেই প্রেক্ষাপটে এবার নতুন করে বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এলেন ভাঙড়ের প্রভাবশালী নেতা আরাবুল ইসলাম। তাঁকে ঘিরে তৃণমূলের অন্দরেই মতবিরোধ ও ক্ষোভ প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। সম্প্রতি এক তৃণমূল নেতার কড়া হুঁশিয়ারি ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই শাসকদলের অন্দরে অস্বস্তি বাড়তে শুরু করেছে। ওই তৃণমূল নেতা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এমন কোনও কাজ বরদাস্ত করা হবে না। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, দলের শৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা হলে তা কঠোরভাবে দমন করা হবে। এই মন্তব্যের লক্ষ্য যে সরাসরি আরাবুল ইসলাম, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে কোনও সংশয় নেই। যদিও প্রকাশ্যে নাম না করেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, তবুও ইঙ্গিত যথেষ্ট স্পষ্ট বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ভাঙড় এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য পরিচিত। স্থানীয় স্তরে তৃণমূলের সংগঠন শক্তিশালী হলেও, বারবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং প্রভাব বিস্তারের লড়াই সামনে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটে আরাবুল ইসলামের নাম বারবার উঠে এসেছে বিভিন্ন বিতর্কে। অভিযোগ, এলাকায় নিজের প্রভাব বজায় রাখতে তিনি একাধিকবার দলের নিয়মের বাইরে গিয়ে কাজ করেছেন। যদিও এই সমস্ত অভিযোগ তিনি আগেও অস্বীকার করেছেন। এবারের ঘটনায় দলীয় শৃঙ্খলা নিয়ে যে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে আসন্ন নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস চাইছে কোনওভাবেই নেতিবাচক বার্তা বাইরে না যাক। দলের শীর্ষ নেতৃত্বও একাধিকবার জানিয়েছে, সংগঠনকে শক্তিশালী করতে হলে শৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সেই কারণেই সম্ভবত স্থানীয় স্তরে এই ধরনের কড়া অবস্থান নেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই হুঁশিয়ারি আসলে দলের ভেতরের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। দীর্ঘদিন ধরে একই এলাকায় একাধিক নেতার মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলতে থাকলে তা অবধারিতভাবেই সংগঠনের উপর প্রভাব ফেলে। ভাঙড়ের ক্ষেত্রেও সেই চিত্রই সামনে এসেছে। আরাবুল ইসলামের মতো প্রভাবশালী নেতাকে লক্ষ্য করে সরাসরি বার্তা দেওয়া মানে, দলের ভিতরে বড়সড় কোনও পরিবর্তনের ইঙ্গিতও থাকতে পারে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলিও এই ঘটনাকে হাতিয়ার করতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে এখন চরম বিশৃঙ্খলা চলছে এবং নেতারা নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ছেন। যদিও শাসকদলের পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের বক্তব্য, দল সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং এতে কোনও বিভাজনের ইঙ্গিত নেই। এই পরিস্থিতিতে আরাবুল ইসলামের প্রতিক্রিয়াও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য না করলেও, তাঁর ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, বিষয়টি নিয়ে দলের অভ্যন্তরে আলোচনা হবে এবং কোনও ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা মিটিয়ে নেওয়া হবে। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এই ঘটনায় আপাতত যে অস্বস্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে, তা এত সহজে কাটবে না। সব মিলিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের প্রশ্নে যে টানাপোড়েন চলছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠছে এই ঘটনার মাধ্যমে। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই ধরনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রত্যেক বুথে বুথে AI ক্যামেরা, লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির মত মেসেজ পাঠাবে না তো?

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ঃ কলকাতা ভোটের বাকি আর এক মাসেরও কম সময়। কোমর বাঁধছে কমিশন। তৈরি করা হচ্ছে সুরক্ষার চক্রব্যূহ। বুথে অশান্তি দেখলেই অ্যাকশন। ভোটের প্রতিটা ধাপে থাকবে কমিশনের সতর্ক চোখ। প্রতিটি বুথে নজরদারির জন্য মাঠে নামছে জ্জ. ওয়েবকাস্টিংয়ের জন্য প্রতিটা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে কমিশনের চোখ হয়ে ঘুরবে জ্জ চালিত ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরবে ক্যামেরা। একসঙ্গে অনেকে বুথে ঢুকলেই ধরা পড়বে ক্যামেরায়। প্রতি বুথে থাকবে ২টি থেকে ৩টি ক্যামেরা। কোনওরকম অসঙ্গতি, অশান্তির ছবি দেখা গেলেই কমিশনে জানিয়ে দেবে এআই। সব জেলায় থাকবে কন্ট্রোল রুম। এবারে বাংলার ভোট-অশান্তি ঠেকাতে যে কমিশন বদ্ধপরিকর, তা বারবার বলছেন ইসি-র কর্তারা। বলছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। সূত্রের খবর, এবার ওয়েব কাস্টিংয়ে চার ধাপে চলবে নজরদারি। প্রথম ধাপে থাকছেন রিটার্নিং অফিসার। তারপর থাকছেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক, তারপরে সিইও। দিল্লির নির্বাচন সদন থেকেও প্রতি মুহূর্তে চলবে নজরদারি। সূত্রের খবর, ৬৬০টি টিভিতে নজরদারি চালাবে ইসি। সিইও অফিস থেকে ফ্লাইং স্কোয়াডের গাড়িতে ক্যামেরাতেও চলবে নজরদারি। ভোটকক্ষের দরজায় থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলছেন, তবুথের ভিতরে চার ভোটারের থেকে কখনও ঢোকা যাবে না। ঢুকলেই আমাদের এআই চালিত ক্যামেরা জানিয়ে দেব। বেশি লোক ঢুকলেই আমরা জানতে পেরে যাব।দ কিন্তু এখন এআই নির্ভর ক্যামেরা যে 'মেসেজ' পাঠাবে তা নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। প্রসঙ্গত, এবারের এসআইআর পর্বে কোটির উপরে মানুষের কাছে গিয়েছে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নোটিস। নেপথ্য কারিগর হিসাবে বারবার উঠে এসেছে সেই জ্জ. কারও নামের বানান ভুল। কারও আবার পদবি নিয়ে ঝামেলা। অভিযোগ, চিনতে পারেনি চ্যাটার্জি-চট্টোপাধ্যায়ের পার্থক্য। যা নিয়ে চাপানউতোর কম হয়নি। তাতে শুধু কমিশনেরই কালঘাম ছোটেনি, চরম সমস্যার মুখে পড়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। সাধারণ মানুষের হেনস্থা নিয়ে সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। এবার ভোটের ময়দানেও এআই নামতে স্বভাবতই তা নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা।

জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা, ডোমজুড়ের মানুষ ইতিহাস তৈরি করবে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৯ঃ তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। ডোমজুড়ের মানুষ এবার ইতিহাস তৈরি করবে। ভোটে জিতলে ডোমজুড়ে ডিগ্রি কলেজ ও হাসপাতাল তৈরি করা হবে।' প্রতিশ্রুতি দিলেন তৃণমূল প্রার্থী। রবিবাসরীয় প্রচারে নেমে হাওড়ার ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের দুর্গাপুর-অভয়নগর ১নং অঞ্চলে (৩ এর পল্লী ক্লাবে কালীমঞ্চে) জনসংযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস মাইতি। ওই কালী মন্দিরে এদিন হোম-যজ্ঞ ও পূজার্চনার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রার্থীর ছবি দিয়ে টি-শার্ট এর উদ্বোধন করা হয় এদিন। এর পাশাপাশি বাঁকড়া ১, ২, ৩ অঞ্চলে পদযাত্রা সহ এদিন বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তাপস মাইতি এদিন বলেন, 'তৃণমূল কর্মীদের আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ততা এবং সাধারণ মানুষের যে সমর্থন লক্ষ্য করছি তাতে একথা বলা যেতেই পারে যে ডোমজুড়ে তৃণমূলের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।

বিজেপিকে আক্রমণে বিস্ফোরক তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন

দুরন্তবার্তা, বনস্পতি দে, চন্দননগর হুগলি ২৯ ঃ মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ছোঁয়া নাকি সব দলেই রয়েছে। এমনকী, তাঁদের প্রধান প্রতিপক্ষ যে বামেরা সে কথাও স্বীকার করেন ইন্দ্রনীল। বিজেপিকে আক্রমণ শানাতে গিয়ে বিস্ফোরক চন্দননগরের তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন। যে সকল বিজেপির নেতারা এক সময় তৃণমূলের ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বিদায়ী মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, বিজেপির প্রার্থী হতে গেলে বায়োডাটায় দেখা হয় কত বছর তৃণমূল হয়ে করেছেন। চন্দননগর জ্যোতির মোড়ে তৃণমূল প্রার্থী ইন্দ্রনীল সেন সভা করেন। সেখানেই তিনি বলেন, কত বছর তৃণমূলের হয়ে কাজ করেছেন বিজেপি প্রার্থী হতে গেলে সেটাই তার যোগ্যতা মান। কেউ পাঁচ বছর কেউ তিন বছর কেউ দু'বছর। উত্তরবঙ্গের নিশীথ প্রামাণিক থেকে অর্জুন সিং-শুভেন্দু অধিকারী সবার বায়োডাটা দেখুন। তৃণমূল করেছে তারাই বিজেপির প্রার্থী। এরপরই তাঁর সংযোজন, অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ছোঁয়া সব দলেই রয়েছে। উনিই ঠিক করেন কে প্রার্থী হবেন, কে জয়যুক্ত হবে কে মন্ত্রী হবেন। এরপর তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুজনেই লাইনে বিশ্বাস করেন। এমন কথা কেন বললেন তিনি? তাও বুঝিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর লাইনে মানুষের আপত্তি। কারণ আধারের লাইন, আধার লিঙ্কের লাইন, গ্যাসের লাইন এইসব। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনের মধ্যে দিয়ে যুবসাথী, লক্ষীর ভান্ডার পায় মানবিক ভাতা পায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লাইনে একশো প্রকল্প পায়, আর মোদী লাইনে মানুষের হয়রান হয়। এখানেই শেষ নয়, রাজ্যে যে দলটা শূন্য সেই বামেদেরও প্রধান বিরোধী মনে করেন ইন্দ্রনীল। খুল্লামখুল্লা সভামঞ্চ থেকে তিনি বলেছেন, আমাদের প্রতিপক্ষ বিজেপি নয়। আমাদের প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট। শুনেছি এখান থেকে যিনি দাঁড়িয়েছেন তিনি খুব ভদ্র মানুষ। তাই ওঁকে বলবখরামবাম এক হয়ে গিয়েও আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাতে পারবেন না। বস্তুত, তৃণমূল বরাবর অভিযোগ করে, বামেদের ভোট গিয়ে পড়ে রামে। শুধু তৃণমূল নয়, সম্প্রতি বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অশোক ভট্টাচার্যও একপ্রকার মেনে নিয়েছিলেন সিপিএম-এর ভোট যাচ্ছে বিজেপিতে। সেই কারণে বিজেপির মার্জিন বাড়ছে। বাম ও বিজেপির এই 'আতাঁতের' কথাই এদিন উল্লেখ করতে চেয়েছেন ইন্দ্রনীল বলে মনে করছে রাজনীতিবিদদের একাংশ।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি প্রাক্তন বয়ফ্রেন্ডের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নিউ টাউন, ২৯ ঃ নিউটাউন কোথা থেকে আসছে দুর্গন্ধ? খোঁজ করতে গিয়েই ভাড়াটের দরজার সামনে এসেছিলেন। অনেক ডেকেও ভাড়াটের সাড়া পাননি। শেষে দরজা ঠেলেই চমকে উঠলেন বাড়িমালিক। ঘরের মধ্যে ঝুলছেন ভাড়াটে যুবতী। ঘটনাটি নিউটাউনের গৌরাঙ্গনগরের। খবর পেয়ে মৃত যুবতীর দেহ উদ্ধার করে নিউটাউন থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, গৌরাঙ্গনগরে একটি বাড়ির তিনতলায় ভাড়া থাকতেন বছর ছাব্বিশের ওই যুবতী। পেশায় হোটেল কর্মী ছিলেন। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বরাহনগরে। কাজের সুবিধার জন্য এখানে থাকতেন। যুবতীর বয়ফ্রেন্ডও ওই রুমে থাকতেন বলে জানা গিয়েছে। ওই বাড়ির মালিক সমীর ঘরামি জানান, দিন দুয়েক আগে যুবতীর সঙ্গে শেষবার তিনি ফোনে কথা বলেছিলেন। তারপর আর যুবতীকে দেখেননি। শনিবার সকাল থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ পান প্রতিবেশীরা। তখন বাড়িমালিক তিনতলায় উঠে দেখেন, যুবতীর রুমের বাইরে মাছি ভনভন করছে। তিনি যুবতীকে ডাকাডাকি করেন। কোনও সাড়া পাননি। তখন দরজা ঠেলতেই তা খুলে যায়। দেখেন, যুবতী গলায় ওড়নার ফাঁস দিয়ে ঝুলছেন। বাড়িমালিক সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন নিউটাউন থানায়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিধাননগর হাসপাতালে পাঠায়। আগামিকাল মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হবে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতে যুবতীর বয়ফ্রেন্ড রুম থেকে চলে যান। তার আগে বয়ফ্রেন্ডের কাছে খুব কান্নাকাটি করেছিলেন যুবতী। কারণ, যুবতীর আগের বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছিল। কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করে দেওয়া ভয় দেখাচ্ছিল আগের বয়ফ্রেন্ড। সেই কারণেই কি আত্মঘাতী হলেন যুবতী? প্রশ্ন উঠছে। সব দিক খতিয়ে দেখছে নিউটাউন থানার পুলিশ। কীভাবে যুবতীর মৃত্যু হল, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট পাওয়ার পরই জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বেসরকারি হাসপাতালের বর্ষপূর্তি

দুরন্তবার্তা, মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৯ মার্চ ঃ প্রথম বর্ষপূর্তিতে এ গ্রেড পেয়ে পালিত হলো বাগনানের টিউলিপ হাসপাতালের। রবিবার হাওড়া জেলার শেষপ্রান্ত কোলাঘাটের রুপনারায়ন নদীর তীরে একটি রিযটে বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালিস্ট, সাধারণ ও স্থানীয় গ্রামীন চিকিৎসকদের নিয়ে বাগনানের টিউলিপ হাসপাতালের প্রথম বর্ষপূর্তি। সাধারণ মানুষের কাছে অপেক্ষাকৃত কম খরচে বাগনানের মানকুর মোড়ের মতো গ্রামীন এলাকায় এক বৎসরের মধ্যে চিকিৎসা জগতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। টিউলিপ হাসপাতালের কর্ণধার তৈমুর মোল্লা ওরফে (বাপী) বলেন তসাধারণ মানুষের কাছে নূন্যতম গ্রহণযোগ্য কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হলো আমাদের লক্ষ্য, এবং আগামী দিনে ব্লাড ব্যাংক, এম আর আই, এবং জেলা ও জেলার বাইরে একাধিক শাখা খুলতে চাই। আমরা আগামী দিনে সুপার মাল্টি হাসপাতালে পরিনত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, সেটা মাত্র এক বৎসরের মধ্যে অনেকটাই এগিয়ে যেতে সম্ভব হয়েছে। এক বৎসরের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়েছে যারফলে এ গ্রেডে উন্নত হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ আফিকুর রহমান, তিনি বলেন এই ধরনের হাসপাতালের পরিষেবা গ্রামীন এলাকায় একান্তই জরুরি,যা সাধারণ মানুষের কাছে জরুরি প্রয়োজন, অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ডঃ তাপস সামন্ত, ডঃ বনমালী সামন্ত, ডঃ বিশ্বরুপ সরকার, ডঃ সৌখিন আচার্য,ডঃ সুদীপ্ত মল্লিক, ডঃ বিল্লাল হোসেন, সংস্থার ডাইরেক্টর তৈমুর মোল্লা (বাপী),সি ই ও রেক্সোনা বেগম প্রমুখ।

এসআইআরে নাম বাদ পড়ায় কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, জগৎবল্লভপুর, ২৯ মার্চ ঃ বিধানসভা কেন্দ্রের বেগড়ীর শাঁখারিদহে এসআইআরে নাম বাদ পড়ায় কালো পতাকা হাতে বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের। এসআইআরে নাম বাদ পড়ায় হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বেগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের শাঁখারীদহ এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ওই ঘটনাকে ঘিরে শনিবার ওই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। কালো পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০৮ ও ৩০৯ নম্বর বুথ মিলিয়ে প্রায় ৮৫০ জনের বেশি মানুষের নাম এসআইআর থেকে বাদ পড়েছে বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘক্ষণ রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডোমজুড় থানার পুলিশ। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীও আসে। কেন্দ্রীয় বাহিনী পৌঁছানোর পর বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বচসা শুরু হয়।কালো পতাকা হাতে নিয়ে বিক্ষোভ চলে। অভিযোগ, বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।কোনওভাবে সমস্যার সুরাহা হচ্ছেনা। বিজেপির কথামতো নির্বাচন কমিশন এই কাজ করেছে বলেও তাঁদের অভিযোগ।

কসবায় হাড়হিম করা কাণ্ড! মেয়ের সামনেই মাকে কুপিয়ে খুন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কসবা, কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ কসবায় রবিবার ভোরে নৃশংস খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, মেয়ের সামনেই স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন করেছেন স্বামী। মৃতার নাম স্বপ্না সিং (৪২)। এই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী বিনোদ সিংকে গ্রেপ্তার করেছে কসবা থানার পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ বোসপুকুর রোডে ঘটনাটি ঘটে। তবে সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। স্বপ্না সিং নামে এক মহিলাকে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে (সিএনএমসি) নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই মহিলার মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ, আর সেখান থেকেই সামনে আসে ঘটনার বিস্তারিত তথ্য। পুলিশকে ওই কিশোরী জানায়, ভোরে তার বাবা-মায়ের মধ্যে বচসা শুরু হয়। সেই বচসা চরমে উঠতেই বিনোদ সিং ছুরি নিয়ে স্বপ্না সিংয়ের উপর হামলা চালান। মেয়ের চোখের সামনেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন স্বপ্না। তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের মানুষ ছুটে আসেন এবং দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ তাঁকে সিএনএমসি-তে ভর্তি করা হলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি। পরিবারের এক সদস্যের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত বিনোদ সিংকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনার পিছনে পারিবারিক অশান্তিই মূল কারণ কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কসবা থানার পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে এবং ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নির্বাচনী সভা হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ২৯ মার্চ ঃ বিধানসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রতিদিন একাধিক নির্বাচনী কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস। রবিবার বিকেলে জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে নির্বাচনী সভা হয়ে গেল বিশ্বনাথ দাসের সমর্থনে। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল, জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার দিলীপ জাতুয়া, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার, জয়নগর এক নং ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব তুহিন বিশ্বাস সহ আরো অনেকে। এদিন জয়নগর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের অবজারভার দিলীপ জাতুয়া বলেন, গতবারের থেকে ও বেশি আসনে এবারে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। আর এই এস আর করে মানুষের জনস্রোত আটকানো যাবে না। জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক ভোট ব্যাংক যাতে বিভাজন না হয় সেদিকে নজর দেওয়ার কথা বলেন। সাংসদ প্রতিমা মন্ডল রাজ্যে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে জয়নগরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীকে আবার জয়ী করার আহবান জানালেন। জয়নগর বিধানসভার বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিশ্বনাথ দাস বলেন, জয়নগর মজিলপুর পৌর এলাকায় কয়েকমাসের মধ্যে ঘরে ঘরে পানীয় জল পৌঁছে যাবে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে পৌর এলাকায় ব্লাড ব্যাংক চালু হবে। তাছাড়া জয়নগর বিধানসভার বাকী থাকা উন্নয়নের কাজ গুলো ও শেষ করা হবে। তাই উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে তৃণমূল কংগ্রেসকে আবার ক্ষমতায় আনুন। এদিনের এই সভায় মহিলাদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতন।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ চৈত্র, ১৪৩২

রাজদ্রোহী বাঙালি লেখক

মিলিটারি অ্যাকাউন্টসের ইস্টার্ন কম্যান্ডের চাকরিটাও চলে গেল। এই নিয়ে দ্বিতীয় বার বেকার হলেন। অপরাধ তাঁর সাহিত্যে রাজদ্রোহের কথা আছে। চাকরি নেই, সামনের দিনগুলোর কথা ভাবতেই মনে বিষণ্ণতা গ্রাস করে। ভগ্ন হৃদয়ে নিজের কামরায় চুপচাপ করে বসে আছেন সহধর্মিণী কনকলতা পাশে বসে হেসে বললেন ভারতবর্ষের সবাই ব্রিটিশ সরকারের চাকরি করে না। তিনি বরং লেখক হন। সহধর্মিণী কনকলতার দাদা হেসে বলেছিলেন 'দেশের স্বাধীনতার জন্য লেখা তথা বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে লেখার দুঃসাহস আপনার আছে তাই অভিনন্দন জানাচ্ছি। চাকরি গেছে জেল খাটতে হয়নি এইটুকুই রক্ষে। বেঙ্গল পাবলিশার্সের মনোজ বসুর পছন্দ হয়েছিল 'ভগ্নস্তূপ' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি। তিনি 'ভগ্নস্তূপ'-এর নাম পরিবর্তন করার পরামর্শ দিলেন। শেষ পর্যন্ত ওই উপন্যাসের নাম হয় 'ডাক দিয়ে যাই'। চুক্তি পত্রে সই হল দুশ টাকা অগ্রিম পেলেন নবেন্দু ঘোষ, সাহিত্য থেকে সেটাই তাঁর প্রথম মোটা আমদানি। এর আগে ১৯৪১ সালে বিহার সেক্রেটারিয়েটে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশের দপ্তর চাকরি করেছেন। বিহারের প্রভাতী সংঘের মুখপত্র 'প্রভাতী'তে 'ভগ্নস্তূপ' নামের উপন্যাস ব্রিটিশ সরকারের চোখে রাজদ্রোহ বলে চিহ্নিত হয়। অর্থাৎ নবেন্দু ঘোষকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হবে। সে সুযোগ অবশ্য তিনি দেননি,নিজেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বেকার হলেন। এরপর ইস্টার্ন ক্যাম্যান্ডের চাকরিও হারাতে হয় সাহিত্যে রাজদ্রোহের অভিযোগে। লেখক নবেন্দু ঘোষের লিখতে বেশ অসুবিধা হয় 'কালো রক্ত' নামের উপন্যাস লিখছেন,সাগর দত্ত লেনে দাদা বৌদির বাড়িতে ভালবাসা সত্ত্বেও লেখার জন্য মনের মত জায়গা খুঁজে পান না। তখন এক অভিনব পথ বের করলেন।লেখার জন্য বেছে নিলেন কলেজ স্কোয়ারের একটা বেঞ্চি। অনেকেই দেখেন তাঁর দিকে তবে নবেন্দু কোনও দিকে না তাকিয়ে লেখেন। খুব ক্লান্তি বোধ করলে বসন্ত কেবিনে চা, টোস্ট খেয়ে আবার লিখতে বসেন। দু ঘন্টা লিখে পাঁতিরামের সিঙাড়া,সন্দেশ খেয়ে মাটির ভাঁড়ে এক কাপ চা। এর মাঝে খবর পেলেন পাটনায় পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। মাঝে মাঝে শান্তির খোঁজে অধ্যাপক,সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে চলে যেতেন। শনিবারের চিঠির অফিসে প্রথম আলাপ। খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত,লম্বা পাতলা সুদর্শন যুবক মৃদু হাসছিলেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন সজনীকান্ত দাস। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় - সিটি কলেজে বাংলার প্রফেসর। সেদিনই বন্ধুত্বের সূচনা, শনিবারের চিঠির অফিস থেকে সোজা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি। ক্রমেই সেই বন্ধুত্ব গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। একদিন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বললেন আপনি ইংরেজিতে এম এ, এবার বাংলায় এম এ করে নিন। তিনি তাঁকে সাহায্য করবেন। বাংলা এম এ হলে বাংলা সাহিত্য যেমন পড়াতে পারবেন তেমন বাংলা সাহিত্যের সেবা করা যাবে। কথাটা খুব মনে ধরেছিল সাহিত্যিক,চিত্র নাট্যকার নবেন্দু ঘোষের। নারান গাঙ্গুলি নবেন্দু ঘোষের সব থেকে বড় হিতাকাঙ্খী হয়ে ওঠেন।

বাংলায় ভূগোল চর্চা

ভারতে ভূগোল শাস্ত্রের বিকাশের প্রথম পর্বে বিভিন্ন অ - ভৌগোলিকদের অবদান ছিল অসামান্য। এমনকি ১৯৩৩ সালে Calcutta Geographical Society তৈরিতে যাদের অবদান ছিল তারা কেউই ভৌগোলিক ছিলেন না এবং সেটা তৈরি হয় প্রেসিডেন্সির ভূতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত সহ কয়েকজনের উদ্যোগে। তবে সোসাইটি তৈরি হলেও আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য তার জার্নাল প্রকাশিত হতো না। ১৯৩৬ সালে প্রথম জার্নাল প্রকাশিত হয় এসপি চ্যাটার্জি দায়িত্ব নেওয়ার পর। তবে প্রকাশিত হলেও অর্থাভাবে তা নিয়মিত ছিল না, সাকুল্যে বছরে দুটো ইস্যু প্রকাশিত হত। আর এই পরিস্থিতিতে পরাধীনতার সেই যুগে ভূগোলের বিকাশে আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু হিতৈষী মানুষ। তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন বিমলা চরণ ল। তিনি মূলত ছিলেন পালি বিষয়ের ছাত্র ও ইন্ডোলজিস্ট। তিনি ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত জমিদার ও ব্যবসায়ী ল পরিবারের সন্তান। ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগ থেকে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি পাস করেন ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে ডক্টরেট ডিগ্রী পান ১৯২৪ সালে। কিন্তু প্রথম থেকে তাঁর আগ্রহ ছিল ভূগোলের ওপর। সেই আগ্রহ থেকেই এদেশে ভূগোল বিষয় প্রতিষ্ঠা হওয়ার আগে থেকেই প্রাচীন লিটারেচার থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অসাধারণ সব প্রামাণ্য প্রবন্ধ ও বই লেখেন, যেগুলো এদেশে Historical Geography-র ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে। এই বইগুলোর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য Historical Geography of Ancient India– Geography of Early Buddhism– Geographical aspects of Kalidas works প্রভৃতি. শুধু লিখলেই তো আর বিকাশ হয়না, তাই Calcutta Geographical Society-কে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন ও ১৯৩৯ সালে সোসাইটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তখন ছিল অর্থাভাব। সেই সময় দানবীর Dr B C Law সোসাইটির জার্নাল প্রকাশ করার জন্য বার্ষিক ১০০০ টাকা অনুদান দিলেন, যার বর্তমান মূল্য প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা। সেই অনুদানের ফলে ও তার পরামর্শে বছরে জার্নালের চারটা ইস্যু প্রকাশিত হতে শুরু করলো, যেই ট্র্যাডিশন আজও চলে আছে। শুধু তাই নয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে P Chatterjee সেই সময় Poland and itós Frontier Turkey and her problems নামে দুটো বই প্রকাশ করতে চাইলেও তার আর্থিক ভার বহন করেন। এভাবেই পরাধীন ভারতে দেশের এ প্রান্তে ভূগোলের বিকাশে আর্থিক ও বৌদ্ধিক বাধা অতিক্রম করতে এগিয়ে আসেন একজন ইন্ডোলজিস্ট।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

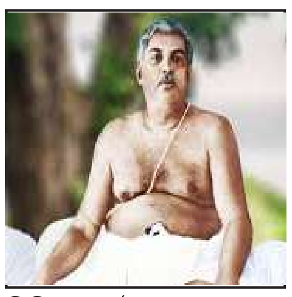

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর বলতেন, সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন দেশভক্ত সার্থক সন্ন্যাসী।

জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেই অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনও দিন ক্ষয় হয় না। বেশি জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। তিনি স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। মা সারদা হচ্ছেন মহাশক্তি আধার। তবে অধর্মের পরাজয় সুনিশ্চিত। ধর্ম সব সময়ে জয়ী হয়। অধর্মের পরাজয় ঘটে। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে।

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের খতমকারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করার পরিকল্পনা

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯০৫ সাল। তখন বাংলাকে ভেঙে দু'ভাগ করার ষড়যন্ত্র করছে লর্ড কার্জন। তা রদ করতে তীব্র আন্দোলন বাংলা সহ গোটা দেশ জুড়ে। সেই আবহেই বরানগরে জন্ম হয় গোপীনাথ সাহার। ১৯০৫ সালের ১৬ ডিসেম্বর জন্মানোর মাস খানেকের মধ্যে গোপীনাথের পরিবার চলে যান শ্রীরামপুরে। সেখানে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে শুরু হয়

বসবাস। গোপীনাথের বাবার নাম বিজয় কৃষ্ণ সাহা আর মা সুরবালা দেবী। চার ভাইয়ের মধ্যে গোপীনাথ ছিলেন তৃতীয়। প্রাথমিক শিক্ষা শ্রীরামপুর স্কুলে। পরে ১৯২১ সালে ভর্তি হন হুগলির বিদ্যা মন্দিরে। সেকালে হুগলি বিদ্যা মন্দির ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্মের অন্যতম কেন্দ্র। সে সময়ের সবথেকে বড় স্বাধীনতা সংগ্রাম অসহযোগ আন্দোলনে দারুণ প্রেরণা পেয়েছিলেন ১৫-১৬ বছর বয়সি গোপীনাথ।'

কুখ্যাত ও অত্যাচারী চার্লস টেগার্টকে হত্যা করা বিপ্লবীদের অন্যতম কাজ হয়ে দাঁড়াল। 'কয়েকবার টেগার্টকে আক্রমণ করে বিপ্লবীরা, কিন্তু প্রতিবারই তিনি বেঁচে যান। টেগার্ট হত্যার ইচ্ছাটি গোপীনাথের মনে দানা বাঁধে সম্ভবত ১৯২৩ সালে। এই সময়টা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটা যেন বিরতির সময়। গান্ধী কারাগারে। অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে দেশবাসীর সামনে নেই কোনও দিশা। বিপ্লবী আন্দোলন এ সময়ে আবার মাথা তোলে। সন্তোষ মিত্রদের গোপন দলের সঙ্গে ছিলেন গোপীনাথের মতো কয়েকজন কিশোর বিপ্লবীও। দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গোপীনাথ সাহা ছাড়াও দেবেন দে (খোকা) সহ কয়েকজনের নামে ওয়ারেন্ট জারি হওয়ায় তাঁরা আত্মগোপন করে ছিলেন। বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র সহ সে-যুগের অগ্রণী বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে গোপীনাথের যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ তখনকার যুগের একজন প্রধান বিপ্লবী নেতা ছিলেন। তাঁর নেতৃত্ব, সংগঠন গড়ার ক্ষমতা, আত্মত্যাগ বিপ্লবীদের মনে গভীর প্রভাব ফেলে। বিপ্লবী অনন্ত সিংহের মত, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষই গোপীনাথকে টেগার্ট হত্যায় উদ্বুদ্ধ করেন। 'অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম' গ্রন্থে অনন্ত সিংহ লিখেছেন, 'ইতিমধ্যে পুলিশ মহলে দেবেন দে (খোকা) এবং গোপীনাথ সাহার নাম জানাজানি হয়ে গেছে। রাজসাক্ষীর কল্যাণে এদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ সম্বন্ধে পুলিশের মনে কোন সন্দেহ নেই। কাজেই এদের দু'জনকে আত্মগোপন করতে হল। । তাদের অজ্ঞাতবাসে সাহায্য করলাম আমরা।' চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের অন্যতম একজন ছিলেন নগেন বা জুলু সেন। ইনি বয়সে অনন্ত সিংহের থেকে কিছুটা বড় ছিলেন। জুলুদার সঙ্গে গোপীনাথ, দেবেন দে প্রমুখ বিপ্লবীদের আগে থেকেই সম্পর্ক ছিল। তা ছাড়া চট্টগ্রামের বিপ্লবী গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখদের সঙ্গেও গোপীনাথ সাহা, দেবেন দে-রা ঘনিষ্ঠ ছিলেন। গোপীনাথ প্রায়ই অনন্ত সিংহ, জুলু সেন, গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের বলেন- আমি পৃথিবীতে এসেছি একটিই কারণে, স্বাধীনতার শত্রু টেগার্টের হাত থেকে ভারতকে মুক্তি দিতে'। বিপ্লবী জীবনে টেগার্ট হত্যাকেই গোপীনাথ নিজের জন্য নির্দিষ্ট কাজ বলে ধরে নিয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি বহুদিন ধরেই গোপনে টেগার্টকে অনুসরণ করতেন। টেগার্টের বাংলোর পাশে নির্মীয়মাণ একটি বড় বাড়ি থেকে, রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছ থেকে দেখতেন। আইবি এবং এসবি অফিসের সামনে, কিড স্ট্রিটে দূর থেকেও টেগার্টকে দেখতেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস গোপীনাথ টেগার্টের গতিবিধি নজর রাখতেন। কখনও কখনও গাড়িতে করে টেগার্টকে অনুসরণ করতেন। আবার টেগার্ট পায়ে হেঁটে গেলে গোপীনাথও গাড়ি থেকে নেমে দূরত্ব বজায় রেখে পায়ে হেঁটে যেতেন। তাঁর পক্ষে টেগার্টের খুব কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ 'দ্বিতীয় আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা'য় রাজসাক্ষী নিত্যগোপাল পুলিশ কে গোপীনাথের চেহারার বর্ণনা দিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল, গোপীর ডান গালে দেড় ইঞ্চি লম্বা কাটা দাগ আছে। এই কারণে টেগার্টের খুব কাছে গিয়ে তাকে লক্ষ করে চিনে নেওয়া গোপীর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবার ভালো করে চিনে না রাখলে ভুল হবার সম্ভাবনা, কারণ স্যুট পরলে সব সাহেবকেই একরকম দেখায়। গুলি করে হত্যা করতে গেলে কাছে গিয়ে চিনে নেবার সময় পাওয়া যায় না তাই দূর থেকেই বুঝে-শুনে নিশ্চিত হয়ে তবে গিয়ে গুলি চালাতে হয়। গোপীনাথ সচেতন ছিলেন যে, ঠিকমতো চিনতে না পারলে টেগার্টের বদলে অন্য কারও মৃত্যু হতে পারে। ভাগ্যের পরিহাসে ঘটল তাই! গণেশ ঘোষ, দেবেন দে বা খোকা, অনন্ত সিংহ, যশোদা প্রমুখরা জিজ্ঞাসা করতেন- কী রে গোপী? ঠিক চিনতে পারবি তো? এহেন প্রশ্নে গোপীনাথ চটে যেতেন। টেগার্টকে চিনতে ভুল করবেন তিনি, যে টেগার্ট সেসময় তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে - এটা যেন তিনি বিশ্বাসই করতে পারতেন না। গোপীনাথ-অনন্ত-দেবেন-জুলুদাদের প্রথম প্রচেষ্টাটি ছিল ১৯২৩ সালের নভেম্বর মাসের শেষ লগ্নে বা ডিসেম্বরের একেবারে প্রথম দিকে। এর পরেই চার বিপ্লবী তালতলার গোপন ডেরায় মিলিত হলেন এক অতি গুরুত্বপূর্ণ সভায়। কথা হল নানারকম, কিন্তু মূল সিদ্ধান্তটি ছিল - কেবলমাত্র টেগার্টকে হত্যার জন্য চারজন বিপ্লবীর সময় নষ্ট করার দরকার নেই। অনন্ত সিংহ ও দেবেন দে ওরফে খোকা চলে যাক চট্টগ্রামে, টাকা জোগাড়ের চেষ্টায়। কলকাতায় থাকবে গোপীনাথ সাহা ও নগেন সেন ওরফে জুলুদা। অনন্ত সাহার লেখা থেকে জানা যায়, দিনটি ছিল ১২ জানুয়ারি ১৯২৪, গোপী ভোর বেলা উঠেই বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় খোকাকে বলে গেলেন, দেখ, আমি এখন বেরুচ্ছি। সারা দিন-রাত যতক্ষণ পর্যন্ত পারি চার্লস টেগার্টকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে। যে করে হোক ওর গতিবিধি বুঝে ঠিক করতে হবে কখন কোন জায়গা থেকে ওকে গুলি করব।' বিপ্লবীদের রেড বুকের তালিকায় পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের নাম লেখা ছিল। সেটা কলকাতার পুলিসের সদর দফতর লালবাজার জানতোষ সেই কারণে চার্লস টেগার্টকে সতর্ক হয়ে চলাফেরার কথা বলেছিল লালবাজার। কিন্তু চার্লস টেগার্ট ছিলেন অকুতোভয়ের মানুষ। তিনি কোনও দিন কোন কিছুতেই ভয় পেতেন না। সেই কারণে প্রায় সময়ই একাকী রাস্তায় সফর করতেন। গোপীনাথ সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস। চার্লস টেগার্টকে তিনি হত্যা করতে পারেননি। ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি ভোর বেলায় চৌরঙ্গী এলাকায় টার্লস টেগার্টকে ভেবে গোপীনাথ সাহা ভুল করে নিরীহ পথচারি আর্নেস্ট ডে'কে হত্যা করে বসলেন। ফলে গ্রেফতার হলেন গোপীনাথ। ১৪ জানুয়ারি আদালতে বিচার শুরু হল। তবে তাঁর হত্যাকারীকে দেখতে একবার টেগার্ট আদালতে গিয়েছিলেন। এতো অল্প বয়সের ছেলেরা এই রকম দুঃসাহসিক কাজ করার উৎসাহ কীভাবে গ্রহণ করে তা ভেবে তিনি অবাক হন। কলকাতা হাইকোর্টে মামলাটা শুরু হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার পিটারসনের এজলাসে। এতদিন তাঁর পক্ষে কোনও উকিল ছিল না। পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কথায় গোপীনাথকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছিলেন এইচ এম বসু, এন এম চ্যাটার্জি, মিস্টার ব্যানার্জি এর মতো প্রখ্যাত উকিলরা। কিন্তু গোপীনাথ চার্লসকে হত্যার স্বীকারোক্তি দেওয়ার ফলে উকিলরা গোপীনাথ সাহার জীবনকে রক্ষা করতে পারেননি। ১৯২৪ সালের ১ মার্চ গোপীনাথের ফাঁসি দিন ধার্য করা হয়েছিল। কথা ছিল যে মরদেহ নিয়ে মিছিল করে শ্মশানযাত্রা হবে। কিন্তু ইংরেজ সরকার আগে এই নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়ে। কানাইলাল বোসের মৃতদেহ নিয়ে বিশাল মিছিলকে পুলিশ সামাল দিতে পারেনি। সেই কারণে সত্যেনকে কারাগারেই পোড়ানো হয়। সেটাই হল। গোপীনাথের মরদেহ জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল না। কারাগারে তাঁকে পোড়ানো হল। সুভাষচন্দ্র বোস তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর উত্তরীয় সংগ্রহ করে গলায় জড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় শোক মিছিল করে হরিশ পার্কের দিকে রওনা হন।

১৯২৩ সালে আবার কলকাতায় ফিরে চার্লস এলেন পুলিশ কমিশনার হয়ে। তিনি তখন বিপ্লবী দলের মধ্যে চর ঢুকিয়ে দিলেন। এর আগেও এটা করে গিয়েছিলেন। তার ফলে অরবিন্দের সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড পুলিশ আগে থেকেই জানতে পারে। স্বরাজ পার্টির মধ্যে চর ঢুকিয়ে দিয়ে দেশবন্ধুর মুখ বন্ধ করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করেন চার্লস টেগার্ট।

বাংলার ভোট-পর্ব পর্যবেক্ষণ এবং এক সঙ্গে বঙ্গ পরিচয়

অশোক মজুমদার

তখনও আকাশে আলো ফোটেনি ভালো করে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি অটো টোটোয় গিজগিজ করছে। আমাকে দেখেই যেন জোঁকের মত ছেঁকে ধরল। পারলে সবাই নিয়ে যায় তাদের বাহনে। মনে মনে ভেবেই নিয়েছি টোটোতেই যাব। ইদানীং আমার টোটোতে চাপতে খুব ভাল লাগে। ঝাঁকের মধ্যে একটা চকচকে দেখে টোটোকে বললাম যাবে? সে তো মহাখুশিতে আসুন আসুন বলে ব্যাগ ট্যাগ তুলে নিল। আমিও উঠে পরলাম। রাস্তাঘাট দেখেই বোঝা যাচ্ছে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে। গাড়ি একটু এগোতেই উরি বাপরে কি ঠান্ডা....একেবারে কাঁপিয়ে দিচ্ছে! টোটো চালক ভাই পর্দা নামিয়ে দিতে চাইছিল আমিই বারণ করলাম। শেষমেষ হোটেলে পৌঁছালাম। লাগেজ টাগেজ রেখে ফ্রেস হয়ে বসলাম। ফোনের পর ফোন আসছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী সফরের সূচি একদিন পিছিয়ে যাওয়ায় একদিন এক্সট্রা এখানে থাকতে হবে। কোনো অসুবিধা নেই। দুদিন কেটে গেল কোচবিহারে। নানা শুধু বসে শুয়ে কাটাইনি। এদিক ওদিক সকাল বিকাল রাস্তায় উদ্দেশ্যহীন হেঁটেছি। রাস্তার ধারে ফুচকা খেয়েছি। কত মানুষের সঙ্গে এমনিই গল্প করেছি। নিজের মত একা থাকার সময় সুযোগ তো হয় না। বহু বছর বাদে এরকম দুদিন কাটলো। আজ বেরিয়ে যাব মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী প্রচার চালসা থেকেই শুরু হবে। তারপর তো ঠাসা প্রচারসূচি। আমিও শুরু করে দিলাম চলা। কোথাও গাড়ি, কোথাও ট্রেনে চলতে থাকব।

ভোট আসবে। ভোট যাবে। কিন্তু সবাই সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকুন। বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে সুস্থ সুন্দর ভাবনায় বাঁচুন।

২৪ শে মার্চ কোচবিহারকে আপাতত বিদায় জানিয়ে সকাল সকাল বেরিয়ে পরলাম চালসার উদ্দেশ্যে, গন্তব্য সেন্ট লুসি চার্চ বাতাবারি। এখানেই মুখ্যমন্ত্রী চার্চের ফাদার ও অধিবাসীদের সঙ্গে জনসংযোগ সারবেন। বেরিয়ে দেখলাম আকাশ কালো হয়ে আছে। জল নামলেই হয় আরকি! এই তিনদিনে এখনও অবধি ঝড় জল বৃষ্টি সেই শুরুর দিন থেকে চলছে। উত্তরবঙ্গের ওয়েদারের এই এক মজা। তাই এত পর্যটকের আগমন সারা বছর।

কখনও চারপাশের জঙ্গল কখনও চাবাগান কখনও ছোটো বসতি পেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই পৌঁছে গেলাম সেন্ট লুসি চার্চ। লোকজনও জড়ো হচ্ছে ধীরে ধীরে। চার্চটা বেশ সুন্দর। দেখি চারপাশটা একটু ঘুরে এই ভেবে এদিক ওদিক হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ চোখে পরলো সারি সারি ফলক লাগানো ক্রিমেশন গ্রাউন্ড। চারপাশে জঙ্গল ঘেরা এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মাঝে কবরস্থানটা দেখে আমার মনের মধ্যে অনেক ভাবনা ভিড় করে আসছে। জীবনের থেকে মৃত্যু কখনোই সুন্দর নয়। কিন্তু এই নির্জনতায় দাঁড়িয়ে কেন জানি না মনে হচ্ছে এই অদ্ভুত শান্তিই কি মৃত্যুচেতনার সৌন্দর্য? হয়তো !হয়তো নয়! আজ নয় আরেকদিন বলবো সেই ভাবনা।

যথাসময়ে দিদি এলেন। উপস্থিত সকলের উচ্ছ্বসিত চোখমুখ, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তারা আজ ভীষন খুশী। অনুষ্ঠান শেষ হতেই আমি রওনা দিলাম। আজ রাতের ঠিকানা শিলিগুড়ি। আগামীকাল দিদির তিনটে মিটিং। আমি যাবো ডাবগ্রাম ফুলবারি, তবে কাছেই নকশাল বাড়িও পারলে করবো।

২৫ তারিখ দুটো মিটিংই করলাম। এখন বসে আছি শিলিগুড়ি স্টেশনে। একদম বিচ্ছিরি মত একটা স্টেশন। আমার ট্রেন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস সময়ের অনেকটা আগেই স্টেশনে এসে হাজির। কিন্তু এই ঢাউস ট্রলি ব্যাগ আর একটা ছোটো লাগেজ সঙ্গে খাবারের প্যাকেট নিয়ে ট্রেনে উঠতে গেলে আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। অগত্যা কুলি মহাশয়কে ডেকে ব্যাগেজকে ট্রেনে তোলার ব্যবস্থা করতেই হল।

ট্রেন সময়েই ছাড়ল। এবার খেয়ে নিয়ে নিদ্রা যাওয়াই শ্রেয়। কারণ কাল ভোর চারটে নাগাদ বোলপুরে নামবো। বন্দে ভারতের মত স্টেশন পেরিয়ে বর্ধমান চলে গেলে বিপদের শেষ থাকবে না। খাবারের প্যাকেট খুলে দেখি ইয়া বড়ো বড়ো চারপিস আলুর পরোটা আর আচার।

আমার বহুদিনের মাড়োয়ারি বন্ধু বিন্নি, মাটিগারা নকশালবাড়ির ঐদিকেই বাড়ি। আজ সভা শেষে ওর বাড়িতে গিয়েছিলাম। ট্রেনের দেরি আছে, এতটা সময় কি করবো ? কাছাকাছি ওর বাড়ি তাই ফ্রেস হয়ে সোজা স্টেশন চলে যাওয়াটা সুবিধা হবে। আলুর পরোটা আমার খুব প্রিয়। বিন্নির মা এটা দারুন বানায়। আমি যখনই উত্তরবঙ্গ আসি ট্রেনে ফিরলে রাতেরবেলা এই আলুর পরোটা বিন্নি আমার জন্য পাঠিয়ে দেবেই। কিন্তু এতগুলো তো খাওয়া আমার কম্ম নয়। আমার আশেপাশের কূপেই সিএম সিকিউরিটির কয়েকটি ছেলেমেয়ে কলকাতা ফিরছিল। ওদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, অ্যাই তোরা আলুর পরোটা খাবি? একজন বললো, নিরামিষ হলে খাব। আমার নবরাত্রি চলছে। বললাম নিরামিষই এটা। নে খেয়ে নে। আলুর পরোটার গতি করে শুয়ে পরলাম। বাড়িতেও বলেছি ফোন করে ডেকে দিতে আবার এলার্মও দিয়ে রেখেছি যাতে ঘুমিয়ে না যাই। কিন্তু না, যথাসময়ে উঠে পরেছি।

বাঙালি-বিবাহানুষ্ঠানে রীতিতে অবাঙালি সংস্কৃতির ছায়া

স্বপ্না ভট্টাচার্য

দিকভ্রষ্ট বাঙালি বিয়ে। আমরা বাঙালি। ভারতের নানা রাজ্যের মতনই আমাদেরও নিজস্ব একটা সংস্কৃতি আছে যা আমাদেরকে বাঙালি বলে আলাদা করে। বাঙালিরা বহুদিন ধরেই তার নিজস্ব সংস্কৃতির জন্য ভারতে তথা পৃথিবীতেও আলাদা রূপে পরিচিতি পেয়েছে। বাঙালিদের রবীন্দ্রনাথ আছে, শরৎচন্দ্র আছে, নেতাজি আছে, কমিউনিজম আছে। বাঙালির 'সিটি অফ জয়'ও আছে। যা আছে তা গর্ব বা অহংকার করার জন্য যথেষ্ট।

বাঙালি হয়ে আমি এবং আমরা গর্বিত ঠিকই তবে কিছু বিষয়ে আমরা বেশ কিছু বছর যাবৎ আঞ্চলিক রাজ্যকে অনুকরণ করছি বলে আমি মনে করি। অনেক বছর ধরেই যদিও বাঙালি বাংলা বলার থেকে ইংরেজি বলে নিজেকে শিক্ষিতদের দলে অন্তর্ভুক্ত করতে ভালোবাসত । তবে আজকাল বাঙালি তাদের কিছু কিছু আচার অনুষ্ঠান কে অঞ্চলিকতার মোড়কে মুড়িয়ে পরিবেশন করছে বাঙালি কালচার রূপে। বাঙালি বিয়ে বলে যাকে আমরা এতকাল দেখে আসছি বা জেনেছি। আজকালকার বাঙালি বিয়ে সেই আর সেভাবে হয় না।

আমাদের সময় কী রকম আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একটি বাঙালি বিয়ে সম্পন্ন হত সেটা সবাই আমরা জানি। কিন্তু এখন যে বাঙালি নামক বিয়ে বা বাঙালিদের বিয়ে হয় সেটা বলা যেতেই পারে আঞ্চলিক কালচারের সংমিশ্রণ। যেমন মেহেন্দি উৎসব। যা আজকের বধূদের কাছে সিঁদুর দানের থেকেও বেশ প্রয়োজনীয়। একটা দিনই ধার্য করা হয় এই মেহেন্দি উৎসবের জন্য। কিন্তু আমাদের বাঙালিদের তো মেহেন্দি পড়ার নিয়মই নেই। ইদানিং তবুও হতেই হবে। কারণ এরকম হাতে মহেন্দি পড়া বধূ হিন্দি সিনেমাতে যে দেখা যায়। আগেও হিন্দি সিনেমায় এমন দেখা যেত। কিন্তু আমরা জানতাম ওরকম সাজ অবাঙালিদের বা ভারতেরই কোনো অন্য অঞ্চলের। আমাদের নিয়ম অর্থাৎ বাঙালি বিয়েতে বৌয়ের হাতে পায়ে আলতা পড়ার চল আছে। আর সেই মতোই ছিল বাঙালি নব বধূদের সাজসজ্জা ।

কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। যে বাংলা ও বাঙালি একসময় সম্পূর্ণ ভারতের পথপ্রদর্শক ছিল। এক সময় বাংলা সিনেমার অনুকরণে হিন্দি সিনেমা হত আজ সেই বাঙালি দিকভ্রষ্ঠ। অপরের অনুকরণ প্রিয়। দিকভ্রাষ্ট বাঙালির অনেক কিছুর মধ্যে আজ বাঙালি বিয়ে প্রচন্ড রকম ভাবে দিকভ্রষ্ট। এখন অন্যান্য রাজ্যের অনুকরণে মেহেন্দি হচ্ছে একদিন, একদিন সংগীত এর আয়োজন হচ্ছে, একদিন হলদি, অবশেষে বিয়ে। বিয়ের সাজও আশ্চর্য ভাবে পাল্টে গেছে। কিন্তু গলায় যেই বর বৌ এর মালা পড়ান হয় যা দিয়ে মালাবদল হয় সেই মালা বাঙালিদের মতে গোরের মালা অর্থাৎ রজনীগন্ধার মালা পড়ানো হত । কিন্তু কি আশ্চর্য এখন বাঙালির চিরাচরিত রজনী গন্ধা মালার বদলে গোলাপের মালা, পদ্মের মালাও পড়তে দেখছি। আরো অনেক কিছু আজ বাঙ্গালি বিয়েকে ককটেল বানিয়েদিয়েছে দেশের অন্য প্রদেশের বিয়ের নিয়ম অনুকরণে। আজ শুধু বাঙালিদের একটা বিষয়ে আলোকপাত করাতে চাইছি । বাঙালি বিয়েতেও মজা হয়, আনন্দের উপাদান তো কিছু কম নেই। বিয়েতে শব্দ বাজি ফাটিয়ে অসুস্থ মানুষ থেকে বয়স্ক এবং শিশুদের কষ্ট দিয়ে আনন্দ উৎসব এই রীতি তো বাঙালির কোন দিনই ছিল না। আনন্দের উপাদান বাঙালি বিয়েতেও নেহাত কম নেই। যেমন বাসর জাগা, সজ্জা তোলা, ফুল সজ্জার ঘরের দরজা আটকে বরের থেকে টাকা আদায়, কাদা মাটির মধ্যে আংটি লুকিয়ে নতুন বর - বৌকে খুঁজতে দেওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি । আমাদের বাঙালি সমাজে নতুন জামাইয়ের জুতো লুকিয়ে তার থেকে পয়সা আদায়ের কোন নিয়ম কিন্তু কোন দিনই ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখন এটা বাঙালি বিয়ের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। মনে প্রশ্ন জাগে বাঙালি বিয়ের পুরোন রীতি এবং আচার অনুষ্ঠানের আনন্দ কি আজকের নতুন অবাঙালি অনুষ্ঠানে আনন্দে ম্লান হয়ে গেল। বাঙালিদের মত ভারতের অন্য প্রদেশের মানুষ কি আজ আমাদের বাঙালি বিয়ের আচার অনুষ্ঠান থেকে রীতি গ্রহণ করেছে ? তারা কি বাংলায় দীর্ঘ সময় থেকেও আমাদের বাঙালিদের কোনো নিয়ম তাদের বিয়েতে গ্রহণ করেছে ? এই যেমন শাখা পলা পরা!, লোহা পরা! মাথায় সিঁদুরদানের সময় লজ্জাবস্ত্র দেওয়া!

অনেকেই হয়তো বলবে এগুলো যা হয় সবই যার যার মনের ইচ্ছে বা ব্যাক্তিগত সিদ্ধান্ত। এখানে কেউ কারোকে জোড় করে নিয়ম গুলো চাপিয়ে দেয়না। যাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তারা তিন দিনের বিয়ে সাতদিনের করতেই পারে! কারণ সবই তো খরচের উপর নির্ভর করে। যে বাবা মা তার সন্তানের আনন্দের জন্য খরচ করতে চায় করতেই পারে তাতে কারোর অভিযোগ করার কথাও নয়। নিয়মেই যে রকমই হোক, বাস্তব বিয়ে তো একজন ছেলে আর মেয়েরই হয়। এই প্রতিবেদনে অনেক মানুষ এমন কথা বলতেই পরে। কোন অভিজাত বিয়ের অনুষ্ঠান যখন নেট মাধ্যমের দ্বারা কোন নিম্নবিত্ত বাবা মায়ের কাছে পৌঁছয় তখন সেই অভিজাত বিয়ে আর ব্যাক্তিগত থাকে না। আমাদের মত নিম্নবিত্ত পরিবারের একটা মেয়ে যখন চাকচিক্যে মোড়া একটা বিয়েকে দেখে তখন তার মনে হয় সে যেন সিনেমা দেখছে। আর তখনি সেই মেয়েটির মনও স্বপ্ন দেখে যখন তার বিয়ে হবে এভাবেই হবে। ঠিক হিন্দি সিনেমায় যেমন দেখান হয়। যে বাবার মেয়ের বিয়ের গয়না থেকে বিয়ের নানা সামগ্রী কিনতে গিয়ে নিজেকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে, তখন তার একমাত্র মেয়ের ইচ্ছা পূরণে এইসব অতিরিক্ত অনু করণীয় নিয়মগুলি পালনেও সে বাধ্য হচ্ছে। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ও পবিত্র মন্ত্রের দ্বারা বাঙালি বিয়ের বদলে প্রচুর অর্থের দ্বারা রচিত কয়েকদিনের আনন্দ অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে বর্তমান বাঙালি বিয়ের অনুষ্ঠান। বিয়ে মুখ্য থাকছে না।

নেতাজি ভবন পরিদর্শন করেন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

বুদ্ধদেব মিশ্র

নেতাজি ভবন, কলকাতা, পরিদর্শন করে মা ভারতীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তানকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছি। জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর অনন্য সাহসী ও উদ্ভাবনী নেতৃত্ব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল এবং

ভারতের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। তাঁর অদম্য চেতনা আমাদের অনুপ্রাণিত করে যাবে, যাতে আমরা ২০৪৭ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষ উদযাপনের সময় ভারতকে একটি সম্পূর্ণ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিজেদের নিবেদিত করতে পারি। জয় হিন্দ!' "Visited Netaji Bhavan Kolkata and paid my heartfelt tribute to one of the greatest sons of Maa Bharatia His uniquely bold and innovative leadership to the national freedom movement shook the foundation of the British empire and expedited Bharat Independence. His indomitable spirit will continue inspiring us to commit ourselves to make Bharat a fully developed nation by the time we celebrate the centenary of our independence in 2047. Jai Hind" নেতাজি ভবন পরিদর্শন করে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল রবি মহাশয় বক্তব্য রাখেন। এলগিন রোডে অবস্থিত নেতাজি ভবন ভারত তা বিশ্বের নেতাজি ভক্তদের তীর্থস্থান। এই ভবন থেকেই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি যখন কলকাতার মেয়র ছিলেন তখন তিনি এই বাসভবনে বসবাস করতেন। তিনি আবার যখন গোপনে জার্মান এবং জাপানের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন এই বাড়ি থেকেই । ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে গোপনে পালিয়ে যান। নেতাজি জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ড এই ভবনে সযত্নে সুরক্ষিত। সেই কারণে এই ভবনটি নেতাজি ভক্তদের কাছে পবিত্র স্থান। বিশ্বের অধিকাংশ নেতাজি গবেষকেরা এখানে এসে নেতাজি সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণা করে থাকে। ভারতের স্বাধীনতার অমূল সম্পদ।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

তমলুকে কঠিন লড়াই দক্ষ সংগঠক বনাম চিকিৎসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ২৯ মার্চঃ পূর্ব মেদিনীপুরের ১৪টি বিধান সভার মধ্যে তমলুক এক ঐতিহ্যবাহী শহর। এবারের পূর্ব মেদিনীপুরের পাখির চোখ তমলুক বিধানসভা। একদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদায়ী চেয়ারম্যান রাজ পরিবারের সদস্য ড. দীপেন্দ্রারায়ণ রায় অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক ড. হরেকৃষ্ণ বেরা। গতবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির সাংগঠনিক দুর্বলতা থাকায় রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ড. সৌমেন মহাপাত্র এর কাছে হেরে যান। এবার ড. সৌমেন মহাপাত্রকে তৃণমূল কংগ্রেস অব্যাহতি দিয়েছে। সেই জায়গায় তৃণমূল সুপ্রিমো বেছে নিয়েছেন সংস্কৃতি প্রেমী, স্বচ্ছ ভাবমূতিসম্পন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজ পরিবারের সদস্য ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়-কে। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করা তৃণমূলপন্থী নানা সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে তাম্রলিপ্ত কুটির শিল্প মেলা ও নানা

সামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন রক্তদান শিবির, দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ থেকে পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে। বিগত দিনে ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্বে ছিলেন। শোনা যায় শিশির অধিকারীর লোক না হওয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদে বসায়নি তৃণমূল নেতৃত্ব। সেই সময়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি শিশির অধিকারী তৃণমূলের দায়িত্বে ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অধিকারী পরিবার পদ্ম শিবিরে নাম লেখালে তাম্রলিপ্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব পান এই তুর্কি নেতা ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়। আজ তিনি তৃণমূল প্রার্থী। অন্যদিকে তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তালিকায় একাধিক চিকিৎসকের নাম শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে বিজেপির নেতৃত্ব ভরসা রাখে বিশিষ্ট চিকিসক ডাঃ হরেকৃষ্ণ বেরা-কে। শেষকালে এই তমলুক ও চণ্ডীপুর বিধানসভার প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির। একদিকে তৃণমূল প্রার্থী ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায় দীর্ঘদিন নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকায় এলাকায় এক পরিচিত মুখ। যা তৃণমূলকে বাড়তি সুবিধা দিলেও তৃণমূল কংগ্রেস এর স্থানীয় নেতৃত্বে গোষ্ঠীদ্বন্দ। যেখানে পার্থসারথী মাইতি-র সোস্যাল মিডিয়াতে প্রকাশ্য বিবৃতি। তৃণমূল কংগ্রেস এর দূর্নীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে চাকরি চলে যাওয়া, বাবে বাবে পৌরসভার চেয়ারম্যান পরিবর্তন। রাজনৈতিক সচেতন তমলুকের মানুষ ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়-কে কতটা এ্যাডভান্টেজ দেবে তা আগামী ৪ঠা মে ফল প্রকাশের পর বোঝা যাবে। যদি তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়ী হয় তাহলে তমলুকবাসী ড. দীপেন্দ্রনারায়ণ রায়ের প্রতি আস্থা রেখে তা প্রমাণিত হবে।

রচনা চায় না দেবাংশু জিতুক। অসিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া, ২৯ মার্চঃ আবার,আবার বেলাগাম চুঁচুড়ার বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদার। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে টিকিট না পেয়ে আগেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন তিনি। মাঝে একটু শান্ত হয়েছিলেন বটে। তবে, ফের বেলাগাম অসিত। সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গ্রুপবাজির অভিযোগ তুললেন তিনি। শুধু তাই নয়, এবারের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের ফল খারাপ হলে তার জন্য দায়ী জিতুক।'' অসিত দীর্ঘদিনের তৃণমূল বিধায়ক ছিলেন। দক্ষ সংগঠকও। সেই কথা আবারও বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি। এ দিন, সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তবে কি রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ধীরে-ধীরে মমতার বিশ্বস্ত হয়ে উঠছেন? অসিত বলেন, ''নাচাকোদার লোক হলে হবে। আমরা তো নাচাকোদার লোক নই। সিপিএম-এর সঙ্গে লড়াই করা লোক। আমরা পাউডার স্নো মেখে এক ঘণ্টা বাদে বাদে মুখ ওয়াস করি

থাকবেন রচনা। একেবারে সাংবাদিক বৈঠক করে সোজাসাপ্টা কথা অসিত মজুমদারের। অসিত বলেন, ''রচনা চায় না দেবাংশু জিতুক। সবাইকে নিয়ে চলার মানসিকতা ওঁর নেই। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারেবারে বলেছেন যাতে সকলকে নিয়ে চলতে। অথচ ও সেটা করছে না।'' এরপরই ক্ষোভ উগরে দিয়ে অসিত দাবি করেন, মমতার কান ভাঙিয়েছেন রচনা সেই কারণেই তিনি টিকিট পাননি। তিনি বলেন, ''আমি এখনো বিধায়ক মিছিল ডেকেছে আমার নাম নেই। রচনা মিছিল করবে দেবাংশুকে নিয়ে। আর অর্ডার দেবে। এটা মেনে নেব না। ৭৪ জন বিধায়ক যাঁরা টিকিট পায়নি তাঁদের অপমান করেছে। কে রচনা তিন দিনের যোগি। ও দল শেখাবে? ও চায় না দেবাংশু না। যাঁরা মুখ ওয়াস করে দিদির সামনে যায় দিদির ভাল লাগে তাঁদের।'' মনখারাপ করে তিনি এও বলেন, ''দিদি পুরনোদের বিশ্বাস করছে না। দল যা বলে দিয়েছে তাই করেছি। রচনা শুধু অভিষেক আর দিদিকে মিথ্যা কথা বলে এই সর্বনাশ করেছে।'' এরপর রচনাকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, ''দম থাকলে চুঁচুড়ায় নির্দলে দাঁড়ান আমিও দাঁড়াবো নির্দলে। যদি না ওর থেকে বেশি ভোট পাই মাথা ন্যাড়া করে হুগলি জেলায় ঘুরব।'' এ দিকে রচনা বলেন, ''নতুন প্রার্থী ঠিক করেন সুপ্রিমো আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর পুরনো প্রার্থী হলে ঠিক হয় মূলত মানুষের বিশ্বাস ভালোবাসা আর আস্থার উপর। এরপর সেই কাজ করে আইপ্যাক। সেই জায়গায় জয়ী হলেই পুরনো প্রার্থী রিপিট হয়।''

আব্দুল, সুহাবুদ্দিনদের পরিবারে বহু নাম বাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আউশগ্রাম, ২৯ মার্চঃ ভোটার তালিকার সংশোধনকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে আউশগ্রাম-২ ব্লকে। সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় একের পর এক নাম বাদ পড়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুবার গ্রামের চারটি বুথে ২২৯ জনের নাম যুক্ত হলেও ৬৮৭ জনের নাম বাদ পড়েছে। এ ছাড়া ছোড়া কলোনিতে প্রায় ২০০ জন এবং দেরীপুর গ্রামে ১৮৬ জনের নাম বাদ পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আব্দুল বলেছেন, ''আমার স্ত্রী ও ছেলের

অভিযোগ, 'বিচারাধীন' বলে চিহ্নিত করে সরাসরি বহু ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আউশগ্রামের রামনগর অঞ্চলের উপপ্রধান জিয়াউল হক জানান, তাঁর নিজের নামই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, যদিও তাঁর স্ত্রীর নাম তালিকায় রয়েছে। তিনি বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে হয়রান করা হচ্ছে।' আউশগ্রাম-২ ব্লকের রামনগর অঞ্চলে ২৪টি বুথ রয়েছে। সেখানে ভোটার তালিকায় নতুন নাম যুক্ত হওয়ার তুলনায় অনেক বেশি নাম বাদ পড়েছে। গোটা অঞ্চলে প্রায় ১৩০০ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। নাম নেই। শুনানিতে সব নথি দেখিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'' আরও এক বাসিন্দা সুহাবুদ্দিন শেখও অভিযোগ করেছেন, তাঁর মেয়ের নাম তালিকায় উঠলেও স্ত্রী ও ছেলের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আউশগ্রাম-২ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি শেখ আব্দুল লালন অভিযোগ করেছেন, এটি একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক চক্রান্ত। তবে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্থানীয় বাসিন্দারা নাম বাদ পড়ার কারণ জানার জন্য স্বচ্ছ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

মরিয়া ঘাসফুল! কুলটিতে আসন ফেরাতে ভরসা অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলটি, ২৯ মার্চঃ একজন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করার পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। প্রতিপক্ষ ভূমিপুত্র, তার উপরে গতবারের বিজয়ী প্রার্থী। অভিজিৎ ঘটক বনাম অজয় পোদ্দারের দ্বৈরথ নিয়ে উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। জোরকদমে চলছে প্রচার। পদ্মের হাত থেকে এই আসন ছিনিয়ে নিতে মরিয়া ঘাসফুল। শেষ বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন তিনবারের জয়ী বিধায়ক, কুলটির অবিসংবাদী নেতা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মাত্র ৬৭৯ ভোটে হারের পরে এ বার আর ঝুঁকি নেয়নি শাসকদল। রাতারাতি প্রার্থী বদলে রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটকের ভাইকে নতুন মুখ হিসেবে বেছে নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। কিন্তু তাতে কী ছবিটা পাল্টাবে? বিজেপি প্রার্থী যেমন প্রচারে তুলে ধরছেন 'বহিরাগত' তত্ত্ব। অজয় বলছেন, ''উনি তো এই এলাকার মানুষই নন। বিধায়কের সামান্য একটা সইয়ের প্রয়োজন হলে কি এখানকার মানুষ ১৭ কিলোমিটার উজিয়ে আসানসোলে ছুটবেন? এখানে পাঁচ বছরে যা উন্নয়ন হয়েছে, তাতে ফের জিতব।'' উন্নয়নের যে ফিরিস্তি পদ্ম-প্রার্থী দিচ্ছেন, তার সঙ্গে এখানকার মানুষ কিন্তু সহমত হতে পারছেন না।

যেমন ২৩৯ কোটি টাকা খরচ করে ২০২০-তে যে জলপ্রকল্প তৈরি হয়েছিল, তা দিয়ে ২৮টি ওয়ার্ডের সর্বত্র বাড়ি বাড়ি পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া যায়নি। পাঁচ বছর আগে বরাকর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সেই কাজ শুরুই করা যায়নি। বরাকরের সাতটি ওয়ার্ডে তীব্র ক্ষোভ রয়েছে অপরিশোধিত জল সরবরাহের ক্ষেত্রে। পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড সীমানার বরাকর বাসস্ট্যান্ডের আধুনিকীকরণের প্রতিশ্রুতির পরে পেরিয়ে গিয়েছে দীর্ঘ এক দশক। কাজ শুরুই হয়নি। তৈরি হয়নি দমকল কেন্দ্র। কুলটির স্টেশন রোডে তৈরি হয়নি উড়ালপুল। খোলেনি ডিসেরগড়ের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রও। অভিজিৎ বলছেন, ''শেষ পাঁচ বছরে কী উন্নয়ন হয়েছে, তা সকলেই দেখেছেন। কুলটি আমার কাছেও খুব অপরিচিত নয়। এখানকার মানুষের সঙ্গেই রয়েছি। তাঁরাও আমাকে হাতের মুঠোর মধ্যেই পাচ্ছেন, পাবেনও। হারানো আসন ফেরাব।'' তবে কিছুই হয়নি, সেটাও মানা যাচ্ছে না। হয়েছে স্টেশন রোড। নানা অঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ পথবাতি, জল সরবরাহের জন্য সাবমার্সিবল পাম্প বসেছে। ৫০০ বছরের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বর মন্দির সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। কুলটির কেন্দুয়ায় রেলের সহযোগিতায় একটি রাস্তায় ওভারব্রিজ হচ্ছে। চাওয়া এবং না-পাওয়ার সেই চক্রব্যূহের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলা চড়াচ্ছেন দুই প্রার্থী। শেষ হাসি কার? ভোটাররা মুখে আপাতত কুলুপ এঁটেছেন!

চা-বাগানের জনসমর্থনে ধস! আলিপুরদুয়ার থেকে মোদির সভা সরাতে বাধ্য হল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২৯ মার্চঃ চা বাগানের জনসমর্থনে ধস! ফল? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্বাচনি জনসভায় আশানুরূপ জমায়েত নিয়েই সংশয়ে উত্তরের বিজেপি নেতৃত্ব। তার জেরেই প্রস্তুতি শুরু করেও, শেষমেশ চা বলয় থেকে মোদির সভা সরাতে বাধ্য হল গেরুয়া শিবির। ৫ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীর সভা হওয়ার কথা ছিল। সেইমতো প্রস্তুতিও শুরু করেছিল গেরুয়া শিবির। কিন্তু ডুয়ার্সের চা বলয়ে সংগঠনের হাল নিয়ে রিপোর্ট জমা পড়তেই, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি সভাস্থল বদল করা হচ্ছে বলে পদ্ম পার্টি সূত্রে খবর। শনিবার বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামী বলেন, ''দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে ৫ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উত্তরবঙ্গে প্রথম নির্বাচনি জনসভা করবেন। তবে আলিপুরদুয়ারে নয়, ওই সভা হবে কোচবিহারে।'' মোদির সভাস্থল নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই উত্তরের পদ্ম নেতৃত্বের মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত। দলীয় সূত্রে খবর, বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি তথা ফালাকাটা বিধানসভায় পদ্মফুলের প্রার্থী দীপক বর্মন আলিপুরদুয়ারে

মোদির সভা করানোর ব্যাপারে মরিয়া ছিলেন। কিন্তু একদিকে প্রার্থী নিয়ে দলের অন্দরে কোন্দল, তার উপর চা বলয়ে সংগঠনের রাশ আলগা হয়ে যাওয়ার দলীয় রিপোর্ট পেয়ে আলিপুরদুয়ারে মোদির সভা নিয়ে বেঁকে বসে পদ্ম নেতৃত্বের বড়ো অংশ। ঠিক হয়, ওই সভা হবে কোচবিহারে। বিজেপির এহেন অবস্থায় তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক তথা আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তীর তোপ, চা বাগান নিয়ে অতীতে কেন্দ্র যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, তার একটাও পূরণ হয়নি। ফলে মোদির জনসভায় এনিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ। এটা ভেবেই হয়তো এখানে প্রধানমন্ত্রীর সভা করাতে ভয় পাচ্ছে পদ্ম পার্টি। যদিও বিজেপির রাজ্য সহ সভাপতি দীপক বর্মনের দাবি, চা বলয়ে আমাদের জনসমর্থনে কোনো ঘাটতি হয়নি। ভোটবাক্সে তা প্রমাণিত হবে। আসলে গত মে মাসে মোদি আলিপুরদুয়ারে এসেছিলেন। সেকারণে তিনি একই জায়গায় সভা করবেন না। গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, সাংগঠনিক দুর্বলতা ঢাকতে এবং কোচবিহারে ভোটের হাওয়া ঘোরাতে মোদির সভাই এখন একমাত্র 'ভরসা' তাদের। যদিও প্রার্থী নিয়ে কাঁটা রয়ে গিয়েছে সেখানেও। প্রচারে বেরিয়ে শনিবার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়েছে বিজেপির কোচবিহার দক্ষিণের প্রার্থীকে। তার উপর টিকিট প্রত্যাশী গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে নিয়ে বিজেপির এখন 'ছুঁচো গেলার' মতো অবস্থা। শুধু তাই নয়, শেষপর্যন্ত অনন্ত মহারাজ কী করেন, তা নিয়েও ধন্দে উত্তরের বিজেপি নেতৃত্ব। তিন দফায় নাম ঘোষণার পরও কোচবিহারের সিতাই ও নাটাবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী দিতে পারেনি পদ্ম পার্টি। সবমিলিয়ে দলের 'শক্ত' ঘাঁটি বলে পরিচিত উত্তরবঙ্গে এবার প্রার্থী থেকে প্রচার, সবেতেই হিমশিম খেতে হচ্ছে বিজেপিকে। রাজগঞ্জে দলের প্রার্থীকে মানতে না চেয়ে এদিন জলপাইগুড়িতে বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বাড়ি ঘেরাওয়ের চেষ্টা করেন বিক্ষুব্ধ কর্মীরা। যাঁরা বিক্ষোভ দেখানোর চেষ্টা করেন, তাঁরা বিজেপির কেউ নন বলে দাবি বাপির।

তৃণমূলের কার্যালয়ে ক্যারম খেলে সাসপেন্ড ৩ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি, ২৯ মার্চঃ ভোটমুখী বাংলায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর 'নিরপেক্ষতা' নিয়ে যখন টানাপড়েন

চলছে, ঠিক তখনই বীরভূমে দানা বাঁধল নতুন বিতর্ক। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসে ঘাসফুল শিবিরের কর্মীদের সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা ক্যারম খেলছেন- এমন একটি ভিডিও (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি কড়া পদক্ষেপ করল নির্বাচন কমিশন। অভিযুক্ত তিন জওয়ানকে তৎক্ষণাৎ সাসপেন্ড করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে মুর্শিদাবাদের নিমতিতাতেও এক তৃণমূল নেতার ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন সাতজন বিএসএফ জওয়ান। তাঁদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিল কমিশন। ভাইরাল হওয়া ওই ক্লিপটিতে দেখা যাচ্ছে, সিউড়ির একটি তৃণমূল কার্যালয়ে ক্যারম বোর্ড ঘিরে জটলা পাকিয়ে রয়েছেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে তিনজনের পরনে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পোশাক। এক জওয়ানকে ঘুঁটিতে টোকা মারতেও দেখা যায়। পাশে বসে ও দাঁড়িয়ে রয়েছেন স্থানীয় পাঁচ-সাতজন যুবক, যাঁদের তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলে দাবি করেছে বিরোধীরা। রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি বলব থাকাকালীন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানেরা কীভাবে শাসকদলের কার্যালয়ে ঢুকে আড্ডা জমালেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। বিজেপির তরফে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর বিষয়টি নিয়ে নড়চড় শুরু হয়। কমিশন সূত্রে খবর, প্রাথমিক তদন্ত ও ভিডিওর সত্যতা যাচাইয়ের পর ওই তিন জওয়ানকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ছাব্বিশের নির্বাচনে আর কোনও ডিউটিতে থাকতে পারবেন না এই তিন জওয়ান। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল দুই দফায় বাংলার ২৯৪টি আসনে ভোটগ্রহণ। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে যেখানে কমিশন বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করছে, সেখানে জওয়ানদের এই 'দলীয় ঘনিষ্ঠতা' বাহিনীর ভাবমূর্তি নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলে দিল। যদিও বীরভূম জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল, ''আসলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ওই জায়গাকে সবচেয়ে বেশি নিরাপদ ভেবেছেন, তাই সেখানে ক্যারাম খেলছিলেন।''

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

সোমনাথ চক্রবর্তী, হাওড়াঃ এসোসিয়েশন অফ পেনশনার্স অফ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক এর ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো হাওড়া ডুমুর জলার আশীর্বাদ ব্যাঙ্কোয়েটে। প্রদীপ প্রজ্জলন করে সভার উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি ত্রিদিব চরণ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ কমিটির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সুব্রত সরকার, জেলা সম্পাদক অপূর্ব কপাট, তরুণ কান্তি তরফদার অমর কুমার দে প্রমুখ। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সৃজন কুমার পান। প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান এসোসিয়েশনের সভাপতি সুব্রত সেন সম্পাদক বৈদ্যনাথ সরকার। সংগঠনের পক্ষে দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, পাঁচটি জেলা থেকে প্রায় ৩৬০ জন প্রতিনিধি এদিনের বার্ষিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন নীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমমোক্তারনামা

শ্রী রমেন চৌধুরী, পিতা- মৃত লক্ষী চৌধুরী, সাং- গোপালনগল, পোঃ ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মুর্শিদাবাদ D.S.R.-II অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৫ সালে Book-I, 10556 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) কুন্তল দাস, ২) রাজীব কুমার দাস, ৩) স্মিতা দলুই আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১৪ নং শ্রীকান্তবাটি মৌজাস্থিত এল.আর. ১৪৫ নং দাগের এল.আর. ১৩৪৭৪, ১৩৪৭৬, ১৩৪৭৮ নং খতিয়ানের ২.২৫ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

তুহিন হোসেন, পিতা- মহঃ আল্লারাখা, সাং- রানীনগর, পোঃ- দিয়া। রানীনগর, থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, জঙ্গীপুর A.D.S.R. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ২০২৫ সালে Book-I, 10154, 11024 নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১) এনামুল হক, ২) মহম্মদ ইসলাম, ৩) মহঃ আজাদ সেখ, ৪) সেখ কুরবান আলি আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ১১৩ নং কাঁকুড়িয়া মৌজাস্থিত এল. আর. ১৪৯, ১৫১ নং দাগের এল. আর. ৫৫৯৫, ৫৫৯৭, ৫৫৯৬, ৯৪২ নং খতিয়ানের ২.৯৭ শতক সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. RAGHUNATH-GANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রীপর্ণা সোম চন্দ
আমোক্তারনামা দাতাঃ **দীপায়ন চক্রবর্তী**
ঠিকানাঃ পান্ডাপাড়া, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ শ্রীপর্ণা সোম চন্দ
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 1357 নং বহি
15.03.22 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
2702 - 13/08/25
নামজারি কেস নংঃ MN/2026/0702/2569
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তলশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান-সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজাঃ খরিয়া, সিট নং-২৬, এল.আর. দাগ-১২৭৮, এল.আর. খতিয়ান ৪৫৬১, পরিমান-০.০০০৭, এল.আর দাগ-১২৭৮, এল.আর খতিয়ান-৪৫৬২, পরিমান-০.০০০৭, এল.আর দাগ-১২৭৯, এল.আর খতিয়ান-৩৩১৮, পরিমান-০.০৪৩৭৩, মোট-৪৮৭ (আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ শ্রীপর্ণা সোম চন্দ
স্বামীঃ সুদীপ চন্দ
ঠিকানাঃ নয়াবস্তি, ওয়ার্ড নং.-০৮, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রীমতি সুদীপ্তা চক্রবর্তী
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী নির্ভয় চন্দ্র চৌধুরী**
ঠিকানাঃ **নিউ সারকুলার রোড, জলপাইগুড়ি টাউন, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি।**
গ্রহীতাঃ **শ্রীমতি সুদীপ্তা চক্রবর্তী**
সন ও আমোক্তারনামা নংঃ ২০০০ সালের ১০৯ নং আমোক্তারনামা ও ৪ নং বহির লিপিবদ্ধ যাহা জলপাইগুড়ি জেলার এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে রেজিস্ট্রারীকৃত হইয়াছে।
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/2679**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরনঃ মৌজা খড়িয়া, সিট নং ৪ (চার), আর.এস দাগ নং-৩৬১/ ২০০৪ ও আর.এস দাগ নং- ৩৬১/ ২০০২। উক্ত দাগের এল.আর দাগ ৫৭ নং। মোট জমির পরিমানঃ ০.০৪২ একর। যাহার এল.আর সিট নং- ৬৭
দাত্রী / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ শ্রী নির্ভয় চন্দ্র চৌধুরী, পিতা অরুন কুমার চৌধুরী, ঠিকানাঃ নিউ সারকুলার রোড, জলপাইগুড়ি টাউন, থানা কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা জলপাইগুড়ি।
(আদেশ নং-১০০০-I.S./ ২২/ ২০২৪ তারিখ ২৭ /০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ শ্রীমতী সুদীপ্তা চক্রবর্তী, স্বামী শ্রী সৌরেন চক্রবর্তী, সাং টি.বি. হসপিটাল পাড়া, ডাকঘর- পাহাড়পুর, থানা-কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি।

ANGEL ONE LIMITED

Regd. Off: 601, 6th Floor, ACKRUTI STAR, CENTRAL ROAD, MIDC, ANDHERI EAST, MUMBAI -400093
Centralized desk : 18001020 Email id : support@angelone.in
Member of : NSE / BSE / BSE REMISIER / MCX / MCX SX / NCDEX
Member IDs: NSE : 12798, BSE : 612, MCX : 12685,
NCDEX : 00220 SEBI Registration No: INZ000161534

NOTICE

This is to inform all concerned that we have initiated the process of cancellation of registration of our below mentioned Authorised Person (AP) due to regulatory reasons/concerns.

Name Of Authorised Person	Trade Name of AP	Address of AP	AP Registration No.
RISHI DAS	RISHI DAS	1ST-FR 26/34 FAKIR BAGAN LANE P.S. GOLABARIDIST. HOWRAH 711101 WEST BENGAL	NSE : AP0397323381 BSE : AP01061201168009

Any person dealing with the above-mentioned Authorised Person henceforth shall do so at their own risk. **ANGEL ONE LTD.** shall not be liable for any dealings with the said entity post the issuance of this notice. Investors having any queries or concerns regarding this matter are requested to contact **ANGEL ONE LTD.** within **15 days** from the date of issuing this notice.

Date : 30.03.2026
Place : West Bengal

For ANGEL ONE LTD
Sd/-,
Authorised Signatory

LCC INFOTECH LIMITED

("LCCINFOTECH" / "TARGET COMPANY"/ "TC")
CIN No.: L72200WB1985PLC073196
Registered Office: P- 16, C.I.T. Road, P S Entally, Kolkata, West Bengal-700014, India
Contact No: +91-33-23570048 **Email Id:** corporate@lccinfotech.co.in **Website:** www.lccinfotech.in

Recommendations of the Committee of Independent Directors (IDC) of LCC Infotech Limited ("LCCINFOTECH" or the "Target Company") under regulation 26 (7) of the SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and subsequent amendments thereto ("SEBI (SAST) Regulations") in relation to the Open Offer to the Public Shareholders of the Target Company made by Mr. Kunjit Maheshbhai Patel ("Acquirer").

1.	Date	28.03.2026
2.	Name of the Target Company	LCC INFOTECH LIMITED
3.	Details of the Offer pertaining to the Target Company	The Open Offer is being made by the Acquirer in terms of Regulations 3(1) and 4 of the SEBI (SAST) Regulations, 2011 for acquisition of up to 4,38,34,271 (Four Crore Thirty Eight Lakhs Thirty Four Thousand Two Hundred Seventy One) fully paid-up equity shares of face value of Rs. 10/- each representing 26.00% of the Emerging Voting Share Capital of the Target Company from the eligible shareholders of the Target Company for cash at a price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty Five) per Equity share (**Offer Price**) ("**Open Offer**").
4.	Name of the Acquirers	Mr. Kunjit Maheshbhai Patel ("Acquirer")
5.	Name of the Manager to the Offer	Grow House Wealth Management Private Limited (CIN.: U67100GJ2022PTC133630) A-606, Privilon, B/H. Iscon Temple, Ambli-Bopal Road, S.G. Highway, Ahmedabad-380054. **Tel:** +91 79353 33132 / +91-79-35333682; **Email:** takeover@growhousewealth.com **Website:** www.growhousewealth.com **Contact Person:** Mr. Hill Shah **SEBI Registration No.:** INM000013262 **SEBI Registration Validity:** Permanent
6.	Members of the Committee of Independent Directors ("IDC")	1. Ramesh Kumar Pandey (DIN No: 10701968) - Chairperson 2. Priti Lakhotia (DIN No: 07914837)- Member 3. Chanchal Kedia (DIN No: 03473849)- Member
7.	IDC Member's relationship with the Target Company (Director, Equity shares owned, any other contract/ relationship), if any	i. All IDC Members are Independent and Non-Executive directors on the board of Target Company. ii. Further, the members of IDC confirm that they do not hold any equity shares or other securities in the Target Company. iii. Other than their positions as directors of the Target Company, there are no other contracts or relationships with the Target Company.
8.	Trading in the Equity Shares/ other securities of the Target Company by IDC Members	None of the members of the IDC have traded in Equity Shares/other Securities of the Target Company during the: a. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement (**"PA"**) dated January 03, 2026; and b. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
9.	IDC Member's relationship with the acquirer (Director, Equity shares owned, any other contract / relationship), if any	None of the IDC Members: a. are the directors of the Acquirer; b. hold any Equity Shares or other Securities of the Acquirer; or c. have any contract or any relationship with the Acquirer.
10.	Trading in the Equity shares/other securities of the acquirer by IDC Members	a. None of the IDC Members have traded in Equity Shares/other Securities of the Acquirer during the: b. 12 (twelve) months period prior to the date of the Public Announcement (**"PA"**) dated January 03, 2026; and c. Period from the date of the PA till the date of this recommendation.
11.	Recommendation on the Open offer, as to whether the offer, is or is not, fair and reasonable	Based on the review, a) The IDC members are of the view that the offer price of ₹ 4.55/- (Rupees Four Point Fifty-Five only) per Equity Share is in the line with the parameters prescribed by the SEBI (SAST) Regulations, 2011; b) IDC members believe that the offer is in line with the SEBI (SAST) Regulations, 2011and the same is fair and reasonable; and c) It is advised to the shareholders to independently evaluate the open offer vis a vis current market price and take an informed decision before participating in the offer.
12	Summary of reasons for recommendation	1. The IDC Members have reviewed: a. Public Announcement ("PA") dated 03.01.2026 b. Detailed Public Statement ("DPS") dated 08.01.2026 and which was published on 09.01.2026 c. Draft Letter of Offer ("DLOF") dated 16.01.2026 d. Letter of Offer ("LOF") dated 24.03.2026 2. The IDC Members also noted that: a. The Equity Shares of the Target Company are frequently traded in terms of Regulation 2(1)(j) of the SEBI SAST Regulations, 2011. b. The Offer Price is in accordance with Regulation 8(1) and 8(2) of the SEBI SAST Regulations, 2011. c. The Offer Price is in terms of Regulation 8(2) of the SEBI SAST Regulations. Based on the review of the aforesaid Offer Documents, the IDC Members are of the view that the offer price is in line with the parameters prescribed by SEBI in the SEBI (SAST) Regulations.
13.	Disclosure of Voting Pattern	These Recommendations were unanimously approved by the Members of the IDC.
14.	Details of Independent Advisors, if any.	None
15.	Any other matter to be highlighted	None

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omission of any information or otherwise, and includes all the information required to be disclosed by the Target Company under the SEBI (SAST) Regulations.

Capitalized terms used in this announcement, but not defined, shall have the same meaning assigned to them in the PA, DPS and LOF.

For LCC INFOTECH LIMITED
Sd/-
Name: Mr. Ramesh Kumar Pandey
Chairperson -Committee of Independent Directors
DIN: 10701968

Place: Kolkata
Date: 28.03.2026

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো জলবায়ু পরিবর্তন

স্কুলপড়ুয়াদের হাতে-কলমে জলবায়ু পরিবর্তন, কর্মশালায় পরিবেশ সচেতনা গড়ে তোলার উদ্যোগ

আজকের দিনে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম হলো জলবায়ু পরিবর্তন। গ্লোবাল ওয়ার্মিং, মেরুপ্রদেশের হিমবাহের দ্রুত গলন, এল নিনোর মতো আবহাওয়াগত অস্বাভাবিকতা, বর্ষা ও খরা-এই সব প্রাকৃতিক ঘটনা সবই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু. পরিবর্তনের ফল। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলছেন, মানবসৃষ্ট কার্যকলাপের কারণে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভেঙে যাচ্ছে, যা শুধুমাত্র পরিবেশের জন্য নয়, মানুষের জীবনধারার জন্যও হুমকি সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কলকাতার ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সংস্থা ' টেরি স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ এবং স্কটিশচার্চ কলেজ যৌথভাবে একটি বিশেষ কর্মশালা আয়োজন করেছে। এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য হল স্কুলপড়ুয়াদের হাতে-কলমে আবহাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা প্রদান করা। 'Knowing Climate Change' নামে আয়োজিত এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে আজ ৩০ মার্চ, সোমবার, সকাল ৯,৩০টা থেকে বিকেল ৫,৩০টা পর্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজে। কর্মশালায় কলকাতার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করবেন। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ হবে হাতে-কলমে শেখানো বিভিন্ন পরিবেশগত সূচক পরিমাপের কার্যক্রম।

জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ বাস্তবতা-জলবায়ু পরিবর্তন শুধু একটি ধারণা নয়. এটি বাস্তব। মেরুপ্রদেশে হিমবাহের গলন, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র বন্যা, দীর্ঘ খরা, গ্রীষ্মের অতিরিক্ত তাপমাত্রা-সবই এই পরিবর্তনের লক্ষণ। সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার কৃষিক্ষেত্রে উপাদন হ্রাস পাচ্ছে, যন্ত্রপাতি ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং মানুষের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে। বিশ্বজুড়ে নেতারা প্রতি বছর জলবায়ু. সম্মেলন করেন। তবে সেসব আলোচনায় সাধারণ মানুষ বা স্কুলপড়ুয়াদের সরাসরি অংশগ্রহণ কম হয়। ঠিক এখানেই এই কর্মশালার গুরুত্ব। স্কুলপড়ুয়াদের জন্য সরাসরি, প্রায়ই শিখন-ভিত্তিক কার্যক্রম প্রবর্তনের মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানো যায়।

কর্মশালার কাঠামো ও কার্যক্রম-স্কটিশচার্চ কলেজের স্মার্ট ক্লাসে কর্মশালায় মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকারক দিকগুলি সংক্ষেপে তুলে ধরা হবে এবং প্র্যাকটিক্যাল কার্যক্রমের দিকে জোর দেওয়া হবে।কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা শিখবেন কিভাবে বিভিন্ন পরিবেশ সূচক পরিমাপ করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, বায়ুদূষণ বোঝার জন্য এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স মাপা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এছাড়া তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, মাটির অবস্থা, জলের গুণগত মান, এবং অন্যান্য সূচক পরিমাপের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র ব্যবহার করা হবে। এই প্রক্রিয়ায় ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে শিখবেন কিভাবে পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করতে হয, বিশ্লেষণ করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয। এতে তাদের মধ্যে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধারা বিকাশে সাহায্য হবে। থিওরি এবং প্রশ্নোত্তর সেশন-শুধু প্র্যাকটিক্যাল নয়, কর্মশালায. তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্বও থাকবে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সক্রিযভাবে অংশগ্রহণ করবেন, তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন এবং জলবায়ু. পরিবর্তনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করবেন। কর্মশালার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিখবে যে, জলবায়ু. পরিবর্তন কেবল দূরদূরান্তের বিষয় নয়, বরং তাদের শহর, আশেপাশের পরিবেশ এবং দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত।

ছোট পদক্ষেপ, বড় প্রভাব-কর্মশালার আয়োজকেরা মনে করেন, স্কুলস্তর থেকে ছোট পদক্ষেপগুলিও গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মশালার পর ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে প্রজেক্ট চালাতে পারবে এবং বছরের শেষে সেই প্রকল্পের সামগ্রিক রিপোর্ট প্রকাশ করা যেতে পারে। এটি প্রমাণ করবে যে, ছোট ছোট পদক্ষেপও পরিবেশের সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ছাত্রছাত্রীরা স্থানীয. নদী বা পুকুরের পানির মান পরিমাপ করতে পারে, বায়ুদূষণ পর্যবেক্ষণ করতে পারে, কিংবা স্থানীয. উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির পরিবর্তন নথিভুক্ত করতে পারে। এগুলো শুধু বৈজ্ঞানিক শিক্ষা নয়, বরং বাস্তবায়নযোগ্য সমাধানের দিকে তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য সম্ভাব্য প্রভাব-শিক্ষার্থীরা এই কর্মশালার মাধ্যমে সচেতন হবে যে, জলবায়ু. পরিবর্তন কেবল ' আন্তর্জাতিক সমস্যা' নয, এটি তাদের দৈনঃদিন জীবনের অংশ। প্রায়ই ছোট শিশুদের মধ্যে গড়ে ওঠা সচেতনতা ভবিষ্যতে বৃহত্তর পরিবেশগত উদ্যোগের ভিত্তি তৈরি করে। শিক্ষার্থীরা শিখবে কিভাবে পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয। এটি শুধু বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার জন্য নয়, বরং সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং ভবিষ্য নেতৃত্ব গঠনের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

কর্মশালার গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য কর্মশালার মূল লক্ষ্য হলো স্কুলপড়ুয়াদের মধ্যে জলবায়ু. পরিবর্তন সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাদের বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে উসাহিত করা। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, এই ধরণের কার্যক্রম ভবিষ্যতে অন্যান্য স্কুল ও কমিউনিটিতেও সম্প্রসারিত হবে। তাদের বক্তব্য, যদি শিশুদের মধ্যে ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করা যায, তা পরবর্তীতে বড় পরিবর্তনে রূপ নিতে পারে। আমরা চাই, স্কুল স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার্থীরা পরিবেশের জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিক।

সমন্বিত উদ্যোগের গুরুত্ব-কর্মশালায় তিনটি সংস্থা মিলিতভাবে কাজ করছে। ব্যাঘ্র সংরক্ষণ সংস্থা ' পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণে বিশেষজ্ঞ। টেরি স্কুল অফ অ্যাডভান্স স্টাডিজ শিক্ষার্থীদের প্র্যাকটিক্যাল শিক্ষা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা বিকাশে সহায়তা করছে। আর স্কটিশচার্চ কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ও প্রেক্ষাপট প্রদান করছে। এই যৌথ উদ্যোগ দেখায় যে, সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, স্কুল ও সম্প্রদায় মিলিতভাবে কাজ করলে জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যার মোকাবিলায. কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব। জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সময়ের সবচেয়ে. বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যা সমাধান করার জন্য দরকার শিক্ষার্থীদের সচেতনতা, হাতে-কলমে শিক্ষা, এবং ছোট ছোট পদক্ষেপের মাধ্যমে বাস্তব পরিবর্তন। 'Knowing Climate Change' কর্মশালা সেই প্রচেষ্টার একটি দৃষ্টান্ত। এই কর্মশালার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কিভাবে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হয়, এবং কীভাবে স্থানীয় ও বৈশ্বিক উদ্যোগের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করতে হয়। এটি শুধুমাত্র এক দিনের কর্মশালা নয়, বরং ভবিষ্য নেতৃত্ব তৈরি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। যুবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক উদ্যোগ-এই তিনটি মিলিতভাবে পৃথিবীকে জলবায়ুর কুফল থেকে রক্ষা করতে সহায়ক হতে পারে। শিক্ষাবিদ এবং উদ্যোগকারীদের বিশ্বাস, এই ধরনের কার্যক্রম ভবিষ্যতে আরও স্কুল ও কলেজে সম্প্রসারিত হবে। যখন তরুণরা পরিবেশ সচেতন হবে, তখন বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনও সম্ভব। আজ এই কর্মশালা কেবল শিক্ষার্থীদের জন্য নয়, বরং সমাজের প্রতিটি স্তরে পরিবেশ সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ। ছোট পদক্ষেপই

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাপ ' ভারতের কচ্ছ থেকে মিলল, দৈর্ঘ্য ৪৯ ফুট, ওজন ১০০০ কেজি

ভারতের কচ্ছ উপকূলরেখার কাছে এক প্রাগৈতিহাসিক বিস্ময় আবিষ্কৃত হলো। গবেষকরা জানিয়েছে, এই স্থানে পাওয়া গেছে পৃথিবীর সবচেযে.ব. সাপের জীবাশ্ম। বিশাল আকৃতির এই সাপের নাম দেওয়া হয়েছে ' যা হিন্দু পুরাণের বাসুকি নাগের সঙ্গে মিল রেখে রাখা হয়েছে। বাসুকির ওজন প্রায় ১০০০ কেজি এবং দৈর্ঘ্য ৪৯ ফুট। এর আগে সবচেয়ে বড় সাপ হিসেবে পরিচিত ছিল কলম্বিয়ার আবিস্কৃত টাইটানবোয়া। তবে এই নতুন আবিস্কার সেই ধারণাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, বাসুকি ইন্ডিকাস প্রজাতির জীবাশ্মটি সত্যিই অত্যন্ত বিরল এবং প্রাগৈতিহাসিক পৃথিবীর এক বিস্ময়। আবিষ্কার ও খননের ইতিহাস-বাসুকির জীবাশ্ম প্রথম পাওয়া যায় ২০০৫ সালে কচ্ছের লিগনাইট খনির পাললিক স্তরের মধ্যে। তখন থেকে প্রায় দুই দশক ধরে এই জীবাশ্ম খুঁটিয়ে দেখছেন আইআইটি রুরকির বিজ্ঞানীরা। তারা সাপটির মেরুদণ্ডের হাড়ের ২৭টি অংশ সংগ্রহ করেছেন এবং সেটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকরা জানাচ্ছেন, বাসুকি এমন এক প্রজাতি যার শিকড় হাজার কোটি বছর আগে এই গ্রহে গজিয়েছে। ডাইনোসররা বহু যুগ আগে বিলুপ্ত হলেও, এই প্রাগৈতিহাসিক সাপ প্রায. ১৬ কোটি বছরেরও বেশি সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে।

বাসুকি বনাম টাইটানবোয়া-টাইটানবোয়া দীর্ঘদিন ধরে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়সাপ হিসেবে পরিচিত ছিল। তবে বাসুকির আবিষ্কার সেই ধারণাকে বদলে দিয়েছে। কলম্বিয়ার কয়লা খনিতে আবিষ্কৃত টাইটানবোয়ার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৪২ ফুট। কিন্তু কচ্ছ থেকে পাওয়া বাসুকির দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৯ ফুট, যা টাইটানবোয়ার চেয়েও দীর্ঘ। যদিও বাসুকি ও টাইটানবোয়ার মধ্যে কিছু মিল রয়েছে-যেমন মেরুদণ্ডের গঠন-তবুও বিভিন্ন পার্থক্যও রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, উভয়ের হাড়ের কাঠামোয় পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বাসুকি সত্যিই তার দীর্ঘায়ুর কারণে বিশেষ। তবে লম্বা হিসাব নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব হয়নি। হিন্দু পুরাণের বাসুকি নাগের সঙ্গে মিল-

নামকরণের সময় বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে হিন্দু পুরাণের বাসুকি নাগকে। সমুদ্র মন্থনের কাহিনীতে মন্দার পর্বতকে চাকার মতো ঘোরাতে ব্যবহৃত হয় এই সাপ। পুরাণ অনুযায়ী, সমুদ্র মন্থনের সময় এই সাপ মন্দার পর্বতকে সমুদ্রের গভীরে ঘোরানোতে সাহায্য করেছিল। এরপর সমুদ্র থেকে অমৃত ও গরল বের হয়েছিল। এই কারণে বাসুকি নাগের কাহিনী দেবতা ও মহাপুরুষদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মহাভারতে বাসুকি নাগকে নাগবংশের রাজা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। শিবের ঘাড়ে বাসুকি পেঁচানো থাকে এবং তার বোন মনসা। প্রাগৈতিহাসিক বাসুকি সাপের বিশাল আকৃতির সঙ্গে এই পুরাণিক সাপের মিল দেখে বিজ্ঞানীরা নামকরণ করেছেন। এছাড়া বৌদ্ধধর্মেও বাসুকির উল্লেখ পাওয়া যায়। বলা হয়, বুদ্ধের ধর্মোপদেশ চলাকালে বাসুকি দর্শক আসনে উপস্থিত থাকত এবং অন্যান্য নাগরাজদের সঙ্গে বুদ্ধকে রক্ষা করত।

বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ-বাসুকির জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই সাপ অতিরিক্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে সক্ষম ছিল। এটি সম্ভবত সেই সময়ের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারত। তবে এই বিশাল প্রাণী কেন বিলুপ্ত হল, তা এখনও রহস্যময়। গবেষকরা আশাবাদী, ভবিষ্যতে আরও অনুসন্ধান এবং খননের মাধ্যমে এ রহস্যের সমাধান পাওয়া যাবে। বাসুকির জীবাশ্ম মানুষ বা আধুনিক প্রাণীর আগমনের আগের সময়ের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিভিন্ন আশ্চর্য প্রাণী যেমন ডাইনোসর, মহাবিশাল কচ্ছের সাপ-সবই এইভাবে আমাদের জানা সম্ভব হয়েছে। বাসুকি সেই তালিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

বাসুকির গুরুত্ব-বাসুকির আবিষ্কার শুধু প্রাগৈতিহাসিক জীববৈচিত্র্য বোঝার জন্যই নয়, এটি ভারতীয় পুরাণের ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন, হয়তো ভারতীয় ভূখণ্ডের বাসুকি এবং পুরাণের বাসুকি নাগ একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। এই ধরনের আবিষ্কার আমাদের প্রাচীন জীববৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতির মধ্যে সেতুবন্ধন ঘটাচ্ছে।

ভবিষ্য গবেষণা ও সম্ভাবনা-বাসুকির জীবাশ্ম খুঁটিয়ে দেখার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা আরও প্রমাণ পেয়েছেন যে, পৃথিবীতে অতীতেও অতিকায় সাপের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রজাতি প্রায় ৪৯ ফুট দীর্ঘ এবং ১০০০ কেজি ওজনের হতে পারত। ভবিষ্যতে আরও খনন, গবেষণা এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এই প্রাগৈতিহাসিক সাপের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, আবাসস্থল এবং বিলুপ্তির কারণ আরও স্পষ্ট করবে। অন্যদিকে, এই আবিষ্কার কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য নয়, সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতেও সক্ষম। এটি ভারতীয় ভূ-ইতিহাসের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক জীববৈচিত্র্যের সংযোগ বোঝার সুযোগ দেয়।

ভারতের কচ্ছ থেকে পাওয়া বাসুকি সাপের জীবাশ্ম একটি বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই অতিকায় সাপ পৃথিবীর ইতিহাস এবং জীববৈচিত্র্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। পাশাপাশি হিন্দু পুরাণের বাসুকি নাগের কাহিনীর সঙ্গে মিল থাকায় এটি আরও রহস্যময় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

বাসুকি প্রমাণ করছে, ডাইনোসরদের অবলুপ্তি হলেও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্যান্য প্রাণী দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে ছিল। এটি আমাদের প্রাচীন জীবাশ্ম গবেষণার দিকনির্দেশনা এবং ভবিষ্য অনুসন্ধানের জন্য অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

গোরখপুর-নয়া দিল্লি-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২৯শে মার্চ ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত সুবিধার জন্য, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫১০১ / ০৫১০২ গোরখপুর-নয়া দিল্লি-গোরখপুর গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ৭ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার গোরখপুর থেকে এবং ৮ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার ও রবিবার নয়াদিল্লি থেকে নিম্নলিখিত ২৯টি ট্রিপ পরিচালনা করবে।০৫১০১ গোরখপুর-নয়া দিল্লি গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ০৭ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি মঙ্গলবার এবং শনিবার ১৬,০০ ঘটিকায় গোরখপুর থেকে ছাড়বে এবং ১৭,০২ ঘটিকায় আনন্দ নগর, ১৭,৩০ ঘটিকায় সিদ্ধার্থ নগর, ১৮,০২ ঘটিকায বর্ধনি, ১৮,৫০ ঘটিকায় তুলসিপুর, ১৯,৩৭ ঘটিকায় বলরামপুর, ২০,৩০ ঘটিকায় গোন্ডা, ২৩,৫৫ ঘটিকায় সীতাপুর থেকে ছাড়বে। পরের দিন এটি ০১,২৭ ঘটিকাযয শাহজাহানপুর, ০২,৫০ ঘটিকায় বরেলি, ০৪,৩০ ঘটিকায় মোরাদাবাদ এবং ০৬,৫০ ঘটিকায় গাজিয়াবাদ থেকে ছেড়ে ০৭,৩০ ঘটিকায় নয়াদিল্লি পৌঁছাবে।ফিরতি যাত্রায়, ০৫১০২ নিউ দিল্লি - গোরখপুর সামার বাই-উইকলি স্পেশাল ট্রেনটি ০৮ই এপ্রিল থেকে ১৫ই জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত প্রতি বুধবার এবং রবিবার সকাল ০৯.৪৫ মিনিটে নিউ দিল্লি থেকে ছাড়বে। এরপর এটি গাজিয়াবাদ থেকে সকাল ১০.৩২ মিনিটে, মোরাদাবাদ থেকে দুপুর ০১.০০ মিনিটে, বেরেলি থেকে দুপুর ০২.৪৭ মিনিটে, শাহজাহানপুর থেকে বিকেল ০৪.১০ মিনিটে, সীতাপুর থেকে বিকেল ০৫.৫০ মিনিটে, গোন্ডা থেকে রাত ০৯.১০ মিনিটে, বলরামপুর থেকে রাত ০৯.৪২ মিনিটে, তুলসিপুর থেকে রাত ০২.১০ মিনিটে, বর্ধনি থেকে রাত ০২.৩৭ মিনিটে, সিদ্ধার্থ নগর থেকে রাত ০৩.১৭ মিনিটে এবং আনন্দ নগর থেকে রাত ০৩.৫৭ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন রাত ০১.০০ মিনিটে গোরখপুর পৌঁছাবে।এই ট্রেনে ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান, এল.এস.এল.আর.ডি. রয়েছে। এতে মোট ২২টি কোচ স্থাপন করা হবে, যার মধ্যে ০১টি এসি, ০৪টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, ০৪টি স্লিপার ক্লাস এবং ১২টি এসি থার্ড ইকোনমি ক্লাস কোচ থাকবে।

NAME CHANGE

I, Jammat Ali Seikh (old name) S/O - Late Madari Sekh residing at VILL-Lalnagar, PO-Nowpara Shimulia PS-Hariharpara, DIST - Murshidabad, PIN -742134 West Bengal, India do hereby declare that I have changed My Name from JAMMAT ALI SEIKH (old name) Epic card (Being no. WB/09/062/126751, Recorded in 2002 voter list) to MD SAHID SEKH (new name) Epic card (Being no. XMB2560894), Pan Card (Being no. MUCPS5342F), Passport (Being No. X5872479) henceforth, I shall be Known as MD SAHID SEKH (new name) Date of birth 01/01/1950 in all purpose, vide an affidavit sworn before the Court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Berhampore court dated on 21/01/2026. MD SAHID SEKH (new name) & JAMMAT ALI SEIKH (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, MUSHI MOLLA (Old name) S/O - UJIR MOLLA residing at VILL - GOPALPUR PO - BILLWAGRAM PS - NAKASHIPARA DIST - NADIA PIN -741138. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from MUSHI MOLLA (old name) to MOSI MOLLA (new name) and henceforth, I shall be Known as MOSI MOLLA (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the 1 Class judicial Magistrate at Krishnanagar court on 22/01/2026, MOSI MOLLA (new name)& MUSHI MOLLA (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Jayeeta Sarkar (old name) wife of Salil Sarkar, residing at 132B, Syed Abdul Rahaman Road, PO & PS – Haridevpur, Thakurpukur, Maheshtala, South 24 Parganas, Kolkata – 700082, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jaita Sarkar (new name) as declared before the Ld. 1 st Class Judicial Magistrate at Alipore, vide affidavit SL No. 71937, dated 25/11/2025. Jayeeta Sarkar (old name) and Jaita Sarkar (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, PRATHA PRATIM GHOSH (Old Name) S/O PRAFULLA GHOSH Residing at GANRAPOTA, BONGAON, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL, 743251, INDIA (EPIC NO: WKM1480193) have changed my name and shall henceforth be known as PARTHA PRATIM GHOSH (New Name), as declared before Notary Serampore, Hooghly PARTHA PRATIM GHOSH (New Name) and PRATHA PRATIM GHOSH (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Adideba Acharya (old name) Son of Debabrata Acharya, residing at 22 BL, Sanjeeva Towr Duplex, Thakdari Road, New Town, Ps-Kolkata Leather Complax, North 24 Parganas, Pin-700156, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Adidev Acharya (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/03/2026. Adideba Acharya (old name) and Adidev Acharya (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Utsab Mukhopadhyay (old name) Son of Jagarnath Mukherjee, residing at BG 139, Salt Lake, Sector-2, Ps-Bidhannagar (east), North 24 Parganas, Pin-700091, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Utsav Mukhopadhyay (new name), as declared before the notary public at Kolkata, vide an affidavit dated 27/03/2026. Utsab Mukhopadhyay (old name) and Utsav Mukhopadhyay (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rozi Khatoon D/o Late Md Riyajuddin Residing at 54, Dasu Babu Bagan, P.o+P.s - Kamarhati, District - North 24 Parganas, Pin-700058, West, Bengal India, that my deceased father who previously known as Md Reazuddin Khan (Old Name) shall henceforth be known as Md Riyajuddin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 27-03-2026. I declare that my deceased father Md Reazuddin Khan (Old Name) and Md Riyajuddin (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sk Afrojaief, Afrojaief (Old Name) S/o Sk Danish Mistry Residing at 43, Pilkhana 2nd Bye Lane, P.o - Salkia, P.s - Golabari, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Afroz (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-03-2026. Sk Afrojaief, Afrojaief (Old Name) and Sk Afroz (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Victoria Wong Nee Stephen, Victoria Stephen (Old Name) W/o Lap Fat Pemba Tsering Wong Residing at 114, Dr Lal Mohan Bhattacharjee Road, Flat 2C, P.s - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Victoria Wong (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Victoria Wong Nee Stephen, Victoria Stephen (Old Name) and Victoria Wong (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kashmira Begam, Kasmira Begum (Old Name) W/o Muzaffar Rahaman Mullick Residing at Uttar Chitpukur, P.o - Krishnarampur , District - Hooghly, Pin - 712702, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kasmira Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Kashmira Begam, Kasmira Begum (Old Name) and Kasmira Khatun (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Rajeeb Singh (Old Name) S/o Shib Sankar Prasad Singh Residing at 5/1, Parnasree Pally, P.o+P.s - Parnasree, District - Kolkata, Pin - 700060, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Rajib Singh (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Kolkata vide affidavit no 64508 Dated 15-10-2025. Rajeeb Singh (Old Name) and Rajib Singh (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shanti Debi Harijan(Old Name) W/o Sri Sankar Harijan Residing at 193, R.B.C. Road, P.O. Garifa, P.S. Naihati, Dist North 24 Pgs. Pin. 743166, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arati Harijan(New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata vide Affidavit Dated 02-03-2026. Shanti Debi Harijan and Arati Harijan both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Kuddus Sekh, SO Md Mainuddin Sekh, গ্রামঃ হিয়াতনগর, পোঃ থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Abdul Kuddus Sekh যা আধার এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ছেলে Toufick Ahammed এর মাধ্যমিক এডমিড, মার্কশিট, আধার, ভোটার কার্ডে আমার নাম Abdul Kuddus Sk লিপিবদ্ধ রয়েছে। ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abdul Kuddus Sekh and Abdul Kuddus Sk এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, UDAY CHAND PRAMANIK S/O-Kanai Pramanik resident of Village-Parhat, P.O.-Mahachanda, P.S.-Bhatar, District- Purba Bardhaman, West Bengal, Pin- 713102, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as UDAY PRAMANIK in all purposes vide affidavit No-43, dated 27-03-2026 sworn before Notary Public at Purba Bardhaman. That UDAY CHAND PRAMANIK and UDAY PRAMANIK both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ranjit Singh Hunjan (Old Name) S/o Mukhtiar Singh Residing at 30/7, Shib Chandra Chatterjee Street, Belur, District - Howrah, Pin - 711202, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Ranjit Singh Hunjan (Old Name) and Ranjit Singh (New Name) both are same and one identical person

NAME CHANGE

I, Diptyajit Samnata (Old Name) S/o Tarun Kumar Samanta Residing at 5/4Q, Dumdum Road, Ghughudanga, District - Kolkata, Pin - 700030, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Diptyajit Samanta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 1 Dated 25-03-2026. Diptyajit Samnata (Old Name) and Diptyajit Samanta (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Prasanta Ghosh, Prasanta Kr Ghosh (Old Name) S/o Krishna Kumar Ghosh Residing at 94/2, Swami Vivekananda Road, Khurut, District - Howrah, Pin - 711101, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Prasanta Kumar Ghosh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-03-2026. Prasanta Ghosh, Prasanta Kr Ghosh (Old Name) and Prasanta Kumar Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

কেরলমে পরিবর্তনের হাওয়া, দাবি মোদীর ইউডিএফ-এলডিএফ জোটকে নিশানা প্রধানমন্ত্রীর

পালাক্কা।, ২৯ মার্চ (হি.স.)ঃ কেরলমে পরিবর্তনের হাওয়া বইছে-এই দাবি তুলে বিজেপি ও এনডিএ-র পক্ষে জোরাল বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। রবিবার পালাক্কাড়ের জনসভা থেকে তিনি বলেন, আমি কেরলমে এক নতুন ও স্বতন্ত্র শক্তি অনুভব করছি। এই রাজ্য পরিবর্তনের এক স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে। এনডিএ-র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এবং জনগণের মধ্যে বিজেপির প্রতি সমর্থন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, এখানে পালাক্কাড়ে আপনাদের এই বিপুল উৎসাহ ও বলিষ্ঠ উপস্থিতি প্রমাণ করে যে কেরলের মনোভাব একটি আন্দোলনে রূপান্তরিত হযেছে। এখন, কেরলম বিজেপি এবং এনডিএ উভয়ের উপরেই আস্থা রাখছে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কেরলম পরিবর্তনের বার্তা দিচ্ছে। এনডিএ-র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিযতা, বিজেপির প্রতি জনগণের ক্রমবর্ধমান আস্থা, এখন আপনাদের উৎসাহ ও সমর্থন, এত বিপুল সংখ্যায় আপনাদের উপস্থিতি-এই সবই দেখাচ্ছে যে কেরলমের আবহ একটি আং◌েদালনে পরিণত হয়েছে। এখন এখানকার যুবকদের বিজেপি এবং এনডিএ-র ওপর আস্থা আছে। কেরলমের নারীদের বিজেপি এবং এনডিএ-র প্রতি অনুরাগ আছে। এখন কেরলমের কৃষকদের বিজেপি এবং এনডিএ-র প্রতি ভালোবাসা আছে। এনডিএ-র সরকার গঠনের ব্যাপারেও আত্মবিশ্বাসী সুর শোনা যায় তাঁর কথায়। মোদী বলেন, টিম বিজেপি এবং টিম এনডিএ এখানে সরকার গঠনের জন্য কাজ করছে। কেরলমের জনগণের আশীর্বাদে, আপনাদের আশীর্বাদে, আমরা এখানে সরকার গঠন করব এবং কেরলমের সেবায. আমরা কোনও খামতি রাখব না। এনডিএ-র লক্ষ্য হলো কেরলমের জনগণের স্বপ্ন পূরণ করা। নারী উন্নয়ন নিয়েও নিজের সরকারের অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, বিজেপি সর্বদা নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন পদ্ধতির প্রচার করে এসেছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা বা আবাসন-যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন, আজ কেঃদ্রীয. সরকারের প্রকল্পগুলিতে নারীরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পান। বিধানসভা ও সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে আমরা নারী শক্তি বন্ধন আইনও পাশ করেছি। এদিকে, জনসভা থেকে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউডিএফ এবং বাম নেতৃত্বাধীন এলডিএফ-উভয় জোটকেই ক।া ভাষায় আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইউডিএফ ও এলডিএফ উভযই বিজেপিকে নিশানা করছে, কারণ তাঁরা আশঙ্কা করছে, বিজেপি তাদের অতীতের অপকর্ম ফাঁস করে দেবে। তিনি আরও বলেন, কযেক দশক ধরে এলডিএফ এবং ইউডিএফ বড় বড় কেলেঙ্কারিতে জড়িত থেকেও একে অপরের বিরুদ্ধে কখনও সত্যিকারের কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, বরং কেবল ফাঁকা বিবৃতি দিযেই সন্তুষ্ট থেকেছে। বিজেপি ক্ষমতায. এলে এলডিএফ ও ইউডিএফের করা সমস্ত কেলেঙ্কারির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হবে এবং ন্যাযবিচার নিশ্চিত করা হবে। এই সম্ভাবনাটিই উভয় দলের রাতের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে। রাজনৈতিক সমীকরণ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নির্বাচনের সময় পর্দার আড়ালে সবসময় প্রশ্ন ওঠে যে কোন দল কার 'বি টিম'। আমি আপনাদের কাছে আসল সত্যটা তুলে ধরছি। সারাদেশে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্টরা প্রায়ই হাত মেলায়। তারা ইন্ডি জোটে একসঙ্গে আছে। তারা এর আগে দিল্লিতে একসঙ্গে সরকারও গঠন করেছে। এমনকি তামিলনাড়ুতেও উভয. দল জোটে রয়েছে। তবে কেরলমে কংগ্রেস এবং বামেরা একে অপরের প্রতিপক্ষ হওযার ভান করে। তাই আপনাদের উভয় দল সম্পর্কেই সতর্ক ও সচেতন থাকা উচিত। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গ টেনে বামেদের কড়া সমালোচনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস ও বামেদের অতীত কর্মকাণ্ড দেখলেই বোঝা যায, তারা যেখানেই ক্ষমতায. আসে, সবকিছুরই অবনতি ঘটে। পশ্চিমবঙ্গে বামেরা কী করেছে তা গোটা দেশ জানে, এবং ভারতজুড়ে কংগ্রেস শাসনের প্রভাবও সকলে প্রত্যক্ষ করেছে। কেরলের প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন মোদী। তিনি বলেন, কেরলমও এই একই অপশাসনের চক্রে ভুগেছে। সরকারি কর্মচারীদের বেতন প্রদানে বিলম্বের খবর সামনে এসেছে এবং পেনশন বিতরণেও নানা সমস্যার কথা প্রকাশ্যে এসেছে। কেরলের মাটিতে দাঁড়িয়ে এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে স্পষ্ট, আসন্ন নির্বাচনের আগে রাজ্যে রাজনৈতিক ল।াইকে আরও তীব্র করতে চাইছে বিজেপি। তাঁর বক্তব্যে যেমন পরিবর্তনের বার্তা, তেমনই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণের সুর-দুই-ই উঠে এল স্পষ্টভাবে।

NAME CHANGE

I, Motibur Rahaman (Old Name) S/O–Rahaman Sekh resident of Makrampur, Majhpara, Bishannagar Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Motibur Rahaman to Matibur Sekh and henceforth I shall be known as Matibur Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/03 / 2026. My name Matibur Sekh & Motibur Rahaman both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Manarul Islam (Old Name) S/O–Allarakha Mollick resident of Vill & Po-Majhyampur , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742189 do hereby declared that I have changed my name from Md Manarul Islam to Manarul Islam and henceforth I shall be known as Manarul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 18/03/2026. My name Manarul Islam & Md Minarul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Jafirul Sk (Old Name) S/O–Nuhu Nabi Sk resident of Vill- Hijuli Mathpara , Po-Begunbari , Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Md Jafirul Sk to Jafirul Sk and henceforth I shall be known as Jafirul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 27/03/ 2026. My name Jafirul Sk & Md Jafirul Sk both are same and one identical person.

রাজনীতির দুই মুখ, মালবাজারে রেষারেষি, ধূপগুড়ি-নকশালবাড়িতে সম্প্রীতির বার্তা

২৯ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ধরা পড়ল রাজনীতির দুই ভিন্ন চিত্র-একদিকে প্রতিযোগিতা ও রেষারেষি, অন্যদিকে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির নজির। বিশেষ করে মালবাজার এবং ধূপগুড়ি এলাকায় এই দুই বিপরীত দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মালবাজারে মিছিলের সামনে থাকার লড়াই-শুক্রবার বিকেলে মালবাজার বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে শুরু হয় এক বিশাল রামনবমীর শোভাযাত্রা। জাতীয় সড়কে মিছিল উঠতেই রাজনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। শোভাযাত্রার একেবারে সামনের জায়গা দখল করতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির প্রার্থীদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা শুরু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বুলু চিকবরাইক প্রথমে ব্লক ও শহর কমিটির নেতাদের নিয়ে ট্যাবলোর সামনে দাড়িয়ে পড়েড়ন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সুকরা মুন্ডা-র নেতৃত্বে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা নিউ মাল জংশনের দিক থেকে ‘ শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতে দিতে দ্রুত এগিয়ে এসে মিছিলের সামনের অংশ দখল করে নেন। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় কিছুটা উত্তেজনা তৈরি হলেও বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। আয়োজক সংস্থা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর মালবাজার শাখার সভাপতি দীপ তিওয়ারি বলেন, আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। সব দল থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছেন। যারা আগে ‘ শ্রীরাম’ বলতেন না, তারাও আজ বলছেন-এটাই আমাদের সার্থকতা। তৃণমূল প্রার্থী বুলু চিকবরাইক বলেন, আমরা সব ধর্মকে সমানভাবে সম্মান করি। সম্প্রীতি বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য। সেই বার্তা নিয়েই আমরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেছি। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী সুকরা মুন্ডার বক্তব্য, আমন্ত্রণ পেয়েই মিছিলে গিয়েছিলাম। শ্রীরামকে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। অন্য কে ছিলেন, তা খেয়াল করিনি। মালবাজারের এই রেষারেষির চিত্রের ঠিক বিপরীত ছবি দেখা গেল নকশালবাড়ি-তে। সেখানে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে একে অপরকে আলিঙ্গন করতে দেখা যায় বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন এবং তৃণমূল প্রার্থী শঙ্কর মালাকার-কে। রাজনৈতিক মতভেদ ভুলে এই ধরনের সৌহার্দ্যের দৃশ্য

সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়েছে। উৎসবের দিন রাজনৈতিক বিভাজন দূরে সরিয়ে রাখার এই উদ্যোগকে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। নাগরাকাটায় মানবিক উদ্যোগ-একইভাবে নাগরাকাটা এলাকাতেও দেখা গেল সম্প্রীতির আরেক নজির। সেখানে রামনবমী উপলক্ষে বিজেপির র‍্যালি ও শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া মানুষদের মধ্যে পানীয় জল বিতরণ করেন তৃণমূল প্রার্থী সঞ্জয় কুজুর। শুধু তাই নয়, বিজেপি প্রার্থী পুনা ভেংরা-র সঙ্গে দাঁড়িয়ে একে অপরকে রামনবমীর শুভেচ্ছাও বিনিময় করতে দেখা যায় তাঁকে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা থাকলেও মানবিকতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই অটুট রয়েছে। উৎসব ও রাজনীতির মেলবন্ধন-রামনবমী শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহেরও প্রতিফলন ঘটায়। উত্তরবঙ্গের এই ঘটনাগুলি দেখায়, একই দিনে একই উৎসব ঘিরে কিভাবে দুই ভিন্ন চিত্র সামনে আসতে পারে। একদিকে মালবাজারে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিবতা প্রকাশ্যে এসেছে, যেখানে মিছিলের সামনে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা দেখা গেছে। অন্যদিকে ধূপগু।ি, নকশালবাড়ি এবং নাগরাকাটায় সম্প্রীতি, সহযোগিতা এবং পারস্পরিক সম্মানের ছবি উঠে এসেছে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি-স্থানীয় বাসিঃদাদের মতে, উৎসবের দিনে রাজনৈতিক বিভাজনের চেয়ে সম্প্রীতির বার্তা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা চান, এই ধরনের সৌহার্দ্যের ছবি আরও বেশি করে সামনে আসুক। একজন স্থানীয় বাসিঃদা বলেন, রাজনীতি থাকবেই, কিন্তু উৎসব মানে একসঙ্গে আনঃদ করা। সবাই যদি মিলেমিশে থাকি, সেটাই ভালো। রামনবমীর এই ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে দেয় যে রাজনীতি এবং সমাজ একে অপরের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। তবে কোন ছবি সামনে আসবে-রেষারেষির না সম্প্রীতির-তা অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের মনোভাব ও নেতৃত্বের ওপর। মালবাজারের প্রতিযোগিতামূলক দৃশ্য যেমন রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন, তেমনই নকশালবাড়ি ও নাগরাকাটার সৌহার্দ্যের ছবি আমাদের আশা জাগায়। উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য হল মানুষকে একত্রিত করা। সেই দিক থেকে বিচার করলে, উত্তরবঙ্গের এই দিনটি একই সঙ্গে সতর্কবার্তা ও আশার আলো-দুটোই দেখাল।

বিশ্ব নাট্যদিবস উদযাপনে বাবুপাড়া আত্মজ

আশিস কুমার ঘোষ,বাবুপাড়া,২৯ মার্চ ঃ আত্মজ নাট্যসংস্থা তাদের নিজস্ব মহলা কক্ষ দীননাথ সেন মঞ্চে উদযাপন করলো বিশ্বনাট্য দিবস। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন শিক্ষক রত্ন পুরস্কারে ভূষিত শিক্ষক অসীম বিশ্বাস সহ সংস্থার খুদে শিল্পীরা। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক দীননাথ সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সংস্থার সম্পাদক তিলক মুখার্জী। গান, নাচ, আবৃত্তি, শ্রুতি নাটক ও মূকাভিনয় দিয়ে সাজানো ছিল অনুষ্ঠান সূচি। অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ লগ্নে সংস্থার ছোটোরা পরিবেশন করে সবার উপরে মানুষ সত্য শীর্ষক মূকাভিনয়টি। দেবাঞ্জলি হালদারের পরিচালনায় এই মূকাভিনয়টিতে শিল্পী হিসাবে অংশ গ্রহণ করে অংশুমান পাল, কুশল দাস, শুভম দাস, অঙ্কুশ দাস, মহেশবাবু মজুমদার, রাকেশ সরদার, সৃজা চক্রবর্তী ও সৃজিতা বসাক। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা বহনকারী এই মূকাভিনয়টি উপস্থিত দর্শকদের ভূয়সী প্রশংসা লাভ করে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্থার বর্ষীয়ান সদস্য জয়ন্ত মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বলতে গিয়ে সংস্থার কর্ণধার তাপস দাস বিশ্ব নাট্য দিবস এর গুরুত্ব সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। তিনি বলেন বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় দূরীকরণে থিয়েটার এক অনন্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। তাই থিয়েটার দলগুলির উচিত সামগ্রিক সামাজিক অবক্ষয় রোধে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হওয়া।

হাত নেই, তবু থেমে নেই জীবন, কোচবিহারের বিষ্ণু বর্মন এবার ভোটের আইকন
জীবনই প্রমাণ করে-ইচ্ছা থাকলে কোনও বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব

জীবন যখন কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁ। করায়, তখন কেউ হার মানে, আবার কেউ ল।াই করে নিজের পরিচয় গ।ে তোলে। কোচবিহার-এর তরুণ বিষ্ণু বর্মন সেই দ্বিতীয় পথটাই বেছে নিয়েছেন। দুই হাত হারিয়েও থেমে যাননি তিনি। বরং নিজের অদম্য ইচ্ছাশক্তি দিয়ে হয়ে উঠেছেন অনুপ্রেরণার প্রতীক। আর সেই কারণেই এবার তিনি কোচবিহারের ভোটের আইকন। ছোটবেলার দুর্ঘটনা, বদলে গেল জীবন--২০০৮ সাল। বয়স তখন মাত্র নয়। পরিবারের সঙ্গে করনদিঘি-র একটি ইটভাটায় থাকতেন বিষ্ণু। সেখানেই ঘটে এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। একটি পাম্পসেট মেশিনে জামা আটকে যায়। সেটি ছাড়াতে গিয়ে অসাবধানতাবশত মেশিনে কেটে যায় তাঁর দু'টি হাত।এই দুর্ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় তাঁর জীবন। বাবা-মা তাঁকে নিয়ে ফিরে আসেন গ্রামের বাড়ি শীতলখুচি-র ব।গদাইখোরা গ্রামে। শুরু হয় এক নতুন সংগ্রাম। শিক্ষা থেকে বঞ্চনা, তবুও হার মানেননি-দুর্ঘটনার পরে সাধারণ জীবনে ফেরা সহজ ছিল না। যখন বাবা-মা তাঁকে স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে যান, তখন শিক্ষকদের কাছ থেকে আসে নিরাশার কথা-হাত নেই, লিখবে কী করে? সেই অজুহাতে ভর্তি নিতে অস্বীকার করা হয়।এই প্রত্যাখ্যান অনেককে ভেঙে দিতে পারত। কিন্তু বিষ্ণু হার মানেননি। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, অন্য স্কুলে ভর্তি হয়ে নিজের পথ নিজেই তৈরি করবেন। অবশেষে অন্য একটি স্কুলে ভর্তি হন তিনি। শুরু হয় এক অসম লাই। হাতে কলম ধরার সুযোগ না থাকলেও, পা-ই হয়ে ওঠে তাঁর ভরসা। পায়ের আঙুল দিয়ে লেখা শিখে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। অক্লান্ত পরিশ্রমে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন। পরে কলেজেও ভর্তি হন। তবে দারিদ্র্য আবার বাধা হয়ে দাঁড়ায়। দিনমজুর বাবা-মায়ের পক্ষে পড়াশোনার খরচ বহন করা সম্ভব হয়নি। ফলে গ্র্যাজুয়েশন শেষ হওয়ার আগেই পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হন তিনি। জীবনের লড়াই, সংসারের দায়িত্ব। পড়াশোনা থেমে গেলেও জীবন থেমে থাকেনি। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শুরু করেন বিষ্ণু। কৃষিকাজে বাবা-মাকে সাহায্য করতে থাকেন। এরই মধ্যে হীরা দাস-কে বিয়ে করে নতুন সংসার শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর দুই সন্তান রয়েছে। সংসারের দায়িত্ব এখন অনেক বেশি। স্ত্রী অন্যের জমিতে চাষ করে সংসার চালান। বিষ্ণুও পা দিয়েই যতটা সম্ভব কাজ করেন এবং সাহায্য করেন। সরকারি ভাতা ও সামাজিক প্রকল্পের সহায়তায় কোনওমতে চলে ছ'জনের সংসার। পা দিয়েই সব কাজ করেন বলে বন্ধুবান্ধবরা মজা করে তাঁকে শ্রীচরণেষু বলে ডাকেন। কিন্তু এই নামের মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে তাঁর জীবনের সংগ্রাম ও সাফল্যের গল্প। এই বিষয়ে বিষ্ণুর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত সরল। তিনি বলেন, আমি হয়তো খুব সম্মানীয় কেউ নই। কিন্তু এটাও সত্যি, আমার পা দুটো না থাকলে আমি কিছুই করতে পারতাম না। ভোটের আইকন হিসেবে নতুন ভূমিকা-এই অদম্য মানসিকতা এবং সংগ্রামের গল্পই তাঁকে এনে দিয়েছে এক নতুন পরিচয়। কোচবিহার জেলা নির্বাচন দপ্তর তাঁকে এবার ভোটের আইকন হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাঁর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে-শারীরিক প্রতিবন্ধকতা কোনও বাধা নয়, প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা উচিত। শুক্রবার ‘ সচেতনতা অভিযান’-এর আয়োজন করা হয়। প্রায় ২৫০ জন নতুন ভোটার, মহিলা ভোটার, স্বেচ্ছাসেবী এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে সাগরদিঘির চারপাশে একটি র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সেই র‍্যালির সামনের সারিতেই ছিলেন বিষ্ণু। তাঁর উপস্থিতি যেন সকলকে নতুন করে ভাবতে শেখায়-যেখানে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একজন মানুষ ভোট দিতে পারেন, সেখানে অন্যদের কোনও অজুহাত থাকতে পারে না। প্রশাসনের বার্তা-অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলাশাসক জিতিন যাদব। উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার জসপিত সিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। তাঁদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিষ্ণু-যা নিজেই এক শক্তিশালী প্রতীক। অনুপ্রেরণার বার্তা- বিষ্ণুর বক্তব্য সরল কিন্তু গভীর অর্থবহ। তিনি বলেন, আমি যদি নিজের প্রতিবন্ধকতা জয় করে নিজে ভোট দিতে পারি, তাহলে অন্যরাও পারবে। একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এই কথাগুলি শুধু একটি প্রচার নয়, বরং বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উঠে আসা এক অনুপ্রেরণার বার্তা। বিষ্ণু বর্মনের জীবন শুধু সংগ্রামের গল্প নয়, এটি সাহস, ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের এক উজ্জ্বল উদাহরণ। দুই হাত হারিয়েও তিনি থেমে যাননি। বরং পা-কে শক্তি করে তিনি নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আজ তিনি শুধু একজন সাধারণ মানুষ নন-তিনি একটি প্রতীক। তাঁর গল্প মনে করিয়ে দেয়, শারীরিক সীমাবদ্ধতা নয়, মানসিক শক্তিই মানুষের আসল পরিচয়। কোচবিহারের ভোটের আইকন হিসেবে তাঁর নির্বাচন তাই একেবারেই যথার্থ। তাঁর জীবনই প্রমাণ করে-ইচ্ছা থাকলে কোনও বাধাই অতিক্রম করা অসম্ভব নয়।

গোরুমারায় উদ্ধার স্ত্রী গন্ডারের দেহ

গোরুমারা, ২৯ মার্চ ঃ ফের পুরুষ গন্ডারের আক্রমণে প্রাণ গেলো গোরুমারার এক স্ত্রী গন্ডারের। কয়েকদিনের ব্যবধানে এই নিয়ে দু'টি স্ত্রী গন্ডারের মৃত্যু হলো। এই ঘটনার পেছনেও গোরুমারার সেই ঘাতক পুরুষ গন্ডার রয়েছে কি না তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে বন দপ্তর। কুনকি হাতি দিয়ে চলছে তল্লাশি। শুক্রবার রাতে রুটিন টহলদারির সময় বন দপ্তরের কর্মীরা গন্ডারের দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন। শনিবার ওই দেহটি গোরুমারায় নিয়ে আসা হয় ময়নাতদন্তের জন্য। উল্লেখ্য, গত ২৩ শে ফেব্রুয়ারি একই ভাবে একটি স্ত্রী গন্ডারের দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় রামসাইয়ের মেদলায়। বন দপ্তর বলছেঘনিষ্ঠ মুহুর্তে পুরুষ গণ্ডারের অতিরিক্ত চাপে মৃত্যু হয়েছে।

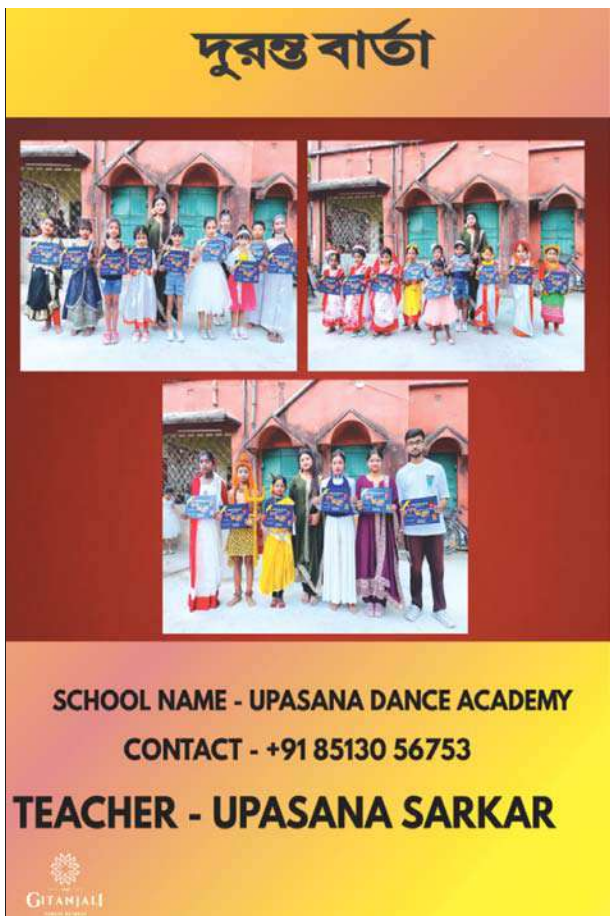

চলন্ত চাকার ওপর এক টুকরো ঘর, পূর্ব রেলের এক নতুন উদ্যোগ

কলকাতা, ২৯ মার্চ ঃ কল্পনা করুন, আপনি ট্রেনে আপনার সিটে বসলেন এবং ট্রেনটি প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলতে শুরু করল। আপনি একটি দীর্ঘ সফরের জন্য প্রস্তুত, আর আপনার চারপাশটা একদম নিজের ঘরের মতোই পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন। এবং আরামদায়ক হয়। আপনার যাত্রা শুরু হওয়ার মুহূর্ত থেকেই আপনি অনুভব করবেন যে আপনার যত্নের ধরনে একটি পরিবর্তন এসেছে। সমস্ত সংরক্ষিত কোচে অন-বোর্ড পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং এসি কোচে বেডরোল বিতরণের জন্য বিশেষ জনবল নিযোগে করা হয়েছে। এই কর্মীরা কেবল আড়ালে কাজ করেন না যাত্রা শুরু হওয়ার পরেই তারা যাত্রীদের সাথে নিজেদের পরিচয় করিয়ে দেন। আপনার সুবিধার্থে সমস্ত সংরক্ষিত কোচে উজ্জ্বল স্টিকার লাগানো হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা আপনাকে বিভিন্ন পরিষেবার উপলব্ধতা সম্পর্কে অবহিত করেন। এই স্টিকারগুলিতে ডিভিশনাল ক্যারেজ কন্ট্রোলের মোবাইল নম্বর দেওয়া থাকে। ফলে আপনার কোচে সাফাই, পরিস্কার বিছানা বা জলের প্রয়োজন হলে সাহায্য এখন মাত্র একটি ফোন কলের দূরত্বে। আপনি যাতে একটি নির্মল পরিবেশে ঘুম থেকে উঠতে পারেন, তা নিশ্চিত করতে রাত ১০টা থেকে সকাল

এটি কোনো সাধারণ ঘটনা নয-এটি পূর্ব রেলের যাত্রীদের স্বাচ্ছ ঃদ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এক বিশাল প্রচেষ্টার ফল। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কাছে ‘ বোর্ড হাউসকিপিং সার্ভিস’ এখন রেলভ্রমণের এক নিঃশব্দ হিরো হয়ে উঠেছে। বর্তমানে পূর্ব রেল ১২৩টি মেলএক্সপ্রেস ট্রেন চালায, যার মধ্যে ১০২টি যোগ্য ট্রেন এখন এই বিশেষ OBHS প্রকল্পের আওতাভুক্ত, যাতে আপনার যাত্রা যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন ৬টার মধ্যে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। তবে এর বাইরেও যাত্রীদের যেকোনো প্রযোজনে কর্মীরা যেকোনো সময় পরিষেবা দিতে প্রস্তুত থাকেন। পর্দার আড়ালে রেলওয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে পরিষেবার মান বজায় রাখে। চুক্তিবদ্ধ সাফাই কর্মীদের হাজিরা যাত্রা শুরুর স্টেশনে, গন্তব্য স্টেশনে এবং যাত্রাপথে অন্তত একবার ‘ রেল’ অ্যাপের মাধ্যমে কঠোরভাবে রেকর্ড করা হয। এ ছাড়াও, ক্যারেজ কন্ট্রোল সরাসরি ট্রেনের OBHS সুপারভাইজারের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে যাত্রীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে, যা কর্মীদের সতর্কতা এবং তৎপরতা রিয়েল-টাইমে পর্যবেক্ষণ করতে সাহায্য করে। পরিষেবার এই উচ্চমান বজায় রাখতে রেল আধিকারিকরা চুক্তিবদ্ধ OBHS কর্মীদের জন্য নিয়মিত কাউন্সেলিং সেশনের আযোজন করেন, যাতে তারা ‘ মদত’ অ্যাপের মাধ্যমে আসা অভিযোগ এবং যাত্রীদের ফিডব্যাক সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন। নিয়মিত পরিদর্শনে সাফাই কার্যক্রম তদারকি করা হয় এবং কোনো অসন্তোষজনক কাজের জন্য চুক্তিতে কঠোর জরিমানার বিধানও রাখা হয়েছে। এটি নিশ্চিত করে যে আপনার আরামের জন্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মীরা নিবেদিতপ্রাণ থাকেন। বেডরোল সরবরাহ এবং কোচের পরিচ্ছন্নতা বজায রাখার এই প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি জানিয়েছেন যে, যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।OBHS প্রকল্পের যথাযথ রূপায়ণ এবং 'ক্লিন রেল' অ্যাপের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে নিরন্তর পর্যবেক্ষণের ফলে আমরা প্রতিটি যাত্রীর জন্য একটি স্বাস্থ্যকর এবং মনোরম পরিবেশ নিশ্চিত করছি। আমাদের লক্ষ্য হল পূর্ব রেলের প্রতিটি সফরকে একটি স্মরণীয় এবং ঝামেলামুক্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে গড়ে তোলা।

প্রচারে স্বপন দেবনাথ, সমুদ্রগড় তাঁত হাটে জমল জনসংযোগ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী,২৯ মার্চ ঃ ধীরে ধীরে বাড়ছে বেলা, আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তাপমাত্রা। তবে তীব্র গরমকেও উপেক্ষা করে রবিবারের ছুটির সকালেই নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়লেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী স্বপন দেবনাথ। এদিন তিনি পৌঁছে যান কালনার পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় এলাকার গণেশ চন্দ্র তাঁত কাপড় হাটে। সকাল সকাল হাটে ভিড় জমতে শুরু করার আগেই শুরু হয় তাঁর জনসংযোগ কর্মসূচি। হাটের তাঁতশিল্পী, ব্যবসায়ী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং আগামীর উন্নয়নের আশ্বাস দেন। প্রচারের সময় স্বপন দেবনাথ বলেন, এই অঞ্চলের তাঁত শিল্প রাজ্যের গর্ব, এবং এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার সবরকম সহযোগিতা করে আসছে ও ভবিষ্যতেও করবে। তিনি স্থানীয়দের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন এবং উন্নয়নের ধারাকে বজায় রাখতে পুনরায় সমর্থন চান।

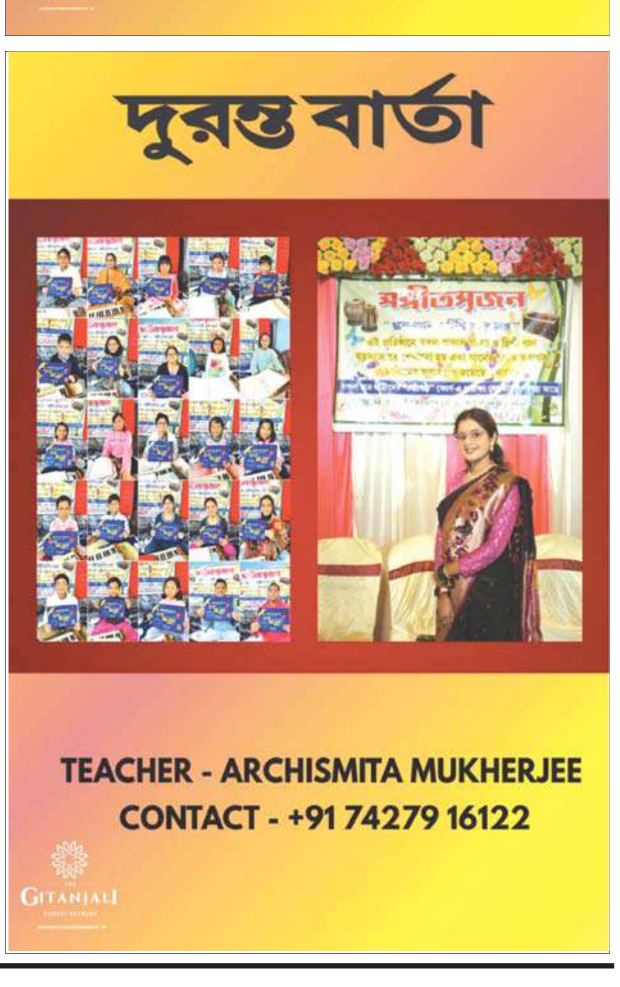

বিরাট নন, আরসিবি-র সাফল্যে মাস্টারমাইন্ড কে

মুম্বই, ২৯ মার্চ ঃ জয় দিয়ে আইপিএল-এর অভিযান শুরু করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। চ্যাম্পিয়নের মতো শুরুতে মুগ্ধ সমর্থকরা। বিশেষ করে বোলিং, ব্যাটিংয়ের যেই সামঞ্জস্য দেখা গিয়েছে সেটা বাকিদের থেকে আরসিবি -কে আলাদা করেছে। আর তাদের এই পারফরম্যান্স দেখে এ বার আরসিবি-র হাতে ট্রফি দেখছেন অনেক সমর্থক। তবে নতুন মরশুমে এই ভালো শুরুর নেপথ্যে কে? মজার ছলে সেটাই জানালেন দলের ওপেনার ফিল সল্ট। গত মরশুম থেকে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মেন্টর দীনেশ কার্তিক। তিনি ক্রিকেট ছাড়ার পর আরসিবির মেন্টর হয়েছেন। আর তাঁর ছোঁয়াতে বদলে গিয়েছে আরসিবি। তাঁর টিপসেই বাজিমাত করল। সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে পরাস্ত করার পর দীনেশ কার্তিককে কৃতিত্ব দিলেন ফিল সল্ট। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ম্যাচ-পরবর্তী দীনেশ কার্তিকের করা পোস্টে ফিল সল্টের দুরন্ত ক্যাচের উল্লেখ না করায় খানিকটা হতাশা প্রকাশ করেন সল্ট-তাও আবার রসিকতার ছলে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ফিল্ডিংয়ে অসাধারণ পারফরম্যান্স করেন সল্ট। ঈশান কিষান যখন ৩৮ বলে ৮০ রান করে দুরন্ত ছ্ঃেদ ছিলেন ঠিক তখনই ম্যাচের মো। ঘুরিয়ে দেন সল্ট। পয়েন্ট থেকে ডানদিকে দৌড়ে গিয়ে এক হাতে ডাইভ দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেন সল্ট। এই ক্যাচটি সহজেই মরশুমের সেরাদের তালিকায় জায়গা পেতে পারে। তবে ম্যাচ শেষে দীনেশ কার্তিক Perfect start ক্যাপশন লিখে একটি পোস্ট শেয়ার করেন, যেখানে দেবদত্ত পাড্ডিকল, বিরাট কোহলি, জ্যাকব ডাফি ও রজত পতিদারের ছবি থাকলেও সল্টের ক্যাচের উল্লেখ ছিল না।

কেকেআরে ‘মাল্টি-রোল’ অস্ত্র অঙ্গকৃষ!

উইকেটকিপারের নতুন দায়িত্বে জাতীয় দলের স্বপ্নে তরুণ নাইট

২৯ মার্চ ঃ আইপিএলের মঞ্চে নতুন চমক আনতে চলেছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। দলে একাধিক বিশেষজ্ঞ উইকেটকিপার থাকা সত্ত্বেও, এবার একেবারে ভিন্ন পথে হাঁটতে চলেছে নাইট শিবির। ব্যাটার হিসেবে পরিচিত তরুণ ক্রিকেটার অঙ্গকৃষ রঘুবংশী-কে দেখা যেতে পারে এক নতুন ভূমিকায়-উইকেটকিপার হিসেবে। এই সিদ্ধান্ত শুধু কৌশলগত নয়, বরং দলের ভারসাম্য বজায় রাখার একটি বড় পরিকল্পনার অংশ বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে দলে রয়েছেন বিশেষজ্ঞ কিপার টিম সিফার্ট এবং তেজস্বী দাহিয়া। পাশাপাশি, ওপেনার ফিন অ্যালেন-ও প্রয়োজনে উইকেটের পিছনে দাঁ।াতে পারেন। তবুও, তাদের কাউকে নয়-এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে অঙ্গকৃষের হাতে। দু’বছর আগে নাইট শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন অঙ্গকৃষ। প্রথমদিকে তিনি মূলত ‘ প্লেয়ার’ হিসেবেই ব্যবহৃত হতেন। ম্যাচের পরিস্থিতি অনুযায়ী তাঁকে নামানো হতো, এবং তিনি নিজের দায়িত্ব যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে পালনও করেছেন। তবে এবার তাঁর ভূমিকা আরও বড় হতে চলেছে। কেন এই পরিবর্তন? মূল কারণ দলগত কম্বিনেশন। আইপিএলে বিদেশি খেলোয়া।দের সংখ্যা সীমিত। তাই একাদশে আরও একজন বিদেশি ক্রিকেটারকে জায়গা দিতে গেলে কোনও ভারতীয় খেলোয়াড়কে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে হয়। সেই জায়গাতেই উঠে এসেছে অঙ্গকৃষের নাম। তিনি যদি উইকেটকিপিং সামলাতে পারেন, তাহলে দল সহজেই একজন অতিরিক্ত বিদেশি অলরাউন্ডার বা বোলারকে দলে রাখতে পারবে। এই পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে অঙ্গকৃষের পূর্ব অভিজ্ঞতা। তিনি এর আগেও মুম্বইয়ের টি-টোয়েনিন্ট দলে কিপার-ব্যাটার হিসেবে

খেলেছেন। ফলে গ্লাভস হাতে তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা নয়। বরং, সেই অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চাইছে কেকেআর। নিজেও এই নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তরুণ ক্রিকেটার। তাঁর কথায়, মুম্বইয়ের টি-টোয়েন্টি দলে আমাকে কিপিং করতে বলা হয়েছিল। শুরুতে নতুন লাগলেও, আমি বিষয়টা বেশ উপভোগ করেছি। অনেকদিন ধরেই আমি নিয়মিত কিপিং প্র্যাকটিস করছি। সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব। অঙ্গকৃষের এই মানসিকতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। বর্তমান ক্রিকেটে যেখানে প্রতিযোগিতা তীব্র, সেখানে অনেকেই নিজেদের জায়গা নিয়ে চিন্তিত থাকেন। কিন্তু অঙ্গকৃষের ভাবনা একটু অন্যরকম। জাতীয় দলে জায়গা পাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তিনি কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী নন। তাঁর মতে, আমার ল।াই শুধু নিজের সঙ্গে। আমি প্রতিদিন নিজের খেলা আরও উন্নত করার চেষ্টা করি। অন্য কেউ কী করছে, সেটা নিয়ে আমি ভাবি না। তবে আধুনিক ক্রিকেটের পরিবর্তিত চাহিদার কথাও তিনি অস্বীকার করছেন না। বর্তমানে জাতীয় দলে ‘ প্লেয়ারদের গুরুত্ব অনেক বে।ছে। এমন ক্রিকেটার, যারা ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং-সব ক্ষেত্রেই অবদান রাখতে পারেন, তাঁদেরই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উদাহরণ হিসেবে সরাসরি কারও নাম না বললেও, বাস্তবে আমরা দেখেছি যশস্বী জয়সওয়াল কিংবা তিলক বর্মা-র মতো তরুণ ব্যাটাররা নিজেদের বোলিং দক্ষতা উন্নত করার চেষ্টা করছেন। লক্ষ্য একটাই-দলের জন্য আরও বেশি মূল্যবান হয়ে ওঠা।অঙ্গকৃষও একই পথে হাঁটতে চান, তবে নিজের ছন্দে। তিনি বলেন, ক্রিকেট খুব দ্রুত বদলাচ্ছে। তাই শুধু একটি স্কিল নিয়ে টিকে থাকা কঠিন। আমি ব্যাটিং, ফিল্ডিং, আর এখন উইকেটকিপিং-সব দিকেই সমানভাবে পরিশ্রম করছি। প্রতিদিন কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করি। ২১ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের আত্মবিশ্বাস এবং শেখার আগ্রহ কেকেআরের ভবিষ্য পরিকল্পনার সঙ্গে দারুণভাবে মিলে যাচ্ছে। দলও বুঝতে পারছে, এমন একজন খেলোয়া।, যিনি একাধিক ভূমিকায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন, তিনি দীর্ঘমেয়াদে অত্যন্ত মূল্যবান। সব মিলিয়ে, অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর সামনে এখন এক বড় সুযোগ। যদি তিনি এই নতুন ভূমিকায় সফল হন, তাহলে শুধু কেকেআরের প্রথম একাদশে নিজের জায়গা পাকা করবেন না, বরং জাতীয় দলের দরজাও খুলে যেতে পারে তাঁর জন্য। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেণ্টে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে নির্বাচকদের নজরে আসা সময়ের অপেক্ষা মাত্র। আর সেই লক্ষ্যেই এগিয়ে চলেছেন এই তরুণ নাইট-নতুন দায়িত্ব, নতুন চ্যালেঞ্জ, আর বড় স্বপ্নকে সঙ্গী করে।

বিদেশি ক্রিকেটারদের ‘স্বেচ্ছাচারিতা’ রুখতে কঠোর শাস্তির দাবি সুনীল

মুম্বাই, ২৯ মার্চ ঃ আইপিএলে বিদেশি ক্রিকেটারদের অংশগ্রহণ নিয়ে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। একদিকে কোটি টাকার চুক্তি, অন্যদিকে শেষ মুহূর্তে টুর্নামেঃট থেকে সরে দাঁ।ানোর প্রবণতা-এই পরিস্থিতিতে বিসিসিআইয়ের বর্তমান শাস্তিমূলক নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেটার সুনিল গাভাসকর। তাঁর মতে, শুধু নিষেধাজ্ঞা যথেষ্ট নয় এমন কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে খেলোয়াড়রা বাস্তবিকই তার প্রভাব অনুভব করেন। বর্তমানে বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী, আইপিএলের নিলামে বিক্রি হওয়ার পর কোনও ক্রিকেটার যদি ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁ।ান, তাহলে তাঁকে পরবর্তী দুই মৌসুমের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এই নিয়ম থাকা সত্ত্বেও বারবার একই ঘটনা ঘটছে, যা বোর্ডের নীতির কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ব্যাটার বেন ডাকেট এই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছেন। চলতি নিলামে তাঁকে ২ কোটি টাকায় দলে নেয় দিল্লি ক্যাপিটালস্। কিন্তু দল পাওয়ার পরেই তিনি ঘোষণা করেন যে, তিনি এবারের আইপিএলে খেলবেন না। ফলে নিয়ম অনুযায়ী অন্তত দু’বছরের জন্য তাঁকে নির্বাসিত হতে হবে। এই সিদ্ধান্ত গাভাসকরকে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ করেছে। তাঁর মতে, শুধু দু’বছরের নিষেধাজ্ঞা কোনওভাবেই যথেষ্ট নয়। কারণ অনেক ক্রিকেটারই অন্যান্য লিগ বা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে পর্যাপ্ত অর্থ এবং সুযোগ পাচ্ছেন, ফলে আইপিএল না খেললেও তাঁদের বড় কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। গাভাসকর তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ডাকেটের সাম্প্রতিক ফর্ম এবং অন্যান্য লিগে

সাফল্যই তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে মূল কারণ। বিশেষ করে The Ashes-এ ভালো পারফরম্যান্স এবং The Hundred-এ মোটা অঙ্কের চুক্তি পাওয়ার পর থেকেই তাঁর অগ্রাধিকার বদলে গেছে। গাভাসকরের মতে, যদি ‘ হান্ড্রেড’-এ ভালো দাম না পেত, তাহলে হয়তো আইপিএল থেকে সরে দাঁড়াত না। এই প্রসঙ্গে তিনি বিসিসিআইকে আরও সক্রিয় হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, আইপিএল বিশ্বের অন্যতম বড় টি-টোয়েন্টি লিগ, যেখানে খেলার সুযোগ পাওয়া অনেক ক্রিকেটারের কাছে স্বপ্নের মতো। অথচ কিছু বিদেশি ক্রিকেটার সেই সুযোগকে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে নিজের সুবিধামতো সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, যা টুর্নামেণ্টের মর্যাদাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এটাই প্রথম ঘটনা নয়। গত মরসুমেও ইংল্যান্ডের তারকা[illegible] [illegible] একইভাবে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি বাড়তে থাকা প্রবণতা। গাভাসকর স্পষ্ট ভাষায় বলেন, শাস্তি এমন হওয়া উচিত, যাতে ক্রিকেটাররা আইপিএল না খেলে বাস্তবিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। যদি কোনও প্রভাবই না পড়ে, তাহলে সেই শাস্তির কোনও মূল্য নেই। তাঁর মতে, অর্থনৈতিক জরিমানা, দীর্ঘমেয়াদি নিষেধাজ্ঞা বা ভবিষ্যৎ নিলামে অংশগ্রহণে আরও কঠোর বিধিনিষেধ-এই ধরনের পদক্ষেপ বিবেচনা করা যেতে পারে।

মরক্কোর হুঁশিয়ারিকে উপেক্ষা! ‘আফকন ট্রফি নিয়ে জাঁকজমক প্যারেডে সেনেগাল

২৯ মার্চ ঃ আফ্রিকান ফুটবলে অভূতপূর্ব বিতর্কের মধ্যেই নিজেদের অবস্থানে অন। থাকল সেনেগাল। প্রতিপক্ষ মরক্কো-র হুঁশিয়ারিকে কার্যত অগ্রাহ্য করে তারা প্রকাশ্যে আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস (আফকন) ট্রফি নিয়ে শোভাযাত্রা করল। ফুটবলপ্রেমীদের চোখে যা নিছক উদযাপন নয়, বরং নিজেদের প্রাপ্য সম্মান ফিরে পাওয়ার এক প্রতীকী প্রতিবাদ। প্রায় দু’মাস আগে আফ্রিকার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আফ্রিকান কাপ অফ নেশনস-এর ফাইনালে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল সেনেগাল। দলের প্রাণভোমরা সাদিও মানে-র নেতৃত্বে তারা ফাইনালে ১-০ গোলে হারিয়েছিল মরক্কোকে। ম্যাচটি ছিল নাটকীয়তায় ভরপুর-বিতর্কিত সিদ্ধান্ত, উত্তেজনা, এবং শেষ মুহূর্তের ল।াই সবই ছিল। কিন্তু সেই জয়ের আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। আফ্রিকান ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা এক বিতর্কিত সিদ্ধান্তে সেনেগালের কাছ থেকে চ্যাম্পিয়নশিপ কে।ে নিয়ে মরক্কোকে নতুন করে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তে ফুটবলবিশ্বে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেকেই প্রশ্ন তোলেন, ম্যাচে জয়ী দলকে পরবর্তীতে কীভাবে খেতাব থেকে বঞ্চিত করা যায়? এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয় সেনেগাল ফুটবল মহল। শুধু প্রতিবাদেই থেমে থাকেনি তারা বিষয়টি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্ট-এ নিয়ে গেছে। তাদের দাবি, মাঠের খেলায় অর্জিত জয়

কোনও প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে কে।ে নেওয়া যায় না। তবে আইনি লড়াই চললেও, নিজেদের ‘ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে তুলে ধরতে এক অভিনব পথ বেছে নেয় সেনেগাল। ফ্রান্সের বিখ্যাত স্তাদে দে ফ্রান্স স্টেডিয়ামে পেরুর বিরুদ্ধে একটি প্রীতি ম্যাচের আগে তারা ট্রফি নিয়ে প্রকাশ্যে প্যারেড করে। সেই দৃশ্য ছিল আবেগ, প্রতিবাদ এবং গর্বের এক অনন্য মিশেল। স্টেডিয়ামে উপস্থিত হাজার হাজার সমর্থক সেনেগালের পাশে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে স্লোগান দেন-বোর্ডরুমে বসে নয়, আমরা মাঠে লড়াই করে এই ট্রফি জিতেছি। এটি আমাদের প্রাপ্য, কেউ তা কেড়ে নিতে পারবে না। সমর্থকদের এই আবেগ স্পষ্ট করে দেয়, এই ল।াই শুধুই একটি ট্রফির জন্য নয়, বরং ন্যায়বিচারের জন্য। প্যারেডে নেতৃত্ব দেন দলের অধিনায়ক কালিদু কুলেবালি। তার সঙ্গে ছিলেন দলের তারকা গোলরক্ষক এদুয়ার্দো মেঃদ, যিনি হাতে ট্রফি নিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে মাঠ প্রদক্ষিণ করেন। পুরো দল একসঙ্গে ট্রফি ঘিরে যে ঐক্যের ছবি তুলে ধরে, তা ছিল প্রতীকীভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্যারেড শেষে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যেখানে সেনেগাল দলের সম্মানে একটি ভিডিও প্রদর্শন করা হয়। সেখানে দলের সাফল্য এবং তাদের লড়াইয়ের গল্প তুলে ধরা হয়।

আইপিএলের আগে ‘স্পিড ব্রেকার টেস্ট’! ফেরারিতে চড়ে মুম্বই রাস্তায় আটকে গেলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া

২৯ মার্চ ঃ আইপিএলের ময়দানে নামার আগেই অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পড়ে শিরোনামে উঠে এলেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। ক্রিকেট মাঠে তিনি যতটাই স্বচ্ছন্দ, মুম্বইয়ের রাস্তায় ততটাই চ্যালেঞ্জের মুখে প।তে হল তাঁকে-আর সেই চ্যালেঞ্জের নাম ‘স্পিড ব্রেকার’! ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু একটি বিলাসবহুল সুপারকার-ফেরারি। প্রায় ১২ কোটি টাকার এই ঝকঝকে গাড়ি নিয়ে শহরের রাস্তায় বেরিয়েছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স-এর অধিনায়ক হার্দিক। কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাক চললেও, আচমকাই সামনে আসে এক চেনা কিন্তু কঠিন বাধা-রাস্তার উঁচু স্পিড ব্রেকার। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, স্পিড ব্রেকার পার করতে গিয়ে বেশ সমস্যায় পড়েন তিনি। কারণ, ফেরারি গাড়িগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল ‘ গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স’। অর্থাৎ, গাড়ির নিচের অংশ মাটির খুব কাছাকাছি থাকে, যা শহরের অসমান রাস্তায় চালানো বেশ কঠিন করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে হার্দিক যে কৌশল নেন, তা অনেক অভিজ্ঞ চালকের কাছেও প্রশংসনীয়। তিনি সরাসরি স্পিড ব্রেকারের উপর দিয়ে না গিয়ে, গাড়িটিকে আড়াআড়িভাবে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যান। এতে করে গাড়ির নিচে আঘাত লাগার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যায়। এই ‘স্মার্ট ড্রাইভিং’-ই এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্র। ভিডিওতে দেখা যায়, অত্যন্ত ধৈর্য এবং নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে তিনি স্পিড ব্রেকারটি পার করছেন-যেন ক্রিকেট মাঠে কোনও কঠিন বোলারের মোকাবিলা করছেন! স্পিড ব্রেকার পেরোনোর পর তাঁর মুখে স্বস্তির হাসি ফুটে ওঠে। এরপর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন পুলিশ কর্মীর সঙ্গে হালকা কথাবার্তায় মেতে ওঠেন তিনি। পুলিশদের মুখেও তখন হাসি-কারণ এমন দৃশ্য প্রতিদিন দেখা যায় না। একদিকে বিশ্বের অন্যতম দামি গাড়ি, অন্যদিকে ভারতের তারকা ক্রিকেটার-দুটো একসঙ্গে মুম্বইয়ের রাস্তায়, সেটাই যেন এক বিরল মুহূর্ত। এই ঘটনার ভিডিও সামনে আসতেই নেটিজেনরা মজা করার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়ে যায় রসিকতার বন্যা। একজন লিখেছেন, মুম্বইয়ের রাস্তা ১, ফেরারি ০!-যেন ম্যাচের স্কোরলাইন। আরেকজনের মন্তব্য, হার্দিক ভাই, আইপিএলের আগে স্পিড ব্রেকার প্র্যাকটিসটা জরুরি! কেউ আবার লিখেছেন, ফেরারির চেয়েও কঠিন মুম্বইয়ের স্পিড ব্রেকার। কিছু মন্তব্য আরও তীক্ষ্ণ। এক নেটিজেনের মতে, এত দামি গাড়ি কেনার আগে মুম্বইয়ের রাস্তার কথা একটু ভাবা উচিত ছিল। আবার অন্যজন মজা করে বলেন, আজ স্পিড ব্রেকারও হার্দিকের সামনে মাথা নত করল! সবচেয়ে মজার মন্তব্যগুলোর একটি ছিল-এটাই আসল অলরাউন্ডার! ব্যাট, বল, আর এখন গাড়িও সামলাচ্ছে সমান দক্ষতায়। এই মন্তব্যটি যেন হার্দিকের ক্রিকেটীয় পরিচয়কে নতুনভাবে তুলে ধরে। অনেকেই ভিডিওটি দেখে বলছেন, তিনি যেভাবে গাড়ি চালিয়ে স্পিড ব্রেকার পার করেছেন, তা যেন ক্রিকেটের কোনও শট খেলার মতো। একজন লিখেছেন, স্টিয়ারিং হাতে কভার ড্রাইভ!-যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। এই পুরো ঘটনাটি যদিও একেবারেই হালকা মেজাজের, তবুও এর মধ্যে লুকিয়ে আছে একটি বাস্তব সমস্যা-ভারতের শহরগুলির রাস্তাঘাটের অবস্থা। বিশেষ করে মুম্বইয়ের মতো ব্যস্ত শহরে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার গাড়ি চলাচল করে, সেখানে উঁচু-নিচু রাস্তা এবং স্পিড ব্রেকার চালকদের জন্য ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। আর সেই সমস্যাই এবার সামনে এল এক তারকা ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। আইপিএল শুরুর আগে হার্দিক পাণ্ডিয়ার এই ‘ ব্রেকার এপিসোড’ হয়তো কোনও ব। ঘটনা নয়, কিন্তু এটি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক মজার ট্রেন্ড তৈরি করেছে।

বিশ্বকাপের আগে উদ্বোধনী স্টেডিয়ামে ভিআইপি বক্স থেকে পড়ে দর্শকের মৃত্যু, রোনাল্ডোহীন ম্যাচে ক্ষোভ

২৯৯ মার্চ ঃ বিশ্বকাপের আবহ তৈরি হওয়ার আগেই নেমে এল শোকের ছায়া। ফুটবল উৎসবের প্রস্তুতির মাঝেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এক দর্শক। ঘটনাটি ঘটেছে মেক্সিকোর ঐতিহাসিক এস্তাদিও আজটেকা স্টেডিয়ামে, যেখানে আসন্ন বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। এই ঘটনায় শুধু আতঙ্কই নয়, দর্শকদের নিরাপত্তা নিয়েও বড় প্রশ্ন উঠে গেল। বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাত্র কয়েক মাস বাকি। তার আগে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে আয়োজিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ, যেখানে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল পর্তুগাল এবং মেক্সিকো। ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, কারণ বহু সমর্থক আশা করেছিলেন মাঠে নামবেন বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। কিন্তু খেলার আগেই ঘটে যায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা, যা পুরো আয়োজনকে ছাপিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, স্টেডিয়ামের দ্বিতীয় স্তরের ভিআইপি বক্সে বসে থাকা এক ব্যক্তি হঠাৎ করে নিচে নামার চেষ্টা করেন। তিনি দেওয়াল বেয়ে প্রথম স্তরে নামতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি সরাসরি নিচে, স্টেডিয়ামের পার্কিং এলাকায় পড়ে যান। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তিনি। দ্রুত চিকিৎসাকর্মীরা সেখানে পৌঁছান এবং তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে জানানো হয়েছে। এই মর্মান্তিক দৃশ্য মুহূর্তে আতঙ্ক ছ।য়ে দেয় স্টেডিয়ামের ভেতরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তি সম্ভবত মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন। কীভাবে তিনি ভিআইপি বক্সের সুরক্ষা ব্যবস্থা অতিক্রম করে এমন ঝুঁকিপূর্ণ

আচরণ করতে পারলেন, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে, যাতে পুরো ঘটনার সঠিক কারণ জানা যায়। এই দুর্ঘটনা আরও উদ্বেগজনক কারণ, এই স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠিত হবে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ। ঐতিহাসিক এই ভেন্যুটি প্রায় ৬০ বছরের পুরনো এবং বহু স্মরণীয় ম্যাচের সাক্ষী। আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য স্টেডিয়ামটিকে নতুন করে সাজানো হচ্ছিল। যদিও সংস্কারের কিছু কাজ এখনও বাকি, তবুও প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের জন্য তড়িঘড়ি করে এটি খুলে দেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠছে-স্টেডিয়ামটি কি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিল? দর্শকদের জন্য প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা যথাযথ ছিল কি? বিশেষ করে ভিআইপি বক্সের মতো জায়গায় কীভাবে এমন দুর্ঘটনা সম্ভব, তা নিয়ে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। মেক্সিকো সিটি কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে তারা আশ্বাস দিয়েছে, তদন্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে যেন এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে মাঠের খেলাও এই ঘটনার ছায়া এড়াতে পারেনি। বহু প্রতীক্ষিত ম্যাচটি শেষ পর্যন্ত গোলশূন্য ড্র-এ শেষ হয়। পর্তুগালের তরুণ ফরোয়ার্ড গঞ্জালো র‍্যামোস একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেননি। অন্যদিকে, রাউল গিমেনেজ-দের নেতৃত্বে মেক্সিকোও আক্রমণ গ।ে তুললেও গোলের মুখ খুলতে ব্যর্থ হয়। তবে ম্যাচের ফলাফল যতটা না আলোচনায় ছিল, তার চেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল রোনাল্ডোর অনুপস্থিতি। হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটের কারণে তিনি এই ম্যাচে খেলতে পারেননি। অথচ ম্যাচের আগে প্রচার এমনভাবে করা হয়েছিল, যাতে মনে হচ্ছিল তিনি নিশ্চিতভাবেই মাঠে নামবেন। এই কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন মেক্সিকোর সমর্থকরা। অনেকেই অভিযোগ করেন, তারা বিপুল অর্থ খরচ করে টিকিট কিনেছিলেন শুধুমাত্র রোনাল্ডোকে একবার চোখের সামনে দেখার জন্য। প্রায় ১০ হাজার পেসোস খরচ করেও সেই সুযোগ না পেয়ে হতাশা ও ক্ষোভ উগরে দেন তারা। স্টেডিয়ামের বাইরে এবং সামাজিক মাধ্যমে ক্ষোভের ঝড় ওঠে। সমর্থকদের একাংশ মনে করেন, আয়োজকদের উচিত ছিল আগেই পরিষ্কারভাবে জানানো যে রোনাল্ডো খেলবেন না। এতে তারা বিভ্রান্ত হতেন না। সব মিলিয়ে, একটি সাধারণ প্রীতি ম্যাচ ঘিরে এমন একাধিক ঘটনা ঘটল, যা বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। একদিকে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন, অন্যদিকে দর্শকদের প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া-সব মিলিয়ে আয়োজকদের জন্য এটি এক সতর্কবার্তা। বিশ্বকাপের মতো বৃহ আয়োজনের আগে এই ধরনের ঘটনা যে মোটেও কাম্য নয়, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, কর্তৃপক্ষ কত দ্রুত এবং কার্যকরভাবে এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে। ফুটবল শুধু খেলা নয়, এটি কোটি মানুষের আবেগ। আর সেই আবেগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা স্টেডিয়ামগুলোকে হতে হবে সম্পূর্ণ নিরাপদ। কারণ একটি দুর্ঘটনা শুধু একটি প্রাণই কেড়ে নেয় না, তা পুরো আয়োজনের বিশ্বাসযোগ্যতাকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়।

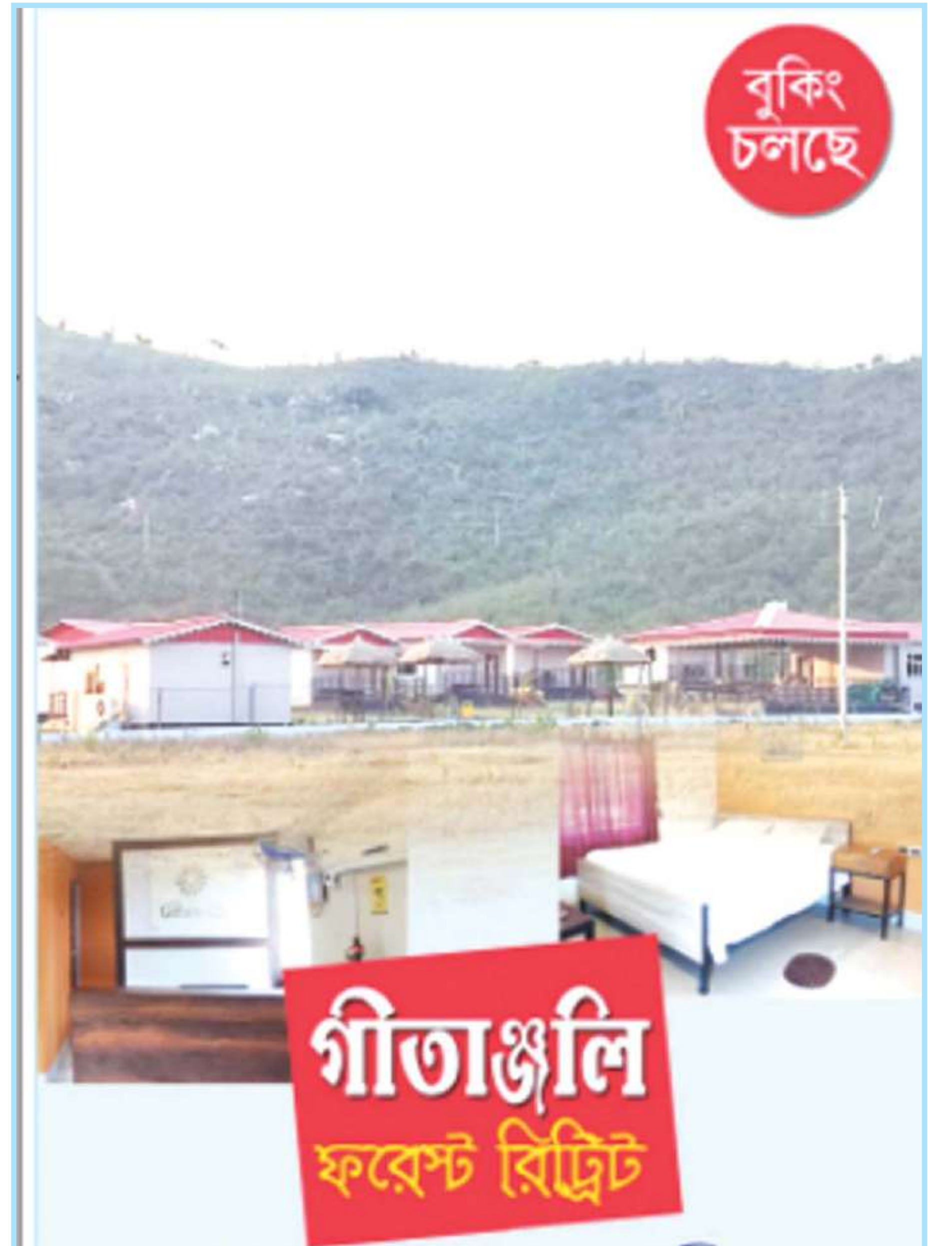

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com